নামের সহিত নিজের নাম বলিবার প্রথা ব্যবহৃত আছে। যথা ;—'সখারাম গণেশ দেউস্কর' "বালগঙ্গাধর তিলক" প্রভৃতি। অগ্নিপুরাণে অষ্ট সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ে উক্ত আছে ;—

"ততোধন্বন্তরিশ্চাসীৎ তৎসুতোঽভূচ্চ কেতুমান্।
কেতুমতো হেমরথো দিবোদাস ইতিশ্রুতঃ।
প্রতর্দ্দনো দিবোদাসাৎ ভর্গবৎসৌ প্রতর্দ্দনাৎ॥"

(ক্রমশঃ)

অস্ত্রোপচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[ডাঃ শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস]

অঙ্গচ্ছেদ—এম্পুটেশন।

উপসর্গ।

১। অস্ত্রোপচারের ধাক্কা, ২। বেদনা, ৩। রক্তস্রাব, ৪। ক্ষত শুকের আবদ্ধতা, ৫। চূড়াবৎ ষ্ট্যাম্প, ৬। শোথ—ইত্যাদি।

অস্ত্রোপচারের পর ষ্টাম্প উচ্চ করিয়া, বালুর গদি স্থাপন করিয়া, স্থির ভাবে রাখিবে নতুবা, অদূর ভবিষ্যতে পৈশিক আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে, তাহার ফলে—বন্ধন (ড্রেসিং) স্থানচ্যুত হইবারও সম্ভাবনা।

পৈশিক আক্ষেপ উপস্থিত হইলে—পোটলীবদ্ধ কুলথকলাই অত্যুষ্ণ জলে ডুবাইয়া, বেশ করিয়া, নিঙড়াইয়া, গরম থাকিতে থাকিতে 'বন্ধনীর' (ব্যাণ্ডেজের) উপর ধীর হস্তে স্বেদ প্রদান করিবে। কবিরাজী মতে —এটী বড় সুন্দর ব্যবস্থা। ডাক্তারেরা—মর্ফিয়া অধস্ত্বাচিক প্রয়োগ করিয়া অথবা উষ্ণ জল পূর্ণ রবারের বোতলের সেক দিয়া,—পৈশিক আক্ষেপের প্রতিবিধান করেন।

অস্ত্রোপচার অন্তে—ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার পর—প্রায় ২৪ ঘণ্টা কাল, কর্ত্তিত স্থান হইতে অনেক রক্তস্রাব হয়। ইহাতে ক্ষতের পটী ভিজিয়া যায়। পর দিবস—ঐ পটী বদলাইয়া দিবে। রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে রস নিঃসারক নল (ড্রেনেজ টিউব) বাহির করিয়া লইবে। যে সকল রোগী অত্যন্ত অসুস্থ থাকে, তাহাদের কর্ত্তিতস্থানের অস্থির চতুষ্পার্শ্ব হইতে—কৃষ্ণ পাটলবর্ণের এক রকম রসস্রাব হইতে দেখা যায়। এই স্রাব কোন ডাক্তারই সহজে বন্ধ করিতে পারেন না। এইরূপ অবস্থায়—রস নিঃসারক নল বাহির না করিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে।

ক্ষত প্রায় শুকাইলে, সীবন (সেলাই) কর্ত্তন করা হইলে—ক্ষত শুষ্ক বিধানে যেন টান না পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে। ইহার

অস্থ ক্ল্যাপের উপর সন্তাপ রক্ষা করা উচিত। এই উপায়ে কর্ত্তিত স্থান কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, ক্ষতও শীঘ্র শুকাইয়া যায়। যে স্থলে বৃহৎ পৈশিক ক্ল্যাপ দিয়া আবৃত করা হয়, সে স্থলে পূর্ব্বোক্ত উপায় অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক। উরু এবং জঙ্ঘা কর্ত্তন করিলে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

একখণ্ড প্রশস্ত ষ্ট্র্যাপিং প্ল্যাষ্টার ক্ল্যাপের বহুদূরে আবদ্ধ করিয়া ক্ল্যাপ আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয়। তাহার পর ষ্টাম্পের সমস্ত বিধান দ্বারা অস্থিকে উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ষ্ট্র্যাপিং করার পর নিম্ন দিক হইতে শেষের দিকে বন্ধনী বাঁধিয়া দিবে, ইহাতে পেশী শিথিল হইবার ভয় থাকিবে না।

বেদনা। অঙ্গচ্ছেদের পর যে বেদনা, হয়, তাহা স্নায়বীয় বেদনার মত। এ বেদনা স্নায়ু সঙ্কোচের জন্য। সুতরাং অস্ত্রোপচারের পর—কয়েক মাস পর্য্যন্ত ইহা থাকিতে পারে। বাতঘ্ন তৈল (মহামাষ, সৈন্ধবাদি তৈল, কুব্জ প্রসারিণী প্রভৃতি) মর্দ্দন করিলে, এ বেদনা দূর হয়। কখনওবা আপনা হইতে ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। তৈল মর্দ্দন করিতে হইলে—বেদনা স্থানের উপরে—মূল স্নায়ুর উপর মর্দ্দন করা উচিত এবং মর্দ্দনান্তে এরণ্ড বা আকন্দ পত্রের স্বেদ দেওয়া উচিত। পায়ের বাথার—সেক্রমের উপর, এবং হাতের বেদনায় স্ক্যাপুলা ও ক্ল্যাভিকেলের উপর স্বেদ প্রয়োগ করিবে।

ক্ষত শুষ্ক বিধানের আবদ্ধতা। এই আবদ্ধতার জন্য রোগী বড়ই কষ্ট পায়। ইহার প্রতিকার—ক্ষত শুষ্ক হইলে সেই শুষ্ক স্থান এবং গভীর স্তরের বিধান—ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে হইবে। এ কাজ রোগী নিজেই করিতে পারে, চিকিৎসক কেবল একবার দেখাইয়া দিবেন মাত্র। অনেক সময় ক্ষত শুষ্ক বিধান অস্থির সহিত আবদ্ধ থাকে, সহজে তাহাকে শিথিল করা যায় না, এরূপ অবস্থায় টেনোটোমীর দ্বারা কাটিয়া দিতে হইবে।

চূড়াবৎ ষ্ট্যাম্প। চিকিৎসকের কাটার দোষেই এ উপসর্গ হইয়া থাকে। শিশুর অঙ্গচ্ছেদের সময়, সাবধানে—অস্ত্রপ্রয়োগ করিবে,—যেন অস্থির পরিবর্দ্ধন কালে—ষ্টাম্প পথে তাহা বাহির হইতে না পারে। স্নায়ু আবদ্ধ থাকিলে তাহা বিমুক্ত করিয়া দিবে, সাবধানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবে।

শোষ। ভিতরে—মৃতঅস্থি, সিলায়ের সূতা প্রভৃতি থাকিয়া গেলে শোষ হয়। অতএব কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা বাহির করিয়া দিবে।

কৃত্রিম অঙ্গশাখা পরাইয়া দিতে হইলে, অতি সত্বর সে কার্য্য সম্পন্ন করা চাই। নহিলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। কারণ—কর্ত্তিত অঙ্গ সঙ্কুচিত হইতে সুদীর্ঘ সময় লাগে; পেশীসমূহ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকায়—তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। পুনরায় এই সকল পেশী আর কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। অনেক স্থানই আবদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং রোগী কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে, তাহা বড় কার্য্যকরী হয় না, রোগী এজন্য বিরক্ত হয়। কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা সবিস্তারে আলোচনা করিব, এখন কেবল আভাস দিয়া যাইতেছি।

ভেরিকোস্ ভেনের অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ—

১। সীবন-কর্ত্তনের পর গভীর ক্ষত।

২। ক্ষতপার্শ্বের পচন, ৩। পাদশোথ ইত্যাদি।

অস্ত্রোপচারের পর সে অঙ্গ উচ্চ করিয়া রাখিবে। আবশ্যক বুঝিলে স্প্রিংএ ঝুলাইবে, অথবা পায়ের নীচে বালিস কি স্প্লিণ্ট দিবে।

যদিও এরূপ অস্ত্রোপচারের পর দশ পনের দিনের মধ্যে, ক্ষতের পটী পরিবর্ত্তন করার আবশ্যক হয় না, তথাপি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিবে—পটীর অবস্থা ভাল আছে কিনা কিনা? যেন কোন অংশ আবদ্ধ হইয়া না থাকে।

সেলাই কাটিয়া দিবার পর, ক্ষতের উভয় পার্শ্ব সম্মিলিত রাখিবার জন্য—ষ্ট্র্যাপিং প্লাষ্টার প্রয়োগ করিবে। ৩ সপ্তাহ হইতে ১ মাস রোগীকে গমনাগমন করিতে বারণ করিবে।

সেলাই কাটার পর—ক্ষত মুখ বিস্তৃত হইয়া গভীর ক্ষত হয়। ইহার প্রতিকার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ডাক্তারী মতে ক্ষতের উভয় পার্শ্ব একত্র সম্মিলিত রাখিবার জন্য—ষ্ট্রাপিং প্লাষ্টার ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু সুশ্রুতের মতে ইহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিবিধান আছে।

ক্ষতের পার্শ্বদেশ (কিনারা) অত্যন্ত পাতলা হইয়া গেলে, পরিপোষণ কার্য্য ভাল হয় না, কাজেই ক্ষতপার্শ্ব পচিতে আরম্ভ করে। ঘাও বহু বিলম্বে শুকায়। এরূপ অবস্থায় পঞ্চপল্লবের কষায় দিয়া ক্ষত ধৌত করিয়া ষ্ট্রাপিং প্রয়োগে ক্ষত স্থির রাখিবার চেষ্টা করিবে।

পায়ের শিরায় অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কখন কখন পাদশোথ উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রোগী যখন প্রথম চলিতে আরম্ভ করে, তখনই এই শোথ দেখা দেয়। শুণ্ঠী ও পুনর্ণবার প্রলেপ দিয়া পায়ের অঙ্গুলী হইতে জানুসন্ধি পর্য্যন্ত স্থান—ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিবে। অথবা আপাংপাতা, নিসিন্দা পাতা, আকন্দ পাতা, জয়ন্তী পাতা এবং কদম পাতা ছেঁচিয়া, পুঁটুলি বাঁধিয়া, উহা উত্তপ্ত করতঃ রাত্রে পায়ে স্বেদ দিবে।

ল্যামিনেক্টমী।

উপসর্গ—১। বক্ষঃপীড়া, ২। উদরাধ্মান, ৩। শয্যাক্ষত (বেড্ সোর)।

প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর লেমিনেক্টমী অস্ত্রোপচার করা হয়। এজন্য অস্ত্র চিকিৎসককে খুব সতর্ক থাকিতে হয়। পঞ্জর মধ্যস্থিত পেশীর পক্ষাঘাত হইলে, ডায়ফ্রেম পেশীর সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এজন্য কাসি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এ কাসি বড় ভয়ানক—ব্রঙ্কাইটিসের ভাব। এ অবস্থায় রোগীর কাসি বন্ধ করা উচিত। কেননা—বায়ুনলী কফপূর্ণ থাকায়, রোগী নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট পায়, কাসি বেশী হইলে বিপদও ঘটিতে পারে। মহালক্ষ্মী বিলাস, সমশর্কর চূর্ণ প্রভৃতি কর্পূর ও জায়ফল ঘটিত ঔষধ দিয়া, শ্লেষ্মাকে শুকাইয়া দেওয়া উচিত। ডাক্তারী মতে—মর্ফিয়া প্রয়োগে বেশ ফল হয়। রোগীকে একপার্শ্বে শয়ন

করিয়া থাকিতে বলিবে। কফস্রাবক ঔষধ বা পথ্য কখনই দিবে না।

মেরুমজ্জার ঊর্দ্ধভাগে পক্ষাঘাতের কারণ বর্ত্তমান থাকিলে উদরাধ্মান দেখা দেয়। এ উপসর্গ বড় কষ্টপ্রদ। ডাক্তারী মতে —এনেমা দিয়া নিম্নান্ত্র পরিষ্কার রেক্টার নল প্রয়োগ, উদরে বস্ত্র বেষ্টন, সন্তাপ প্রভৃতির দ্বারা এ উপসর্গের প্রতীকারের চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ কিন্তু বিশেষ উপকার হয় না। কবিরাজী মতে শুল্ফার জল খাওয়ান, বাতঘ্ন তৈল মর্দ্দন—প্রভৃতির দ্বারা অনেক উপকার হয়।

পক্ষাঘাত রোগীর মূত্রাশয়ের প্রদাহ এবং শয্যাগত হওয়া—অবশ্যম্ভাবী। প্রথমটির জন্য গোক্ষুর ক্বাথ পান ফলপ্রদ। শয্যাক্ষতে কেঁচোর তৈল বিশেষ উপকারী।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বৎসরের

চরম পরীক্ষার ফল।

এবার নিম্নলিখিত এগার জন ছাত্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গুণানুসারে নামগুলি লিখিত হইল, ইহাদিগের ডিপ্লোমা ও প্রশংসাপত্র পরে একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া প্রদত্ত হইবে।

প্রথম বিভাগ।

শ্রীবিশ্বনাথ সেনগুপ্ত

„ প্রমথনাথ দত্ত গুপ্ত

„ জি, পি বিক্রমার্চ্চি

দ্বিতীয় বিভাগ।

শ্রীপরমানন্দ শর্ম্মা

তৃতীয় বিভাগ।

শ্রীপ্রফুল্লনাথ রায়

„ মণিদাস রাজপক্ষ

„ কিরণ্ময় দাশগুপ্ত

„ রাজেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত

„ হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

„ সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

„ যোগেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(রিপোর্টারের পত্র)

কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভা।

গত ২৮শে কার্ত্তিক "গঙ্গাপ্রসাদ ভবনে" কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার বিজয়া সম্মেলন মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, বসুমতীর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নায়কের শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় প্রভৃতি দেশের অনেক কৃতীপুরুষ সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়কে সভাপতির পদে বরণ করা হয়। ঐক্যতান বাদন, সমস্বরে একখানি সঙ্গীত, একখানি সংস্কৃত সঙ্গীত, শ্রীযুক্ত ললিত কুমার ঘোষ মহাশয়ের তাসের ম্যাজিক এবং প্রফেসার চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্যকৌতুকের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সংস্কৃত গানখানি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয়ের রচিত, উহা বর্ত্তমান সংখ্যক "আয়ুর্ব্বেদে" "আয়ুর্ব্বেদ-বন্দনা" নামে স্থানান্তরে প্রকাশ করা হইল। সর্ব্বশেষে জলযোগের আয়োজনে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করা হয়। এই সভার পরিসমাপ্তিকালে পণ্ডিতপ্রবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার প্রসঙ্গে একটি বড় সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন,—তাঁহার কথার মর্ম্ম এইরূপ,—"বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে আমাদের এই যে সভার অনুষ্ঠান, ইহা আজি সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য লাভ করিলেও এই বিজয়া সম্মেলনের জন্য আগে কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এরূপ সভাসমিতির প্রয়োজন হইত না। তখন অনুজনেরা গুরুজনদিগের বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া বিজয়ার পর প্রণাম করিত, সে প্রণামে হৃদয়ের ভক্তি প্রকাশ পাইত, ইংরাজী অনুকরণে এরূপ সভাসমিতির অনুষ্ঠানে সে ভক্তির পরিচয় কতটা পাওয়া যায় তাহা কিন্তু আমি বলিতে পারি না। তবে অনুজনেরা যখন আর রুচিবিপর্য্যয়ে গুরুজনদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে পারেন না, তখন এরূপ সভাসমিতির আয়োজন পূর্ব্বক সে কার্য্য সিদ্ধ করা 'মন্দর ভাল' বলিতে পারি।" বাচস্পতি মহাশয়ের এ সকল কথা যে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু দেশের লোকের সে সকল ভাবিবার প্রবৃত্তি যে নাই—ইহাই তো দুঃখ। এই বিজয়া সম্মেলনে অভিনয় করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদ সভা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্য চরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদ প্রতিভা" নামে আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস অবলম্বনে একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সময় সংক্ষেপ বলিয়া এদিনে অভিনয় হইয়া উঠে নাই, ঐ নাটকের অভিনয় ইহার পর হইবে। ঐ নাটকখানি মুদ্রণেরও ব্যবস্থা হইতেছে।

কলিকাতা ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে
কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গোবৰ্দ্ধন প্রেস হইতে
[illegible] মুদ্রিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৫ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—পৌষ। | ৪র্থ সংখ্যা।

অকাল মৃত্যু নিবারণের উপায়।

[ডাঃ শ্রীআনন্দ চন্দ্র রায় এম-বি]

সে দিন তন্ত্রশাস্ত্র পড়িতে পড়িতে দেখিলাম—একটী ঔষধ লেখা রহিয়াছে, তাহার নাম "মৃত্যুঞ্জয় কল্প"। ঔষধটির ফলশ্রুতি এইরূপ—

"সম্বৎসরং প্রয়োগেণ মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং।"

অর্থাৎ এই ঔষধ এক বৎসর সেবন করিলে মানুষ নিশ্চয় মৃত্যুকে জয় করিতে পারে।

আমার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ কি পাগলামী! ঔষধ খাইয়া মানুষ মৃত্যু জয় করিবে? ইহাও কি সম্ভব? জগতের বিজ্ঞানে কি এমন পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে? ঔষধে রোগ সারে, বল-মাংস-রক্ত বৃদ্ধি হয়—জীবনী শক্তিও বাড়ে, এ সকল কথা অবিশ্বাস করি না। কবিরাজী শাস্ত্রে এমন 'রসায়ন' আছে—যাহাতে অশীতি বর্ষীয় বৃদ্ধ—যৌবন লাভ করে, ইহাও শুনিয়াছি। কিন্তু ঔষধ সেবনে মানুষ যে মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, ইহা যে নিতান্তই আকাশকুসুমবৎ! তন্ত্রে অনেক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার আছে, মারণ, উচাটন, বিদ্বেষণ, বশী করণও আছে, হয় ত তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু মৃত্যুকে জয় করা যে মানুষের সাধ্যায়ত্ত—ইহা ত প্রত্যয় করিতে পারি না!

মনে ভাবিলাম—তন্ত্র বার্ত্তা শিব 'মৃত্যুঞ্জয়', তাই বুঝি কোন শিবভক্ত, মানুষকে তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য—মৃত্যু জয়ের প্রলোভন দেখাইয়াছেন! তথাপি মন স্থির হইল না! কেবলই ভাবিতে লাগিলাম—কে আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করিবে? কে আমাকে বুঝাইবে—বাস্তবিক মৃত্যুকে জয় করা যায় কি না?

বিলাতী বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দিতে

পারিল না। তাই নত মস্তকে আয়ুর্ব্বেদের শরণাগত হইলাম। আলমারীতে চরক-সংহিতার বঙ্গানুবাদ ছিল, তাহাই পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

দেখিলাম—চরক একজন পাকা বৈজ্ঞানিক বটেন! রক্তমাংসের শরীরে যে অত জ্ঞান জন্মিতে পারে—তাহা আমার ধারণাই ছিল না। চরক আলোচনায় আমার সন্দেহ মিটিয়া গেল। আমি বুঝিতে চেষ্টা করিলাম মানবের আয়ুটা কি? তাহা নিয়ত কি অ-নিয়ত? চরক আমাকে উপদেশ দিলেন—মানুষের আয়ুর একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। কারণ বশে আয়ুর হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে।

আমার শিক্ষা হইল—জীবের মৃত্যু দুই প্রকার। কাল-মৃত্যু ও অকাল মৃত্যু। এই কাল মৃত্যু—অপরিহার্য্য। ইহার হস্ত হইতে স্বয়ং মার্কণ্ডেয়ও রক্ষা পাইতে পারেন না। যে শিব নিজে সংহারের কর্ত্তা, যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন, তিনিও বলিতেছেন—"মমায়ুর্গ্রসতে কালঃ"। কাল আমারও আয়ু গ্রাস করিতেছে! কালমৃত্যুর হস্ত হইতে শিবেরও পরিত্রাণ নাই। অন্য পরে কা কথা! এমন একদিন আসিবে—যে দিন সকলকেই মরিতে হইবে। ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহারা অমর লোকের 'অমর' বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারাও এই কাল মৃত্যুর অধীন।

তবে মৃত্যু জয় করা কিসে সম্ভব? তন্ত্রের এ বাকচাতুরী কেন? যে শাস্ত্র শিবের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—সে শাস্ত্র এমন ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ কেন? ইহার উত্তর আয়ুর্ব্বেদেই দেখিতে পাওয়া যায়। চরকের বিমান স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে—এই মৃত্যু-রহস্যের অপূর্ব্ব মীমাংসা আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিতে চাহিনা। আমি কেবল চরকোক্তির সারাংশ অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ জানিতেন—কালধর্ম্মে—মানুষ সদাচার ও নীতিভ্রষ্ট হইয়া, অহিত আহার বিহারে—দিনদিন অল্পায়ু হইবে। মানুষের অধর্ম্মে—পৃথিবীতে অকাল-মৃত্যু বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু মানুষ যদি চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই অকাল মৃত্যুকে অবশ্যই জয় করিতে পারে। অকাল মৃত্যুও ত মৃত্যু, যে অকাল মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, তাহাকে মৃত্যুঞ্জয়ী বলিলে দোষ কি? তন্ত্রের "মৃত্যুঞ্জয় কল্প" আয়ুর্ব্বেদের অজস্র রসায়ন—অকাল মৃত্যু নিবারণ করে। তাই তাহাদের ফল শ্রুতিতে "এই ঔষধ সেবনে মৃত্যুকে জয় করা যায়'—এই রূপের গুণের কথা লিখিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কাল মৃত্যু এক প্রকার; অকাল মৃত্যু কিন্তু শত প্রকার। মানুষ চেষ্টা করিলে—এই শত প্রকার অকালমৃত্যুকে জয় করিয়া দীর্ঘজীবী হইতে পারে।

সত্যই আমাদের দেশে বড় দুর্দ্দিন আসিয়াছে। গৃহে গৃহে অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব! যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে, মনে হয়—এ দেশের লোক আর ২৫ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল বাঁচিবে না। যাঁহাদের পিতৃ পিতামহ শতবর্ষ জীবিত থাকিতেন, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আয়ু এখন পঞ্চাশে দাঁড়াইয়াছে। স্বাস্থ্য সম্পন্ন সৌভাগ্যবান্ লোক, আজিকাল আর দেখিতে পাইনা।

কেন এমন হইল; কেন এ দেশে এত রোগ—এত অকালমৃত্যু দেখা দিল? বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই ইহার অনেক কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। অধিকাংশ বিজ্ঞের মত—এ দেশে এত রোগ, এত অকাল মৃত্যুর কারণ, দেশের জল বায়ু একেবারেই দূষিত হইয়াছে। তাই আমরা—যে রোগীর ঔষধে কোন উপকার হয় না—তাহাকে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়া থাকি।

এক্ষণে বিচার্য্য—এ দেশের জল বায়ু কেন এত দূষিত হইল? আর্য্য ঋষি তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

বায়্বাদীনাং যদ্বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে তস্য মূলমধর্ম্মঃ।

দেশবাসী নরনারিগণের অধর্ম্ম হইতে দেশের জলবায়ু দূষিত হইয়া থাকে, সে "অধর্ম্ম" কি? সদাচার সদ্বৃত্ত বর্জ্জন, খাদ্যাখাদ্যের বিচার শূন্যতা, অসংযম, অনাচার, শাস্ত্রের অনুশাসনে উপেক্ষা—প্রভৃতি। বাস্তবিক, আমাদের অধর্ম্মেই আমাদের দেশের জলবায়ু প্রভৃতি দূষিত হইয়াছে। সেই দূষিত দেশজাত ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, দূষিত জল পান করিয়া, দূষিত বায়ুর শ্বাস লইয়া—আমাদের শরীরের] রস রক্তাদি সপ্ত ধাতু দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারই ফলে আমাদের এত রোগ, এত অকাল মৃত্যু!

আর্য্যশাস্ত্র আলোচনায় বেশ বুঝিতে পারা গেল—দেশের অধিবাসিগণের অধর্ম্মে দেশের জল বাতাস ও দেশ দূষিত হইয়া থাকে। এবং জল বায়ু ও দেশ দূষিত হইলে মানুষ রুগ্ন ও অল্পজীবী হইয়া থাকে। কিন্তু জলবায়ু প্রভৃতি দূষিত হইয়াছে, কেমন করিয়া আমরা তাহা জানিতে পারিব? ঋষিগণ তাহারও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

বায়ুতে অস্বাভাবিক ঋতুর গুণ, যেমন শীতকালের বাতাস গরম, গ্রীষ্মকালের বাতাস ঠাণ্ডা, বায়ুর সিক্তভাব, চঞ্চলতা (খুব জোরে বহা) স্থৈর্য্য (যেন বাতাস নাই) অত্যন্ত পরুষ, অতি শীতল, অত্যুষ্ণ, অতি রুক্ষ (যে বায়ুর স্পর্শে মনে হয় শরীর যেন শুকাইয়া যাইতেছে), অত্যভিষ্যন্দি (যে বায়ুর স্পর্শে ঘর্ম্ম নিবারণ হয় না), ঝঞ্ঝা (ভয়ঙ্কর শব্দ বিশিষ্ট ঝড়) চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল বেগে প্রবাহিত ঘূর্ণী বায়ু, দুর্গন্ধময় বাষ্প, ধূলি ও ধূমময় বাতাস—এইরূপ লক্ষণ হইলে বুঝিতে হইবে বায়ু দূষিত হইয়াছে।

জল—অতি দুর্গন্ধ, বিস্বাদ, বিবর্ণ, বিকৃতস্পর্শ, অতি মলিন, শৈত্য ও মাধুর্য্য গুণ শূন্য, পানে অতৃপ্তি,—সাধারণতঃ এইগুলি দূষিত জলের লক্ষণ। জলচরগণও (মৎস্যাদি) এরূপ জলে বাস করিতে চাহে না। দূষিত জলপানে দুরারোগ্য রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

দেশ দূষিত হইলে—মৃত্তিকার স্বাভাবিক রূপ ও গন্ধ পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ভিন্ন সাধারণে ইহা বুঝিতে পারে না। দূষিত দেশের—ভিতর বাহির আবর্জ্জনা ও জঞ্জালে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সর্প, ইন্দুর, পঙ্গপাল, মশক, মক্ষিকা, পেচক, শকুনি, শৃগাল প্রভৃতির উপদ্রব বাড়ে। উদ্যান—তৃণ ও উলু প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে দেশে যে সকল তৃণলতা ও পশুপক্ষী কীট—কখনও দেখা যায় নাই—সে দেশে নূতন তৃণলতা, নূতন জীবজন্তু—সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রের শস্য শুষ্ক ও কীটভক্ষিত হইয়া নষ্ট

হয়। পবন ধূমযুক্ত হয়,—মধ্যাহ্নকালেও ধূমযুক্ত বাতাস দেখিয়া মনে হয় বুঝি কোথাও আগুণ লাগিয়াছে। পক্ষী সকল—বিকট চীৎকার করিতে থাকে, কুকুর ও শৃগাল উর্দ্ধমুখে রোদন করিতে থাকে। মৃগ, গাভী প্রভৃতি পশুগণ কাতর ভাবে চারিদিকে বেড়ায়; দেশবাসী নরনারিগণ সত্য, সদাচার. লজ্জা, সদ্‌গুণ ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে, বিনা কারণে জলাশয়ের জল উচ্ছ্বলিত ও কম্পিত হয়, মুহুর্মুহুঃ ভীষণ শব্দের সহিত উল্কাপাত ও বজ্রাঘাত হইতে থাকে। ভূমি-কম্প হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা রুক্ষ তাম্রবর্ণ ধারণ করে। আকাশ শুভ্রমেঘে আবৃত হয়। বিনা কারণে মানুষ শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়। মনে হয়—যেন কোথাও বিকট শব্দ হইতেছে, যেন আসে পাশে ভূতপ্রেত বেড়াই-তেছে,—চারিদিক যেন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার, সর্ব্বদাই গা' ছমছম্ করিতেছে—ইত্যাদি বহু অমঙ্গলের চিহ্ন দূষিত দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

কাল দূষিত হইলে—ঋতু বিপরীত ধর্ম্ম হয় অর্থাৎ যে ঋতুর যে লক্ষণ নহে—তাহাই দেখা দেয়। শীতের সময় শীত না হইয়া হয় ত বর্ষা হয়, অথবা শীতের সময় কম বা অত্যন্ত শীত দেখা দেয়। বর্ষার সময় বর্ষা না হইয়া গ্রীষ্ম উপস্থিত হয়। এইগুলি দূষিত কালের চিহ্ন।

সূক্ষ্মদর্শী—অগাধ জ্ঞানী, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বলিতেছেন—

বাতাজ্জলং জলাদ্দেশং দেশাৎকালঃ স্বভাবতঃ।
বিদ্যাদ্দুষ্পরিহার্য্যত্বাদ্ গরীয়স্তরমর্থবিৎ॥

দেশ উৎসন্ন যাইবার সময়—প্রথমে বায়ু দূষিত হয়, দূষিত বায়ুর স্পর্শে জল দূষিত হয়, জলের সংস্রবে দেশ এবং দেশের সংস্পর্শে কাল—দূষিত হইয়া থাকে।

তখন মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। এক সময়ে নানা জাতীয় লোক এক জাতীয় রোগে আক্রান্ত হইয়া সংহার প্রাপ্ত হয়। জল বায়ু মৃত্তিকা ও কাল দূষিত হইলেই—দেশে মহামারী দেখা দেয়। ঐ মহামারী কখনও প্লেগ, কখনও ওলাউঠা, কখনও বসন্ত, কখনও বা অন্য কোন সংক্রামক রোগের রূপ ধারণ করিয়া—দেশকে শ্মশানে পরিণত করে।

চরক সংহিতায় বিমান স্থান হইতে আমি সংক্ষেপে—এই সকল কথা উদ্ধৃত করিলাম। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে আমি উক্ত সংহিতা পড়িয়া দেখিতে বলি। চরকের মতে অকাল মৃত্যু—একশত প্রকার। যথা—

নজন্তুঃ কশ্চিদমরঃ পৃথিব্যামেব জায়তে।
অতো মৃত্যুরবার্য্যঃ স্যাৎ কিন্তু রোগো নিবার্য্যতে।
একোত্তরং মৃত্যু শতং অথর্ব্বাণঃ প্রচক্ষতে।
তত্রৈকঃ কালসংজ্ঞঃ স্যাৎ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ।
যেত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তা স্তে প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ।
জপহোম প্রদানৈশ্চ কালমৃত্যু র্ন শাম্যতি।

অর্থাৎ—এই পৃথিবীতে কেহই অমর নহে। সুতরাং মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু রোগ নিবারণ করা যায়। একশত এক প্রকার মৃত্যু—অথর্ব্ব সম্প্রদায় এ কথা বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটী মাত্র মৃত্যুর নাম কাল মৃত্যু; বাকী শত প্রকার

মৃত্যু—আগন্তু মৃত্যু বা অকাল মৃত্যু। এই যে লোকে ৫০ বৎসরের মধ্যেই মরিতেছে,—এ মৃত্যু অকাল মৃত্যু, জপ, হোম দান, ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা—এই শতবিধ অকাল মৃত্যু নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু কালমৃত্যু কোন উপায়েই রোধ করা চলে না।

ঋষি অকাল মৃত্যু নিবারণের উপায় দেখাইতেছেন—"তস্মাদ্ধিতোপচার মূলং জীবিতং অতো বিপর্য্যয়ান্মৃত্যুঃ।" হিতজনক আহার, সদাচার, তপঃ, দান প্রভৃতি আচরণ—দীর্ঘ জীবনের মূল। আর ইহার বিপরীত কার্য্য—অকাল মৃত্যুর কারণ জানিবে।

অতএব যে ব্যক্তি ঋষি উপদিষ্ট সদাচার, ধর্ম্ম ও নীতি অনুসারে চলিতে পারে,—সে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে। অকাল মৃত্যু বা রোগ তাহাকে কখনই আক্রমণ করিতে পারে না।

বড় বড় সাহেবরাও যে বেদকে পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ বলেন; সেই বেদ বলিতেছেন—

মধু বা তা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষ ধীঃ মধু নক্ত মুতোষসো।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমা অস্তু সূর্য্যঃ।
[ঋগবেদঃ ১ অষ্টকঃ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৮শ বর্গ]

উষাকালের বাতাস মধুময়, জল মধুপ্লুত, পৃথিবীর ধুলি মধুলিপ্ত, বৃক্ষাদি মধুযুক্ত,—আয়ুর্ব্বেদ মতে মধু, ত্রিদোষনাশক, বলপুষ্টি ও আয়ুঃবর্দ্ধক;—বেদকর্ত্তা মধুর উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন—উষাকালের বায়ু, জল ও মাটী এবং বৃক্ষাদি—ত্রিদোষনাশক, বল পুষ্টি ও আয়ুবর্দ্ধক। এই জন্যই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অতি প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচাদি সারিয়া স্নান সন্ধ্যা করিয়া—উদ্যানে গিয়া পুষ্পচয়ন করিতেন; তাঁহাদের শরীরে বৃক্ষাদি হইতে তাড়িত সঞ্চিত হইত, তাঁহারা স্বাস্থ্য ও আয়ুলাভ করিতেন। তাঁহাদের বংশধর আমরা—প্রত্যুষের স্নিগ্ধ শোভা কখনও দেখিলাম না। আমরা আটটার সময় নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয্যায় বসিয় বাসি-মুখে "চা-বিস্কুট খাইয়া, পায়খানায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়ি। ইহাই আমাদের মৈত্র্যকর্ম্মঃ সমাচরেৎ!!! আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ—শৌচক্রিয়ার পর "অগ্নিসার" ধৌতি ক্রিয়া করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের কখনও উদরাময় হইত না, জঠরানল উদ্দীপ্ত হইত। গ্রহযামলের ভাষায় সে ধৌতির কথা শুনুন—

নাভি গ্রন্থিং মেরু পৃষ্ঠ শতবারঞ্চ কারয়েৎ।
অগ্নিসারঃ এষা ধৌতির্যোগিনাং প্রাণদায়িনী॥
হন্ত্যাহ্যুদরামযঞ্চ জঠরাগ্নিং প্রবর্দ্ধয়েৎ॥

আমাদের কাছে ধৌতি এখন ডুস্ নাম গ্রহণ করিয়াছে। উদরাময় 'ডিস্‌পেপসিয়া' রূপে আমাদের সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়াছে! এমনি পরিবর্ত্তন! এমনি কালমাহাত্ম্য! বিলাতী শিক্ষায় আমরা বুঝিয়া ফেলিয়াছি—বেদ—সেকেলে চাষার গান, পুরাণ—গাঁজাখুরী গল্প, স্মৃতি—নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণের স্বার্থ পরতার নমুনা, আর আয়ুর্ব্বেদ—অবৈজ্ঞানিক অথর্ব্বণের মন্ত্র তন্ত্র ছিটে কোঁটা বৈ কিছুই নয়!!

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অজরা রসায়ন, তন্ত্রের মৃত্যুঞ্জয় কল্প—মানুষের অকাল মৃত্যু নিবারণ করে। অবশ্য—

সেই সঙ্গে সদাচার পালন, হিতজনক খাদ্য গ্রহণ এবং নীতির অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। শাস্ত্র বলিতেছেন—

পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং
সদ্বৃত্তি ভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাং।
এবম্বিধানামিদমায়ুরত্র
চিন্ত্যং সদাবৃদ্ধ মুনি প্রবাদঃ।

যাহারা শরীরের হিতকর বস্তু আহার করে, যাহারা সচ্চরিত্র এবং সদ্বৃত্তি অবলম্বনকারী, যাহারা জিতেন্দ্রিয়—তাহারাই সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে সক্ষম।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে—ঋষি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সদাচার ও নীতি-নিয়ম লিখিবার ইচ্ছা রহিল। আমি ডাক্তার হইলেও, আমার পুত্র কন্যাগণ—আর্য্যশাস্ত্রের আচার-ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকে। ঈশ্বর কৃপায়—তাহাদের স্বাস্থ্য অটুট। তাহাদের মত সন্তানের জনক হইয়া আমিও গৌরবান্বিত।

আয়ুর জন্য বায়ু ভক্ষণ।

[অধ্যাপক শ্রী সতীশচন্দ্র রায় এম-এ]

—:০:—

অনেকদিন হইতেই দেখিতেছি—আমার শরীর আদৌ ভাল থাকে না। একটা-না একটা উপসর্গ লাগিয়াই আছে। ডাক্তারেরা বলেন—আমার মূলরোগ নাকি "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া! কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি—স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে, এই আকারান্ত স্ত্রী-রোগটী আমাকে দিন দিন নিতান্তই অমানুষ করিয়া তুলিতেছে। বন্ধুবান্ধব সর্ব্বদাই পত্র লিখিয়া আমার সংবাদ জানিতে চাহেন, আমি নীরবে থাকি। এই "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের কোন কোন লেখক আমাকে পত্র লিখিয়া কোন কোন বিষয় জানিতে চাহিয়াছিলেন, রোগের জ্বালায় আমি তাঁহাদিগকে প্রত্যুত্তরও দিতে পারি নাই। "আয়ুর্ব্বেদের" গ্রাহক ও পাঠকগণ—মধ্যে মধ্যে আমাকে প্রশ্ন করেন—প্রশ্নের উত্তর পান না! যে নিজের দেহ লইয়া সর্ব্বদা বিব্রত, সে কাহাকে সন্তুষ্ট করিবে? অতএব সকলের কাছেই আমি ক্ষমা চাহিতেছি। যিনি যাহা জানিতে চাহিয়াছেন,—"আয়ুর্ব্বেদে" সার্ব্বভৌম ভাবে—আমি তাহার উত্তর দিব। তাঁহাদিগকে কেবল একটু ধৈর্য্য ধরিতে হইবে।

এখন শরীরের জন্য দুঃখ হয়। মাঝে মাঝে ঔষধ খাই, কলেজের ছেলে পড়াই। ডাক্তার ও কবিরাজ বন্ধুর অভাব নাই, সকলেই দয়া করেন! ঔষধের দাম লাগে না। তথাপিও সুস্থ হইতে পারি না! প্রসিদ্ধ কবি ও প্রসিদ্ধ লেখক ৺নিত্যকৃষ্ণ বসু—ঠিক আমার অবস্থায় পড়িয়া অকাল মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছিলেন! আমাকেও কি বড়

প্রস্তুত হইতে হইবে? সুহৃদ্বর ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র বলেন—"দিন কতক বায়ু ভক্ষণ করিয়া আইস, শরীর ভাল হইবে।" আমি তাঁহাকে সম্মতিসূচক উত্তর দিলাম। স্থির হইল পূজার ত্রয়োদশীর দিন—বায়ু ভক্ষণ করিতে শিমূলতলায় যাইব।

আমার ধারণা—ডাক্তার মহাশয়েরা যখন রোগীকে চেঞ্জে যাইতে বলেন, সেটা বড় শুভজনক হয় না। এই চেঞ্জ বা বায়ু ভক্ষণ—ছলনাময়ী বিলাতী গঙ্গাযাত্রা মাত্র। তাই পূর্ণচন্দ্রের উপদেশ বড় সময়োপযোগী মনে হইল। বাস্তবিক জীবন্মৃত হইয়া আর দেশে থাকায় ফল কি? মেয়েগুলার বিবাহ দিয়াছি, ছেলেরা সংসারী হইয়াছে, আর কেন ঝঞ্ঝাট পোহাই? বাঙ্গালীর দেহ রক্ষার তিনটী উপাদান—অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধ। তাহাও ত পরায়ত্ত হইয়াছে। বাকী ছিল—পাঞ্চভৌতিক শরীরের পাঁচটী উপাদান—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম; সে ক্ষিতি ত অনেক দিন হারাইয়াছি, জল ও এখন পরের হাতে, বনে জঙ্গলে তেজ অর্থাৎ আলোকটুকু আর ভিটায় আসিয়া পড়েনা, বাকী আছে বায়ু ও ব্যোম। ব্যোমটা—কিছুই নয়—শূন্য। কাজেই বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে—দেশ ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া বায়ু ভক্ষণই করিতে হইবে। পূর্ণচন্দ্র আমাকে সুন্দর ব্যবস্থা দিয়াছেন!! আমিও বায়ু ভক্ষণ করিতে নিশ্চয়ই যাইব।

রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হইল। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম—স্বরলোকগত মাতুল আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া। তাঁহাকে বলিলাম—ত্রয়োদশীর দিন শিমুলতলায় যাইতেছি, বায়ু ভক্ষণ করিয়া আরও কিছুদিন বাঁচিবার সাধ হইয়াছে। মামার প্রেতমূর্ত্তি হাসিয়া উঠিল, আমি যেন শুনিতে পাইলাম—মামা বলিতেছেন—

"দানৈর্দ্দয়াদিভিরপি দ্বিজদেবতা-গো-
গুর্ব্বর্চ্চন প্রণতিভিশ্চ জপৈস্তপোভিঃ।
ইত্যুক্ত পুণ্য নিচয়ৈ রুপচীয় মানাঃ
প্রাক্ পাপজা যদি রুজঃ প্রশমং
প্রয়ান্তি"॥

"বাপু হে! যদি তোমার রোগ পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপজাত হয়, তবে, দান, দয়া, পরোপকার, দেব ব্রাহ্মণের পূজা, গুরু ও গো সেবা প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যের দ্বারা এবং ইষ্টমন্ত্র জপ ও তপস্যার দ্বারা—আরোগ্য লাভ করিবার চেষ্টা করিলে না কেন? ঘরে বসিয়াই ত বায়ু ভক্ষণ করিতে পারিতে, ভিটা ছাড়িবে কেন?"

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তর্করত্ন মহাশয়ের বাটীতে ছুটিলাম। সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"সতীশ বাবু! উহা স্বপ্ন নহে। তোমার সৌভাগ্য ভগবান স্বয়ং তোমার মাতুলের প্রেতমূর্ত্তি ধরিয়া তোমাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন। ঐ উপদেশ পালন কর, গৃহে থাকিয়াই বিনা ঔষধে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে।" শ্লোকটীর সকল কথা বুঝিয়াছিলাম, কেবল তপস্যার কথাটা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। তর্করত্ন বলিলেন—"কলিযুগে প্রাণায়ামই প্রধান তপস্যা।" এতক্ষণে আমার সকল সন্দেহ ঘুচিল। প্রাণায়াম ত প্রকারান্তরে বায়ুভক্ষণই বটে! তবে ত মামার উপদেশ অগ্রাহ্য নহে।

আমার একটী পারিবারিক লাইব্রেরী আছে। তাহাতে ইংরাজী পুস্তকের সঙ্গে—আমাদের পুরাণ, দর্শন, স্মৃতি, কাব্যও স্থান লাভ করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও বাদ পড়ে নাই। আমি একে একে সকল গ্রন্থই পড়িলাম। মনু, অত্রি, ব্যাস, বশিষ্ঠ সকলেই বলিতেছেন—

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারদ্ধন মক্ষয্য মাচারোহন্ত্য লক্ষণং॥
দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ
দুঃখ ভাগীচ সততং ব্যাধিতোহল্পায়ু রেবচ॥
সর্ব্বলক্ষণ হীনোপি যঃ সদাচারবান ভবেৎ
শ্রদ্ধাবানোহনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥

প্রথম যৌবনে শ্লোকগুলা ত অনেকবার পড়িয়াছি। তখন ত ভাল লাগে নাই। তখন ত মনে হইয়াছে—এগুলা স্মৃতিকারের চাতুরী; লোককে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জন্য—এ কেবল ভয় প্রদর্শন। মানুষকে সৎকার্য্যে আকৃষ্ট করিবার জন্য এবং পাপকার্য্য পরিহার করিবার জন্য,—এ যেন স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভয় দেখানো! ঋষিগন বলিয়াছেন,—অধর্ম্ম ও অনাচারে মানুষ অল্পায়ু ও রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে; তাহার আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু লাভের একমাত্র উপায় স্বধর্ম্ম ও সদাচার। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় আসিয়া কথাগুলা আজ বড় মূল্যবান মনে হইল। চরকের নিদান স্থান খুলিলাম। দেখিলাম, মহর্ষি বলিতেছেন—তৎ ত্রিবিধ মসাত্ম্যেন্দ্রিয়ার্থ সংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেত্য ত স্ত্রিবিধ কল্পা ব্যাধয়ঃ।"

অর্থাৎ অসাত্ম্য ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, প্রজ্ঞাপরাধ এবং পরিণাম এই তিনই রোগের কারণ। অসত্ম্য-ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগ, ও পরিণাম অনেক বড় কথা, অল্প কথায় তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু প্রজ্ঞাপরাধ কি? মহর্ষি চরক অতি সুন্দর অথচ অল্প কথায় বলিয়াছেন—

ধী ধৃতি স্মৃতি বিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষ প্রকোপনং।
বিনয়াচার লোপশ্চ পূজ্যানাঞ্চাভিধর্ষণং
জ্ঞাতানাং স্বয়মর্থানা মহিতানাং নিষেবনং॥
ইন্দ্রিয়োপক্রমোক্তস্য সদ্বৃত্তস্য চ বর্জ্জনং।
ঈর্ষামান মদক্রোধ লোভমোহৎ মদভ্রমাঃ।
তজ্জং না কর্ম্ম যৎ ক্লিষ্টং ক্লিষ্টং যদ্দেহ কর্ম্ম চ।
যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম্ম রজো মোহ সমুত্থিতং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবতে ব্যাধিকারণং

আপনার বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও স্মৃতি ভ্রংশদোষে যে সকল অন্যায় কার্য্য করা যায়, তাহার নাম প্রজ্ঞাপরাধ। যে লোকের এই প্রজ্ঞাপরাধ ঘটে, তাহার দেহস্থ বায়ু পিত্ত কফ প্রকুপিত হইয়া বহুবিধ রোগ উৎপাদন করে। বিনয় ও আচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মানীর মান নাশ, গুরুজনের অসম্মান, জানিয়া শুনিয়া অহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইন্দ্রিয়োপক্রমনীয় অধ্যায়োক্ত সচ্চরিত্রতা ত্যাগ, ঈর্ষা, মত্ততা, ক্রোধ, ভ্রম, পরের অনিষ্ট সাধন, স্বদেহের অনিয়ম কারণ এবং রজগুণ ও তমোগুণ প্রভবকার্য্যাবলী—ইহাকেই প্রজ্ঞাপরাধ বলে। এই প্রজ্ঞাপরাধ নানা রোগের কারণ।

//শারীর বিজ্ঞানবিদ্ সুশ্রুতের মত ও পাঠ করিলাম। তাঁহারও ঐ কথা। দীর্ঘজীবন

লাভ করিতে হইলে সদাচারী হইতে হয়। প্রজ্ঞাপরাধ ঘটিলে মানুষ চিররোগী এবং অল্পায়ু হইয়া থাকে। সকল ঋষিরই অভিমত—

পুণ্যস্ত ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপ ফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥

মানুষের স্বভাব এই যে, তাহারা পুণ্যের ফল সুখভোগ করিতে চাহে, অথচ পুণ্য করিতে চাহে না। আবার পাপের ফল দুঃখ টুকু চাহে না, কিন্তু পাপ করিতে বেশ মজবুত। সত্যই ত! আমি ব্রাহ্মণের সন্তান, আমার চাল চলন—ম্লেচ্ছের মত, আমি কি রোগ-শূন্য হইতে পারি? ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণের আচার পালন করিবে, চণ্ডাল চণ্ডালের আচারে চলিবে—তবেই সে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইবে। তৃণভোজী গাভী যদি মৎস্য মাংস খায়, মল-ভোজী কুক্কুর যদি—হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে—তবে কি তাহারা বেশীদিন বাঁচিয়া থাকে? যখন ব্রাহ্মণাচার পরিত্যাগ করিয়া—শরীরে রোগকে ডাকিয়া আনিয়াছি, তখন আবার কোন্ মুখে স্বাস্থ্যের কামনা করিতেছি? আমারই অধর্ম্মে যখন আমার দেশের জল বায়ু দূষিত হইয়াছে—তখন ভাল জল ও ভাল বাতাসের জন্য আমি আবার কোথায় যাইব?

হায় পরলোকবাসি মাতুল! এ উপদেশ কেন আমাকে প্রথম যৌবনে দাও নাই? এখন আর ক'দিন বাঁচিব? জীবনের তিন ভাগ যে কাটিয়া গিয়াছে। এখন আর ফিরি কেমন করিয়া? আমার নিজের শিক্ষাই অসম্পূর্ণ,—আমি আবার ছাত্র শিক্ষার ভার লইয়াছি! ভারতচন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে, আমাদের মত লোককে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন—

"না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে?"

বিদেশে গিয়া বায়ু ভক্ষণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম। একটা অপব্যয় হইতে রক্ষা পাইলাম। আমার রোগ—কিছুতেই সারিবে না। আমার স্বাস্থ্য কোথাও গেলেও ফিরিবে না। আমার ব্যাধি যে কর্ম্মজ ব্যাধি। কেন না—

যথা শাস্ত্রন্তু নির্ণীতে যথাব্যাধি চিকিৎসিতেঃ
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ সজ্ঞেয়ঃ কর্ম্মজো বুধৈঃ॥

কর্ম্মজ রোগের ঔষধ কি? কর্ম্মক্ষয়। কিসে কর্ম্মক্ষয় হইবে? ঋষি বলিতেছেন—"প্রায়শ্চিত্তাত্মক দানাদিভিঃ তপোভিশ্চ।"

এই তপস্যাই "প্রাণায়াম"। প্রাণায়ামের মত শারীরিক ও মানসিক দোষনাশক, অগ্নি-বর্দ্ধক, নাড়ী পরিষ্কারক, শোণিত সঞ্চালক, স্রোত সংশোধক, এবং আয়ুষ্কর উপায় জগতের কোন বিজ্ঞানেই দেখা যায় না। ঐ শুন—শাস্ত্রের উপদেশ—

প্রাণায়ামান্ সদা কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
দহন্তে সর্ব্ব রোগাণি প্রাণায়ামৈঃ সুনিশ্চিতং॥

দেখ দেখি, বায়ু ভক্ষণের কি সুন্দর সার্থকতা! তোমার সিমলা-মসূরী-দার্জ্জিলিং কি এর কাছে লাগে?

মানমণ্ডের মীমাংসা।

[কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ]

প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় এল, এম্, এস—মহাশয় সম্প্রতি আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি এই—

"মহাশয়!

৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন আলিপুরে ছিলাম—তখন একটী উদরী রোগী পাই। ৮ বার উপর্য্যুপরি ট্যাপ করিয়াও যখন তাঁহার রোগের লাঘব হইল না, তখন তাঁহার জীবন সংশয়ের কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অগত্যা আমাকে সরিয়া পড়িতে হইয়াছিল। রোগী—বড় লোকের সন্তান না হইলেও সম্পন্ন গৃহস্থ,—তাঁহারই পার্শ্বের বাটীতে আমার বাসা ছিল।

আমি রোগীকে পরিত্যাগ করার পর-দিনই—রোগীর ভ্রাতা একজন কবিরাজকে ডাকেন। স্বীকার করিতে লজ্জা নাই—কবিরাজের হাতেই রোগী ভাল হইয়াছিল। কবিরাজ—কাল বর্ণের একরকম পুরিয়া খাইতে দিতেন, আর দুইবার করিয়া 'মান-মণ্ড' পথ্য দিতেন। আমার চিকিৎসাধীনে না থাকিলেও, আমি দুইবেলা রোগীকে দেখিতাম, তাহার অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতাম, কবিরাজের চিকিৎসার দিকেও লক্ষ্য রাখিতাম। কবিরাজটীর তেমন 'বিদ্যাসাধ্যি' ছিল বলিয়া মনে হয় না, রোগীকে কিন্তু তিনি আশ্চর্য্য রকম আরাম করিয়াছিলেন। রোগীর পেটের জল দিন দিন কমিয়া যাইত; আমি ফিতা দিয়া মাপিয়া দেখিতাম।

আমার বিশ্বাস—রোগীর উপকার হইয়া-ছিল, কেবল "মানমণ্ড" প্রয়োগে। বাস্তবিক আমি "মানমণ্ডের" অপূর্ব্ব শক্তিতে বিস্মিত হইয়াছিলাম।

সম্প্রতি আমি ২।৩টী উদরী রোগী পাইয়াছি। তাহাদিগকে ঔষধও দিতেছি। আমার ইচ্ছা তাহাদের "মানমণ্ড" খাওয়াই। কিন্তু আমি "মানমণ্ডের" ভাগ জানি না সেই জন্য চারিজন বড় কবিরাজকে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু চারিজনেই মানমণ্ড প্রস্তুত সম্বন্ধে চারিপ্রকার ব্যবস্থা লিখিয়া-ছেন। ইহাতে আমি কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি না—কোন মতটী সমীচীন।

যে কবিরাজ যেরূপ ভাগে মানমণ্ড প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা দৃষ্টি করিবেন। এবং আমাকে উপদেশ দিবেন—কোন্ মত গ্রহণীয়? সেই মতে আমি 'মানমণ্ড' প্রস্তুত করিব। আশা করি সত্বর প্রত্যুত্তর পাইব। ইতি।

শ্যামবাটী হাট ১৬.৮.২০ } বশম্বদ—
শ্রীআনন্দ চন্দ্র রায়।

(১) রাজসাহীর কবিরাজ শ্রীযুক্ত—মহাশয়ের মত;—

পুরাণ মান ১ ভাগ, তণ্ডুলচূর্ণ ২ ভাগ, জল মিশ্রিত, দুগ্ধ ৪২ ভাগ। গাঢ় হইলে নামাইতে হইবে।

(২) কলিকাতার কবিরাজ শ্রীযুক্ত—

মহাশয়ের মত ;—

মান ৮, সিদ্ধচাউল ১৬, দুগ্ধ ৬৮, জল ৪৮ ভাগ। অতি গাঢ় অবস্থায় নামানো।

(৩) ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত—

মহাশয়ের মত ;—

মান ১, আতপ তণ্ডুল ২, দুগ্ধ ২৪, জল ১৮ ভাগ, দুগ্ধাবশেষে নামাইতে হইবে।

(৪) কলিকাতার বঙ্গবৈদ্য শ্রীযুক্ত—

মহাশয়ের মত ;—

মান ১, তণ্ডুল ২, দুগ্ধ ২০, জল ২০, দুগ্ধাবশেষ।

পুনশ্চ—অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন কোন্ মতে 'মানমণ্ড' প্রস্তুত করিলে শাস্ত্রসম্মত হইবে এবং বেশী ফল পাইব ?"

আনন্দ বাবুর পত্রখানি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম, কেবল কবিরাজ মহাশয়দের নাম—অনাবশ্যক বোধে উহ্য রহিল।

আমি কিন্তু আনন্দ বাবুর পত্রের উত্তর দিতে সাহস করি নাই। চারিজন গণ্যমান্য পণ্ডিতের এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থা—আমার মত নগণ্য ব্যক্তি কোন্‌টী ছাড়িয়া কোন্‌টীর সমর্থন করিবে ? সেরূপ যোগ্যতাই বা আমার কই ? আমি, বিদ্বান্ নই, বুদ্ধিমান নই, জীবনে খ্যাতিকীর্ত্তির কাজ করি নাই ; সাইনবোর্ডে বৃহদক্ষরে নিজের নাম লিখিয়া "বড়" হইবার আত্মাভিমানও আমার নাই। আমার সম্বল—কেবল কৃতিত্বহীন সন্তাপ খিন্ন দেহের কণ্ঠাগত প্রাণ ; আর একটু সেই প্রাণের স্পন্দন—আমি চিরজীবন আয়ুর্ব্বেদের পূজা করিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদ—আমার জীবনের সর্ব্বস্ব, মরণের স্বস্তি, ধর্ম্মের—ইষ্ট দেব, কর্ম্মের মুক্তি, মর্ম্মের তৃপ্তি। আমার মত অকিঞ্চন ও অভাজনকে ব্যক্তিগত ভাবে—ডাক্তার আনন্দ চন্দ্র রায় যে পত্র লিখিয়াছেন, অধমের অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন,—কেহ যেন মনে না করেন—আজ আমি সেই স্পর্দ্ধার পরিচয় দিতে আসিয়াছি। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান—আমার মন্তব্য প্রকাশের উপযোগী নহে। আমার উদ্দেশ্য—বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা বৈদক মহাসিন্ধুর কর্ণধার—তাহাদের উদার অনুকম্পায়, আনন্দ বাবু তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর পাইবেন। তবে একথা সত্য যে আনন্দ বাবুর মত একজন প্রবীন ডাক্তার যে "মানমণ্ডের" পক্ষপাতী হইয়াছেন—ইহাতে আমার আনন্দ হইয়াছে। সেই আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ আমি তাঁহার পত্র খানিকে এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের শিরো-ভূষণ করিয়াছি।

এইবার "মানমণ্ড" সম্বন্ধে আমার মন্তব্য প্রকাশ করিব। আমার প্রথম বক্তব্য—এই "মানমণ্ড "নামটাতেই আমার একটু আপত্তি আছে। "মানমণ্ডকে"—মণ্ড আখ্যা কে দিল, বা কেন দিল তাহা বলিতে পারিনা। উদর রোগে—বৈদ্যরাজ চক্রপাণি ঐ যোগটীর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

পুরাণং মাণকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃত তণ্ডুলং।
সাধিতং ক্ষীর তোয়াভ্যামভ্যসেৎ পায়সন্তুতং॥
হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণীং পাণ্ডুতামপি।
সিদ্ধো ভিষগ্‌ভিরাখ্যাতঃ প্রয়োগেহয়ং—
নিরত্যয়ঃ।

টীকাকার শিবদাস সেন মহাশয় ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"পুরাণ মানকন্দ মূলং পলমাত্রং, দরদলিত তণ্ডুলস্ত পলদ্বয়ং, ক্ষীর তোয়াভ্যাং সমাভ্যাং সাধয়িত্বা পায়সঃ কার্য্যঃ। অন্যোপযোগেঽপরমন্নব্যঞ্জনং নাশ্নীয়াদিত্যাহুঃ। যোগোঽয়ং শোথমাত্রেঽপি প্রভবতি।"

বাঙ্গালা অর্থ—পুরাণ মান ১ ভাগ, তণ্ডুল ২ ভাগ, তুল্য ভাগে মিশ্রিত জল ও দুগ্ধ সহ একত্র পাক করিয়া পায়স প্রস্তুত করিবে। এই পায়স সেবন করিলে, বাতোদর, শোথ, গ্রহণী, ও পাণ্ডুতা নষ্ট হয়। ইহা সেবন কালে অন্য আহার নিষিদ্ধ। এই ভিষক কথিত যোগটী সিদ্ধফল, ইহাতে কোন অপকার হয় না।

চক্রপাণি ও শিবদাসের কথায় আমরা বুঝিলাম—তাঁহারা ইহাকে 'মণ্ড' বলেন নাই, "পায়স" বলিয়াছেন। তবে 'মণ্ড' নামে ইহার নামকরণ হইল কেন? সে কথা পরে বলিতেছি।

এক্ষণে বিবেচ্য—কোন্ বিধানে এই মান-মণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে? ইহার পাক কি রকম? ইহা মণ্ড? না পেয়া? বিলেপী কি যবাগূ? শ্লোকে লেখা আছে—"সাধিতং ক্ষীর তোয়াভ্যাং"—সুতরাং ইহা ক্ষীর পাকের অনুসারে হইতে পারে। আবার সমাখ্যা সিদ্ধির অনুরোধে—মণ্ড বিধানেও পাক করা চলে। অতএব কোন্ বিধি অনুসরণীয়? এদিকে চক্রপাণি দত্ত পায়সবৎ পাকের উপদেশও দিয়াছেন। এই খানেই ত যত গোলযোগ। নাম হইল "মণ্ড", পাক কিন্তু পায়সের মত! আমরা কোন্ পরিভাষা অবলম্বন করিব? কি করিলে কার্য্যটী যুক্তিযুক্ত হয়? এ তত্ত্ব কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের মত "নিহিতং গুহায়াং" নহে। যখন মূল বচনে এবং টীকায় পায়স প্রস্তুতের পরামর্শ রহিয়াছে, তখন আমাদের দেখা উচিত, যেমন 'অন্ন' 'বিলেপী' 'পেয়া' ও "মণ্ডাদির" বিধান প্রাচীন বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পরিভাষায়—'পায়স' পাকের সেরূপ কোন বিধান আছে কি না? পায়স পাকের নিয়মই বা কি?

আয়ুর্ব্বেদ মতে পায়সের গুণ—"পায়সঃ কফ কৃদ্বল্যঃ বিষ্টম্ভী মেদুরো গুরুঃ।" অর্থাৎ পায়স কফকর, বলবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী মেদবর্দ্ধক এবং গুরু। পায়স—বিলেপীর ভেদ বিশেষ; স্বয়ং চক্রদত্তই বলিয়াছেন—ক্ষীরকৃতা বিলেপীর নাম পায়স।" পরিভাষার অন্নাদি সাধন প্রকরণে দেখিতে পাওয়া যায়—অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপীচ চতুর্গুণে। মণ্ডশ্চতুর্দ্দশ গুণে যবাগূঃ ষড়্গুণেঽম্ভসি। ইহার অর্থ—অন্ন পাক করিতে হইলে তণ্ডুলের পঞ্চগুণ জল দিতে হয়, বিলেপী পাক করিতে হইলে চারিগুণ জল, মণ্ডপাক করিতে ১৪ গুণ জল এবং যবাগূঃ পাক করিতে ৬ গুণ জল দিতে হয়। চক্রচন্দ্রের মতে যবাগূঃ ৩ প্রকার। যথা—মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী। এই মণ্ড চৌদ্দগুণ জলে পাক করিতে হয়—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মণ্ডে সিক্থ অর্থাৎ সিটে থাকিবে না—'সিক্থকৈঃ রহিতো মণ্ডঃ"। যদি "মান মণ্ডের" মণ্ড নাম সার্থক করিতে হয়, তবে উহাকে মণ্ডের মতই পাক করা উচিত। কিন্তু ইহাতে দোষ এই—মণ্ড অত্যন্ত তরল অর্থাৎ জলীয়াংশ বেশী, উদর রোগীর দেহেও জলের ভাগ বেশী থাকে, অধিকন্তু মণ্ড পিচ্ছিল, এই পিচ্ছি-

লতার জন্ম মণ্ড সেবনে সমধর্ম্মী শ্লেষ্মার বৃদ্ধি অনিবার্য্য। সুতরাং "মান-মণ্ড" মণ্ডবৎ পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে—উদর রোগীর দেহ শুষ্ক হইবে না।

"যবাগূর্ব্বহু সিক্‌থাস্তাদ্বিলেপী বিরল দ্রবা"—যবাগূর চলিত নাম "যাউ"। এই যাউ—দ্রব এবং সিক্‌থ সমন্বিত পদার্থ যাহাতে দ্রব ভাগ বেশী, সিক্‌থ কম,—তাহার নাম পেয়া, আর যাহাতে দ্রব কম, সিক্‌থ (সিটে) বেশী—তাহার নাম বিলেপী। মান-মণ্ডকে বিলেপীর মত পাক করিতে হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। কেন না—যে অন্ন ৫ গুণ জলে পাক করিতে হয়, বিলেপী সেই অন্নের চেয়ে দ্রবযুক্ত হইবে, অথচ পরিভাষার উপদেশ অনুসারে—৪ গুণ জলে এরূপ বিলেপী পাক করা সম্ভব হইতে পারে কি? কিন্তু যদি অন্নের ঐ ৫ গুণ এবং বিলেপীর ৪ গুণ—এই ৯ গুণ জলে উহা পাক করা যায়, তাহা হইলে—সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। আমরা "মান-মণ্ড" প্রস্তুত করিবার সময় বিলেপীর পরিভাষা গ্রহণ করিয়া থাকি এবং দ্রব ৯ গুণ দিয়া থাকি।

আমাদের মতে—

মান চূর্ণ	১ তোলা,
তণ্ডুল চূর্ণ	২ তোলা,
জল	১৩॥৽ তোলা,
দুগ্ধ	১৩॥৽ তোলা,

দিয়া বিলেপীর মত মান-মণ্ড পাক করা উচিত। মান ও তণ্ডুল উভয়ের ওজন ৩ তোলা, এই তিন তোলার ৯ গুণ (অন্নের ৫ গুণ এবং বিলেপীর ৪ গুণ—উভয়ে মিলিয়া ৯ গুণ) ২৭ তোলা দুগ্ধ ও জলের পরিমাণ। কিন্তু যদি রোগীর অগ্নিবল না থাকে, পরিপাক শক্তি অত্যন্ত হ্রাস হইয়া পড়ে, অথবা অতিসারের লক্ষণ দেখা দেয়,—তাহা হইলে "মান-মণ্ড"কে মণ্ডের পরিভাষায় পাক করিলে—বোধ হয় ভাল হয়। আমার বিশ্বাস—এই জন্যই সম্ভবতঃ "ভৈষজ্য রত্নাবলী"কার, মানের পায়সের "মান-মণ্ড" নামে নামকরণ করিয়া থাকিবেন। মণ্ড প্রস্তুত করিতে হইলে—

মান	১ তোলা,
তণ্ডুল	২ তোলা,
জল	২১ তোলা,
দুগ্ধ	২১ তোলা,

এইরূপ ভাগে—মণ্ডবৎ পাক করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—"মানমণ্ড" যখন "সাধিতং ক্ষীরং তোয়াভ্যাং"—তখন ক্ষীরপাকের পরিভাষা লইলেই ত গোল মিটিয়া যায়। কিন্তু এখানে ক্ষীরপাকের নিয়ম খাটে না। যে স্থলে ঔষধ দ্বারা দুগ্ধ পাক করিতে হয়—সেই স্থলেই ক্ষীর-পাকের পরিভাষা গ্রাহ্য। ক্ষীরপাকের নিয়ম—ঔষধের পরিমাণ যত হইবে, তাহার ৮ গুণ দুগ্ধে এবং দুগ্ধের ৪ গুণ জল দিয়া পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইতে হয়। অর্থাৎ জল ক্ষয় হইলে নামাইয়া—ঔষধগুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ টুকু রোগীকে পান করাইতে হয়। যথা—মুচ্যতে জ্বরিতা পীত্বা পঞ্চমূলী শৃতং পয়ঃ।" পঞ্চমূলী সাধিত দুগ্ধ পান করিলে জ্বর নষ্ট হয়। এইরূপ স্থলে ক্ষীর পাকের পরিভাষা গ্রহণ করিতে হয়। এখানে পঞ্চমূলী সংস্কারক,

দুগ্ধ সংস্কার্য্য। কিন্তু মানমণ্ডে—"সাধিতং ক্ষীর তোয়াভ্যাং"—দুগ্ধ ও জল দ্বারা সাধিত পায়স, সুতরাং দুগ্ধ ও জল সংস্কারক এবং মান ও তণ্ডুল সংস্কার্য্য। এক্ষেত্রে ক্ষীর পাকের পরিভাষা কথনই চলে না।

মান-মণ্ড সম্বন্ধে আমার মন্তব্য আমি প্রকাশ করিলাম। আনন্দ বাবু যে চারিজন কবিরাজের নিকট হইতে ব্যবস্থা আনাইয়াছেন, তন্মধ্যে একজন তণ্ডুল স্থলে সিদ্ধ চাউল গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। পরিভাষাতে "অতপ্ত তণ্ডুলঃ স্বিন্ন" ইত্যাদি সঙ্কেত আছে, অতএব আতপ তণ্ডুলই গ্রহণ করা উচিত। সাধারণ বুদ্ধিতেও মনে হয়—সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউল পোষক। শোথ বা বেদনায় প্রলেপে—তণ্ডুল অর্থে আতপ তণ্ডুলই প্রয়োগ করা হয়।

সিদ্ধ করা চাউল—আতপ চাউলের চেয়ে লঘু ও নহে। কেন না, সিদ্ধ চাউলের অন্ন পাক করিতে যত সময়ের প্রয়োজন, তদপেক্ষা অনেক অল্প সময়ে আতপ চাউলের অন্ন প্রস্তুত হইয়া যায়। বিশেষতঃ চরক সুশ্রুত বাগভট্, চক্রদত্ত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রে—সিদ্ধ ধান্যের গুণ লিখিত হয় নাই। পক্ষান্তরে—সসার আতপ তণ্ডুল ত্যাগ করিয়া, নিঃসার সিদ্ধ চাউল—কথনও উদর রোগীর বলকর পথ্য রূপে পরিকল্পিত হইতে পারে না।

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ।

[অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগের জন্য]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

—:•:—

আর এক প্রকার সর্ব্বজ্বরহর লৌহ আছে, তাহাতে হরিতাল মিশ্রিত থাকায় অবস্থা বিবেচনায় বেশী কার্য্যকারী হইয়া থাকে। সেটী এই—

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং তাম্রমভ্রক মাক্ষিকম্।
হিরণ্যং তার তালক কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্॥
মৃতকান্তং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকী কৃতং শুভম্।
বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিন সপ্তকম্॥
কারবেল্ল রসেনাপি দশমূল রসেনচ।
পর্পটস্য কষায়েণ ক্বাথেন ত্রৈফলেনচ॥
কাকমাচী রসেনৈব নির্গুণ্ড্যাঃ স্বরসেণচ।
পুনর্ণবার্দ্রকাস্তোভি র্ভাবনাং পরিকল্প্য চ॥
রক্তিকাদ্বিতয়েনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক।

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও শোধিত হরিতাল—ইহাদের প্রত্যেকটি ২ তোলা ও কান্তলৌহ ৮ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া করলা পাতার রস, দশমূলের ক্বাথ, ক্ষেৎপাপড়ার ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ, গুলঞ্চের ক্বাথ, পানের রস, কাকমাচীর রস, নিসিন্দাপাতার রস, পুনর্ণবার রস ও আদার রস—এই কয়টি দ্রব্যের এক একটির রস দ্বারা ৭ দিন করিয়া পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বরেই ইহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

জীর্ণ জ্বরের প্রবল অবস্থায় শ্রীজয়মঙ্গল রস ব্যবহেয়। মেদোগত, মাংসগত, অস্থিগত মজ্জাগত সকল প্রকার জীর্ণ জ্বরেই এই ঔষধ অমৃত তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার উপাদান—

হিঙ্গুল সম্ভবং সূতং গন্ধকং টঙ্গনং তথা।
তাম্রং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ সৈন্ধবং মরিচং তথা॥
সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য দ্বিগুণং স্বর্ণ ভস্মকম্।
তদর্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ রূপ্য ভস্মাপি তৎ সমম্॥
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েৎ কনকদ্রবৈঃ।
শেফালী দলজৈশ্চাপি দশমূল রসেন চ॥
কিরাত তিক্তক কাথৈ স্ত্রিবারং ভাবয়েৎ সুধীঃ।
ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতাবটী॥

হিঙ্গুলোথ পারদ এবং গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকটি ॥০ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, লৌহ ॥০ তোলা, রৌপ্য ।০ আনা,—সমুদয় দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া ধুতুরা পাতার রস, শেফালিকা পাতার রসে, দশমূলের কাথ ও চিরতার ক্কাথে ক্রমান্বয়ে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে।

পারদ—ত্রিদোষনাশক।

গন্ধক—কফঘ্ন ও বায়ুনাশক।

সোহাগা—কফঘ্ন।

তাম্র—কফপিত্তনাশক।

বঙ্গ—পুষ্টিকর।

স্বর্ণমাক্ষিক—ত্রিদোষনাশক।

সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক।

মরিচ—বায়ু ও শ্লেষ্মা নাশক।

স্বর্ণ—পুষ্টিকারক।

লৌহ—কফপিত্ত নাশক।

রৌপ্য—বায়ু ও পিত্ত প্রশমক।

ধুতুরা পাতার রস—জ্বর নাশক।

শেফালিকা পত্রের রস—

শেফালী কটুতিক্তোষ্ণা বিষম জ্বর নাশিনী।

দশমূল—বাতশ্লেষ্ম জ্বর নাশক।

চিরাতা—

কিরাতঃ সারকো রূক্ষঃ শীতল তিক্তকোলঘুঃ।
সন্নিপাত জ্বরশ্বাস কফপিত্তাস্র দাহনুৎ।
কাস শোথ তৃষা কুষ্ঠ জ্বরব্রণক্রিমি প্রনুৎ॥

চিরাতা—সারক, রূক্ষ, শীতল, তিক্ত ও লঘু। সন্নিপাত জ্বর, শ্বাস, কফ, রক্তপিত্ত, দাহ, কাস, শোথ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমি নাশক।

বিষম জ্বরে—সুদর্শন চূর্ণ, জ্বর ভৈরব চূর্ণ জ্বরনাগ ময়ূর চূর্ণ নামক তিনটি চূর্ণ ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। আমি একটী রোগীর কথা জানি, তাহার জ্বর নানা প্রকার ঔষধেই আরোগ্য করিতে পারা যায় নাই,—শেষে—সুদর্শন চূর্ণ—৩।৪ দিন মাত্র সেবনে তাহার জ্বর বন্ধ হয়। নিম্নে তিন প্রকার চূর্ণের কথাই লিখিত হইতেছে,—

সুদর্শন চূর্ণম্—

কালীয়কন্ত রজনী দেবদারু বচাঘনম্।
অভয়া ধন্বযাসশ্চ শৃঙ্গী ক্ষুদ্রা মহৌষধম্॥
ত্রায়ন্তী পর্পটং নিম্বং গ্রন্থিকং বালকংশঠী।
পৌকরং মাগধী মূর্ব্বা কুটজং মধুযষ্টিকা॥
শিগ্রুৎপলংসেন্দ্রযবং বরীদার্ব্বী সুচন্দনম্।
পদ্মকং সরলোশীরং ত্বচং সৌরাষ্ট্রিকা স্থিরা॥
যমান্তিবিষা বিশ্বং মরিচং সম গন্ধপত্রকম্।
ধাত্রী গুড়ূচী কটুকং সচিত্রক পটোলকম্॥
কলসী চৈব সর্ব্বানি সমভাগানি কারয়েৎ।
সর্ব্ব দ্রব্যস্ত সার্দ্ধন্তু কৈরাতং সংপ্রকল্পয়েৎ॥

কৃষ্ণ অগুরু, হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুথা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্ট-

বারী, শুঁঠ, বলাডুমুর, ক্ষেৎপাঁপড়া, নিমছাল, পিপুল মূল, বালা, শঠী, কুড়, পিপুল, মূর্ব্বা, কুড়চির ছাল, যষ্টিমধু, সজিনা, শুঁদীমুল, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, শালপাণি, যমানী, আতইচ, বেলছাল, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, গুলঞ্চ, কট্কী, চিতা, পল্তা, চাকুলে, এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং চূর্ণ সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরাতা। একত্র মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ১ মাষা হইতে রোগীর বয়স ও বলের পরিমাণ বিবেচনায় ৪ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান গরম জল।

জ্বর ভৈরব চূর্ণম্।

নাগরং ত্রায়মাণাচ পিচুমর্দ্দঃ দুরালভা।
পথ্যা মুস্তং বচা দারু ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী শতাবরী॥
পর্পটং পিপ্পলীমূলং বিশালা পুষ্করং শঠী।
মূর্ব্বাকুষ্ঠা হরিদ্রে দ্বে লোধ্রচন্দন মুস্তকম্॥
কুটজস্য ফলং বল্কঃ যষ্টিমধুক চিত্রকম্।
শোভাঞ্জনং বলা চাতিবিষাচ কটু রোহিণী॥
যুষলী পদ্মকাষ্ঠঞ্চ যমানী শালপর্ণিকা।
মরিচং চামৃতা বিল্বং বালং পঞ্চস্ত পর্পটী॥
তেজপত্রং ত্বচং ধাত্রী পৃশ্নিপর্ণী পটোলকম্।
গন্ধকং পারদং লৌহমভ্রকঞ্চ মনঃশিলা॥
এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ।
তদর্দ্ধং প্রক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং ভূনিম্ব সম্ভবম্॥

শুঁঠ, বলাডুমুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেৎপাঁপড়া, পিপুলমূল, রাখালশসার মূল, কুড়, শঠী, মূর্ব্বা, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলী, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজিনা, বেড়েলা, আতইচ, কট্কী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপানি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলছাল, বালা, পঞ্চপর্পটী, তেজপত্র, দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে, পল্তা, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা—এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদয় চূর্ণের সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরাতা। মাত্রা ১ মাষা হইতে ৪ মাষা। অনুপান গরম জল।

জ্বর নাগময়ূর চূর্ণম্।

লৌহাভ্রটঙ্কনং তাম্রং তালকং বঙ্গমেবচ।
শুদ্ধসূতং গন্ধকঞ্চ শিগ্রুবীজং ফলত্রিকম্॥
চন্দনাতিবিষা পাঠা বচাচ রজনীদ্বয়ম্।
উশীরং চিত্রকং দেবকাষ্ঠঞ্চ সপটোলকম্॥
জীবকর্ষভকাজাজ্য স্তালীশং বংশ লোচনা।
কণ্টকার্য্যাঃ ফলং মূলং শঠী পত্র কটুত্রয়ম্॥
গুড়ূচী সদ্ধন্যাকং কটুকা ক্ষেত্রপর্পটী।
মুস্তকং বালকং বিল্বং যষ্টিমধু সমংসমম্॥
ভাগাচ চতুগুর্ণং দেয়ং কৃষ্ণজীরস্য চূর্ণকম্।
তৎসমং তাল পুষ্পঞ্চ চূর্ণং দন্তোৎপলাভবম্॥
কৈরাতং তৎসমং দেয়ং তৎসমং চপলা-ভবম্॥

লৌহ, অভ্র, সোহাগা, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সজিনাবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, আকনাদি, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, চিতামূল, দেবদারু, পল্তা, জীবক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালিশপত্র, বংশলোচন কণ্টকারীর ফল ও মূল, শঠী, তেজপত্র, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, ধনে, কট্কী, ক্ষেৎপাঁপড়া, মুথা, বালা, বেলছাল ও যষ্টিমধু ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৪ তোলা, তালজটাক্ষার ৪ তোলা, থুলকুড়ি চূর্ণ ৪ তোলা, চিরাতা চূর্ণ ৪ তোলা ও সিদ্ধি চূর্ণ ৪ তোলা। সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশাইবে। মাত্রা এক হইতে ২ মাষা। এই ঔষধের অনুপান শীতল জল। ইহার উষ্ণ জল অনুপান নিষিদ্ধ।

এই তিনপ্রকার চূর্ণ ঔষধের মধ্যে প্রথমটি বিষমজ্বরের প্লীহা, যকৃত, কামলা প্রভৃতি উপদ্রব বর্ত্তমান থাকিলে, ২য়টি অগ্নিমান্দ্য ও শোথ প্রভৃতি মিশ্রিত থাকিলে এবং ৩য়টি চাতুর্থক বিষম জ্বরে বিশেষ উপকারক। তিনপ্রকার চূর্ণই প্রাতঃকালে সেবনের ব্যবস্থা দিতে হয়।

চাতুর্থক বিষমজ্বরে যদি বমন করাইয়া রোগ প্রশমনের আবশ্যকতা বিবেচিত হয়, তাহা হইতে নিম্নলিখিত ঔষধটি প্রয়োগ করিতে হয়—

চাতুর্থকারি রসঃ।

হরিতালং শিলাতুত্থং শঙ্খচূর্ণঞ্চ গন্ধকম্।
সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে কুমারীরস সংযুতম্॥
শরাব সংপুটেকৃত্বা দত্ত্বা গজপুটং পচেৎ।
কুমারিকা রসেনৈব বল্লমাত্রা বটি কৃতা॥

হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে, শঙ্খচূর্ণ ও গন্ধক,—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তাহার পর ঘৃতকুমারীর রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী। অগ্রে ঘোল পান করাইয়া তৎপরে মরিচ চূর্ণ ও ঘৃত সহ এই ঔষধ সেবন করাইলে বমন হইয়া চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়।

যে বিষমজ্বর কেবল রাত্রিকালেই হইয়া, হইয়া থাকে, তাহা নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধটি হিতকর—

বিশ্বেশ্বরো রসঃ।

পারদং রসকং গন্ধং তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্রসে।
অশ্বথজে ত্র্যহং পশ্চাদ্রসে কোলকমূলজে॥
নিদিগ্ধিকারসে কাকমাচিকায়া রসে তথা।
দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ॥
রাত্রিজ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ॥

পারদ, খর্পর ও গন্ধক—সমভাগে লইয়া অশ্বথ মূল, বদরী বৃক্ষের মূল, কণ্টকারী ও কাকমাচী—ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২ বা ৩ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান গব্যদুগ্ধ। এই ঔষধ প্রাতে ও বৈকালে ২ বার সেব্য।

সকল প্রকার বিষমজ্বরেই রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সুদর্শন চূর্ণ যে সকল প্রকার বিষম জ্বরেই বিশেষ হিতকর বলা হইয়াছে তাহার কারণ উহাতে চিরাতার পরিমাণ অধিক থাকায় উহা সেবনে সহজেই কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে।

বিষম জ্বরে—বিশেষতঃ প্লীহা যকৃত পাণ্ডু শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বর্ত্তমান থাকিলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে, কিন্তু জীর্ণ জ্বরে রোগী যদি অধিক দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, কারণ তাহার ফলে রোগীর অধিকতর বলক্ষয় হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে।

বিষমজ্বরে কামলা, পাণ্ডু, শোথ, মেহ, অরোচক, গ্রহণী, আমদোষ, কাস, শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিসার প্রভৃতি উপদ্রবের কতকগুলি বা দু' একটি বর্ত্তমান থাকিলে পুটপাক বিষম জ্বরান্তক লৌহ—অন্যান্য ঔষধের সহিত একবার করিয়া ব্যবস্থা করিবে। ইহা সর্ব্ব প্রকার বিষমজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। যেখানে অতিসার দোষ বর্ত্তমান—সর্ব্বাপেক্ষা বিষমজ্বরের সেইরূপ অবস্থায় ইহা বিশেষ কার্য্যকারী। টাইফয়েড জ্বরের আরোগ্য কালের পূর্ব্বে হয় তো দেড়মাসের পরও যখন জ্বর কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না, তখন

এই ঔষধের ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যায়। বাত পিত্তকফোদ্ভূত অষ্টবিধ জ্বর আরোগ্যের ইহার অদ্ভুত ক্ষমতা। ইহার উপাদান গুলি নিম্নে লেখা যাইতেছে—

হিঙ্গুল সম্ভবং সূতং গন্ধকেন সুকজ্জলম্।
পর্পটী রসবৎ পাচ্যং সূতাদ্ধি হেমভস্মকম্॥
লৌহতাম্রমভ্রকঞ্চ রসস্ত দ্বিগুণং তথা।
বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধকম্॥
মুক্তাশঙ্খং শুক্তিভস্ম প্রদেয়ং রসপাদিকম্।
মুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় দ্বিগুঞ্জাফল মানতঃ।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং কর্ণা হিঙ্গু সসৈন্ধবম্॥

হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া পর্পটির ন্যায় পাক করিবে, তৎপরে ঐ পর্পটী চূর্ণ করিয়া উহার সহিত স্বর্ণ।• আনা, লৌহ, তাম্র ও অভ্র—ইহাদের প্রতেকটি ২ তোলা এবং বঙ্গ, গেরিমাটি ও প্রবাল—ইহাদের প্রত্যেকটি ॥• তোলা এবং মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্তিভস্ম—ইহাদের প্রত্যেকে ।• আনা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া জল দ্বারা বাটিয়া গোলাকার করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। তাহার পর এক খানি ঝিনুকের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া অপর একখানি ঝিনুক দ্বারা আবৃত করিয়া বস্ত্র সংযুক্ত মৃত্তিকা লেপ দিয়া ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে পুটপাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—পানের রস মধু।

পারদ—ত্রিদোষ নাশক।

গন্ধক—কফঘ্ন ও বায়ুনাশক।

স্বর্ণ—পুষ্টিকারক।

লৌহ—কফপিত্ত নাশক।

তাম্র—কফপিত্ত নাশক।

অভ্র—ত্রিদোষ নাশক।

বঙ্গ—পুষ্টিকর।

গেরিমাটি—কফ ও পিত্ত প্রশমক।

প্রবাল—শীতবীর্য্য, মধুর, কষায়, চক্ষুষ্য, লেখন, সারক ও বিষনাশক।

মুক্তা—বল্য ও পুষ্টিকারক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।

শঙ্খ—ত্রিদোশনাশক।

শুক্তিভস্ম—পুষ্টিকারক।

জ্বরের সহিত অন্যান্য রোগের উপদ্রব থাকিলে জ্বর চিকিৎসার সহিত উপদ্রব সকলেরও চিকিৎসা করিতে হইবে। যেমন জ্বরের সহিত যদি শ্বাসোপদ্রব পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে হিক্কাশ্বাস অধিকারোক্ত পিপ্পল্যাদি লৌহ, পিঁপুল চূর্ণ ও মধু অনুপানে অথবা মকরধ্বজ, বহেড়ার আঁটির শাস ও মধু অনুপানে কিম্বা "বৃহত্যাদিঃ" নামক পাচনটি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে। বৃহত্যাদিঃ পাচনের দ্রব্য—

সিংহী ব্যাঘ্রী তাম্রমূলী পটোলী—
শৃঙ্গী ভার্গী পুষ্করং রোহিণী চ।
সাকঃ শঠ্যা শৈলমল্যাশ্চ বীজং।
শ্বাসং হন্যাৎ সন্নিপাতে দশাঙ্গম।

বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, পলতা (শ্বেত আভাযুক্ত পটোলের পাতা) কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটি, কুড়, কটকী, শঠী, শৈলমনীর বীজ—এই দশাঙ্গ কাথ শ্বাস উপদ্রব নিবারক।

যদি জ্বরের সহিত বমন উপদ্রব থাকে, তাহা হইলে গুলঞ্চের কাথ শীতল অবস্থায় মধু সহ পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। জ্বরের সহিত অতিসার উপদ্রব থাকিলে—

বৎসাদনী বৎসক বারিবাহ-বিশ্বস্তরা নিম্ব বিষাঃ সবিষাঃ।
জ্বরেংতিসারং ত্বরিতং জয়ন্তি বিষামৃতাবৎসক বারিবাহাঃ॥

অর্থাৎ শুলঞ্চ, কুড়চির ছাল, মুথা, চিরাতা, নিমছাল, আতইচ ও তেলাকুচা—ইহাদের কাথ অথবা শুঁঠ, শুলঞ্চ, কুড়চির ছাল ও মুতা—এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে অতিসার উপদ্রবের ত্বরায় শান্তি হইবে।

জ্বরে মলবিবন্ধ থাকিলে,—

পথ্যারগ্বধতিক্তা ত্রিবৃদামলকৈঃ শৃতং তোয়ম্।
জীর্ণজ্বরে বিবন্ধে সন্তানাশ্বেব বিড়্গ্রহ শাম্যেৎ॥

অর্থাৎ জীর্ণজ্বরে মলবিবদ্ধতা থাকিলে হরীতকী, সোঁদাল আঠা, কট্‌কী, তেউড়ী ও আমলকী—ইহাদের কাথ পান করিতে দিবে।

জ্বরে মূর্চ্ছোপদ্রব থাকিলে—

আম্র কস্ত রসৈর্নস্যং মূর্চ্ছা্য়ামাচরেন্নরঃ
অঞ্জনস্ত প্রজুঞ্জীত মধুসিন্ধু শিলোষণৈঃ॥
শীতাম্ভসাক্ষিসেকঃ সুরভিধূপীঃ সুগন্ধি পুষ্পকং।
মৃদুতালবৃন্তবাতঃ কোমলকদলী দল স্পর্শঃ॥

অর্থাৎ জ্বরে মূর্চ্ছা হইলে আদার রসের নস্ত এবং সৈন্ধব লবণ, মনঃশিলা ও মরিচ চূর্ণ এই তিনটি দ্রব্য মধুর সহিত মিলাইয়া অঞ্জন দিবে। আর চক্ষুতে শীতল জলসেক, সুরভি ধূপ প্রদান, সুগন্ধি পুষ্প আঘ্রাণ, মৃদু মৃদু তাল বৃন্ত ব্যজন ও কচি কদলী পত্র স্পর্শ মূর্চ্ছা নিবারণের জন্য বিধেয়।

জ্বরে হিক্কা নিবারণের জন্য—

নীরেন সিন্ধুথরজোঽতি সূক্ষ্মং নস্তং নূনং বিনিহন্তি হিক্কাম্।
শুণ্ঠী হঠাথাসিতয়া সমেতা ধূপোঽথবা হিঙ্গু সমুদ্ভবশ্চ॥

অর্থাৎ জলের সহিত সৈন্ধব চূর্ণের অথবা চিনির সহিত শুণ্ঠী চূর্ণের নস্ত কিম্বা নাসিকায় হিঙ্গের ধূম গ্রহণ করিবে।

কাসোপদ্রবে—পিপুল, পিপুলমূল, বহেড়া ও শুঁঠ—ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন কিম্বা বাসকের রস মধুর সহিত পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

জ্বরের সহিত কাসোপদ্রব থাকিলে, কাসরোগ অধিকারোক্ত চন্দ্রামৃত রস, শৃঙ্গারাভ্র, মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতির ব্যবস্থা ১ বার করিয়া করিতে হয় (ঐ ঔষধ গুলির পরিচয় যথাস্থানে লিখিত হইবে)।

জ্বরের সহিত প্লীহা বিবৃদ্ধ হইলে "লোকনাথ রস" "গুড় পিপ্পলী", "অভয়ালবণ" এবং প্লীহা অধিকারোক্ত অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। সে সব পরিচয়ও যথাস্থানে বলা যাইবে। যকৃত বিবৃদ্ধ হইলে যকৃদ্রোগাধিকারোক্ত "নবায়স লৌহ", "রোহিতক লৌহ," "যকৃদরি লৌহ" প্রভৃতি ব্যবস্থেয়।

আগন্তু জ্বর চিকিৎসা।

অভিঘাত জ্বরো ন শ্লেষৎ পানাভ্যঙ্গেনসর্পিষঃ।
ক্ষতানাং ব্রণিতানাঞ্চ ক্ষতব্রণ চিকিৎসয়া॥
ঔষধীগন্ধ বিষজৌ বিষপিত্ত প্রবাধনৈঃ।
জয়েৎ কষায়ৈর্ম্মতিমান সর্ব্বগন্ধ কৃতৈস্তথা॥
অভিচারাভি শাপাখ্যৌ জ্বরৌ হোমাদিনা জয়েৎ।
দান স্বস্ত্যয়নাতিথ্যো রুৎপাত গ্রহ পীড়জৌ॥
ক্রোধজে পিত্তজিৎ কাম্যা অর্থাঃ সদ্বাক্যমেবচ।
আশ্বাসেনেষ্ট লাভেন বায়োঃ প্রশমনেনচ।
হর্ষনৈশ্চ শমংযাস্তি কামশোক ভয় জ্বরাঃ।
কামাৎ ক্রোধ জ্বরোনাশং ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ।
ভূতবিদ্যা সমুদ্দিষ্টৈর্ব্বন্ধা বেশন তাড়নৈঃ।
জয়েদ্ভূতা ভিষঙ্গোত্থং মনঃ শান্ত্বৈশ্চ মানসম্॥

অর্থাৎ—ঘৃত পান ও ঘৃত মর্দ্দন দ্বারা অভিঘাত জ্বর নষ্ট হয়। ক্ষত ও ব্রণ-যুক্ত ব্যক্তির জ্বরে ক্ষত ও ব্রণ রোগোক্ত চিকিৎসা করিবে। ঔষধি গন্ধজ ও বিষোৎপন্ন জ্বরে পিত্তঘ্ন ও বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করাইবে অথবা

সুশ্রুতোক্ত সর্ব্বগন্ধ গুণের ক্বাথ পান করিতে দিবে। অভিচার ও অভিশাপোৎপন্ন জ্বর—হোমাদি দ্বারা এবং উৎপাত ও গ্রহ পীড়া জন্য অর-দান ও স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা প্রতিকার করিবে। কাম, শোক ও ভয় জনিত জ্বরে রোগীর হর্ষজনক ক্রিয়া করিবে। ক্রোধ জনিত জ্বর, কামোদ্রেকে এবং কাম জন্য জ্বর ক্রোধোদয়ে উপশমিত হয়। ভয় ও শোক জনিত জ্বর কামক্রোধোদ্রেকে প্রশমিত হয়। ভূতাবেশ জনিত জ্বরে ভূতবিদ্যার নিয়মানুসারে বন্ধন, আবেশন ও তাড়ন ক্রিয়া করিবে। মানসিক জ্বরে মনের শান্তিজনক ক্রিয়া করিবে।

পথ্যাপথ্য বিধি।

আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥

আমাশয়স্থ দোষ অপক্ব অন্নরসের সহিত সংযুক্ত হইয়া দৈহিক মার্গ সকল রুদ্ধ করিয়া জ্বর উৎপন্ন করে, এজন্য জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য।

দোষেঽল্পে লঙ্ঘনং পথ্যং মধ্যে লঙ্ঘন পাচনম্।
প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলাদুন্মূলয়েন্মলান্॥

পীড়া অল্প দোষ বিশিষ্ট হইলে লঙ্ঘন ও পাচন এবং প্রভূত দোষ বিশিষ্ট হইলে শোধন অর্থাৎ বিরেচনাদি ব্যবস্থেয়। শোধন ক্রিয়া দ্বারা মল সকল একেবারে নির্ম্মূল অর্থাৎ দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া যায়।

কিন্তু—

বল বিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপ পাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠান মারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥

অর্থাৎ রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন করাইবে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত রোগীর লঙ্ঘন করিবার শক্তি থাকে, সেই পর্য্যন্ত করাইবে, তাহার অধিক অর্থাৎ বলক্ষয়কর লঙ্ঘন অনুচিত। যেহেতু চিকিৎসার উদ্দেশ্য আরোগ্য সম্পাদন এবং সেই আরোগ্য বলের অপেক্ষা করিয়া থাকে।

তত্র মারুত তৃষ্ণাক্ষুন্মুখ শোষ ভ্রমান্বিতৈঃ।
ন কার্য্যং গুর্ব্বিনী বালবৃদ্ধ দুর্ব্বলভিরুভিঃ॥
ন ক্ষয়াধ্বশ্রম ক্রোধ কাম শোক চিরজ্বরে।
কফ পিত্তোদ্রবেধাতু সহেতে লঙ্ঘনং মহৎ॥
আমক্ষয় দূর্দ্ধমপি বায়ুন সহতে ক্ষণম্॥

বায়ু রোগাক্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধিত, মুখ শোষযুক্ত, ভ্রমরোগ পীড়িত, গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভীরু ব্যক্তির পক্ষে এবং ক্ষয়, পথশ্রম, ক্রোধ, কাম ও শোকজন্য জ্বরে ও দীর্ঘকাল স্থায়ী জ্বরে লঙ্ঘন অকর্ত্তব্য। কফও পিত্ত—দ্রব ধাতু বলিয়া এই দুইটি ধাতুর প্রাবল্যে দীর্ঘ লঙ্ঘন কর্ত্তব্য, কিন্তু বায়ু প্রধান পীড়ায় আমক্ষয়ের উদ্দেশ্যে ক্ষণমাত্র উপবাস সহ্য হয় না।

কফোৎ ক্লেশ সহৃল্লাসঃ ষ্ঠীবনঞ্চ মুহুর্মুহুঃ।
কণ্ঠাস্য হৃদয়াশুদ্ধি স্তন্দ্রা স্যাদ্ধীন লঙ্ঘনে॥
পর্ব্বভেদোঽঙ্গ মর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্যচ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচি স্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ॥
মনসঃ সম্ভ্রমোঽ তীক্ষ্ম মূর্দ্ধ বাত স্তমোহৃদি।
দেহাগ্নি বলহানিশ্চ লঙ্ঘনে ঽতিকৃতে ভবেৎ॥
বাতমূত্র পুরীষাণাং বিমর্গে গাত্র লাঘবে।
হৃদয়োদগার কণ্ঠাস্য শুদ্ধোতন্দ্রাক্লমে গতে॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসা সহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি॥

লঙ্ঘন অসম্যক কৃত হইলে হৃদয়স্থ কফের বমনোপক্রম ও বমি, মুহুর্মুহু ষ্ঠীবন, তন্দ্রা এবং কণ্ঠ, মুখ ও হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা—এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতি লঙ্ঘনে পর্ব্ব সকলে ভঙ্গবৎ বেদনা, অঙ্গমর্দ্দন, কাস, মুখশোষ ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণ ও দর্শনশক্তির দুর্ব্বলতা, চিত্তভ্রম, উদ্গার

বাহুল্য; অন্ধকার প্রবেশের ন্যায় অনুভব, দেহের কৃশতা, অগ্নিমান্দ্য ও বলক্ষয়—এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়। লঙ্ঘন যথোপযুক্ত হইলে বায়ু, মূত্র ও মলের যথানিয়মে প্রবর্ত্তন, গাত্রের লঘুতা, হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখের বিশুদ্ধি, উদগার শুদ্ধি, তন্দ্রা ও ক্লান্তি নাশ, ঘর্ম্ম নির্গম ক্ষুধা ও পিপাসায় উদয়, অন্ন অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা এবং চিত্ত ব্যথাহীন হইয়া থাকে।

সন্তোভুক্তস্য বা জাতে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাভটঃ॥
অনবস্থিত দোষাণাং বমনং তরুণজ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশম্॥

সন্তোভুক্ত ব্যক্তির জ্বরে এবং সন্তর্পণ জন্য জ্বরে রোগী যদি বমনসহ বুঝা যায়—তাহা হইলে বমন ক্রিয়া কর্ত্তব্য। কফাদিদোষের জন্য অনেক সময় আপনা হইতেই বমনের বেগ উপস্থিত হয়, সেইরূপ অবস্থাতে বমন কারক ঔষধ ব্যবস্থেয় নহে, সেরূপ ক্ষেত্রে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হইতে পারে।

তরুণজ্বরে বমনকারক বা বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ একেবারেই অহিতকর। কারণ—

ছর্দ্দি মূর্চ্ছা মদ শ্বাস ভ্রম তৃড় বিষম জ্বরান্।
সংশোধনস্তু পানেন প্রাপ্নোতি তরুণ জ্বরী॥
নিষিদ্ধমপি সংশোধনমবস্থা বিশেষে দেয়ম্॥

অর্থাৎ—তরুণ জ্বরে সংশোধন অর্থাৎ বমন কারক ও বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে বমি, মূর্চ্ছা, মত্ততা, শ্বাস, ভ্রম, তৃষ্ণা ও বিষম জ্বর উপস্থিত হইতে পারে। তবে সংশোধন নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে বিধেয়।

শাস্ত্রকারগণ উপরি লিখিত কথা গুলি বলিয়া যাইলেও নবজ্বরে কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানি চ।
দিবা স্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলম্॥
ক্রোধ প্রবাত ভোজ্যানি বর্জ্জয়েত্তরুণ জ্বরী।
শোষং ছর্দ্দিং মদং মূর্চ্ছাং ভ্রমং তৃষ্ণা মরোচকম্॥
প্রাপ্নোত্যুপদ্রবানেতান্ পরিষেকাদি সেবনাৎ।
ব্যায়ামাজ্জ্বর সংবৃদ্ধি ব্যবায়াৎস্তম্ভ মূর্চ্ছনম্।
মৃতিশ্চ স্নেহপানৈর্দ মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দি মদোরুচিঃ।
গুর্ব্বন্ন ভোজনাৎ স্বপ্নাদ্ বিষ্টম্ভো দোষ কোপনম্॥
অগ্নিসাদঃ খরত্বঞ্চ স্রোতসাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্॥

পরিষেক অর্থাৎ স্নানাদি, প্রদেহ অর্থাৎ অনুলেপন ও অভ্যঙ্গ প্রভৃতি, ঘৃতাদি, স্নেহপান, বমনাদি ক্রিয়া, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, শীতল জল পান, ক্রোধ প্রকাশ, বায়ু প্রবাহ সেবা, ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন—এই সমস্ত জ্বর রোগে বর্জ্জনীয়। এই সমুদয় বর্জ্জন না করিলে শোষ, বমি, মত্ততা, মূর্চ্ছা—ভ্রম, তৃষ্ণা ও অরুচি হইয়া থাকে। ব্যায়াম দ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি, মৈথুন দ্বারা স্তম্ভ ও মূর্চ্ছা, স্নেহপানাদি দ্বারা অরুচি, মত্ততা, বমি, মূর্চ্ছা এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। গুরু দ্রব্য ভোজন ও দিবা নিদ্রা দ্বারা ভুক্তদ্রব্যের স্তব্ধতা, দোষের অধিকতর প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য এবং দৈহিক স্রোতঃ সকলের খরতা ও অতিসারাদি সংঘটিত হয়।

সামাগ্নেতো জ্বরী পূর্ব্বং নির্ব্বাতে নিলয়ে বসেৎ।
নির্ব্বাত মায়ুষো বৃদ্ধিমারোগ্যং কুরুতে যতঃ॥
ব্যজননানিল তৃষ্ণা স্বেদ মূর্চ্ছা শ্রমাপহঃ।
নবজ্বরী ভবেদ্ যত্নাদ্ গুরুঞ্চ বমনাবৃতঃ॥
যথর্ত্ত পক্ব পানীয়ং পিবেৎ কিঞ্চিন্নিবারয়ণ।
তৃষ্ণাগরীয়সী ঘোরা সদ্যঃ প্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণ ধারণম্॥

জ্বর রোগীর পক্ষে সামান্যতঃ নির্ব্বাত কক্ষে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহা দ্বারা আয়ুর্বৃদ্ধি ও আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে। বায়ুর প্রয়োজন হইলে ব্যজনানিল সেবনীয়, ব্যজনজ বায়ু মূর্চ্ছা ও শ্রান্তি অপনয়ন করে। নবজ্বরী ব্যক্তির গাত্র স্থূল উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত রাখা উচিত। পিপাসা নিবারণের জন্য সিদ্ধ জল পেয়। যে ঋতুতে যে নিয়মে জল সিদ্ধ করিতে হয়, তাহাই করিয়া দেওয়া বিধেয়। সামান্যতঃ সকল ঋতুতেই অর্দ্ধাবশিষ্ট বা ত্রিপাদাবশিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়। অতি প্রবল তৃষ্ণার সময় জল পান না করিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ নাশের সম্ভব, এজন্য তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিতে অবশ্য জলপান করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু জ্বরিতরোগীর পক্ষে প্রাণ রক্ষার উপযোগী অল্প পরিমিত জল পানই ব্যবস্থেয়।

সাধারণতঃ নবজ্বরে উপবাস, খই, মিছরি বাতাসা, সাগু, দাড়িম, কেশুর, পাণিফল, ইক্ষু, কিসমিস ইত্যাদি সুপথ্য।

বিষম জ্বরে—দিবসে পুরাণ চাউলের অন্ন, মুগ, মসুর, বা ছোলার দাল, মানমচু, মুলা, ঠোটে কলা, সজিনার ডাঁটা, কই, মাগুর, মউরোলা, শিঙ্গী প্রভৃতির মাছের ঝোল, অল্প দুগ্ধ প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। রাত্রিতে ক্ষুধা বিবেচনায় সাগু, বার্লি বা রুটি। বিষম জ্বরে উপবাস দেওয়া ঠিক নহে। প্লীহা ও যকৃত থাকিলে কোষ্ঠপরিষ্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বিষম জ্বরে যদি জ্বরের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে অন্ন আহার নিষিদ্ধ সেরূপ অবস্থায় সাগু, বার্লি বা রুটি অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

অমাবস্যা পূর্ণিমার সময় যাঁহাদের নিয়ম করিয়া জ্বর হয়—তাঁহারা একাদশীতে ও অমাবস্যা পূর্ণিমার দিন অন্নাহার মোটেই করিবেন না।

(ক্রমশঃ)

বৃদ্ধি ও হ্রাস।

বিবৃদ্ধি তত্ত্ব।

[ডাঃ শ্রীহরপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এল, এম, এস]

—— :*: ——

রাম একজন মানুষ। সাধারণতঃ সে দুইসের খাদ্য আহার করে। কিন্তু এই দুই সের ভোজী রাম—ক্রমশঃ খাদ্য ভাগ বৃদ্ধি করিয়া, দুই বৎসরে মধ্যে ৫ সের পরিমাণ খাদ্য অনায়াসেই পরিপাক করিয়া ফেলিল। এই যে দুইসেরের স্থানে রাম পাঁচসের খাদ্য হজম করিবার শক্তিলাভ করিল, ইহার কারণ কি? শারীরতত্ত্ববিদ্ নিশ্চয়ই বলিবেন—এই পাঁচসের খাদ্য পরিপাকের ক্ষমতা এতদিন রামের পাকস্থলীতে অন্তর্নিহিত ছিল।

অভ্যাসের গুণে এখন কেবল প্রকাশ পাইল। কিন্তু এই ক্ষমতা প্রকাশ করিতে রামের পাকস্থলীর যে অবশ্যই বিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই যে আকস্মিক বা ক্রমিক ক্রিয়া বৃদ্ধি —ইহার নাম Hypertr ophy. বাঙ্গালায় ইহাকে 'বিবৃদ্ধি তত্ত্ব' বলে।

মানব দেহের যে কোনও অংশই হউক না কেন, সাধারণতঃ উহা আপনার অন্তর্নিহিত নৈসর্গিক ক্ষমতার অপেক্ষা অনেক অল্প শক্তি লইয়া নিত্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। রামের পাকস্থলীর দৃষ্টান্তে একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

এই বিবৃদ্ধি ব্যাপার একরকম সংস্কার বিশেষ। ইহার জন্যই অনেক সময় আমরা বিপদ হইতে রক্ষা পাই। এই বিবৃদ্ধি শক্তি বিশেষরূপে আমাদের হৃৎপিণ্ডে, যকৃতে, অণ্ডকোষে এবং মূত্রগ্রন্থিতে ও ফুসফুসে—পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিবৃদ্ধি ব্যাপারটা দুইটা স্থূল ভৌতিক সূত্রের ফল স্বরূপ। যথা—(১) প্রত্যেক সুস্থ যন্ত্রের কার্য্য ক্ষমতা, তাহার নিত্য আবশ্যকীয় ক্ষমতা হইতে অনেক বেশী। (২) যখন এই অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রমশঃ প্রয়োজন হয়, তখন সেই যন্ত্র আকৃতিতে ও কর্ম্মকুশলতায় আধিক্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

বিবৃদ্ধ যন্ত্র যে শুধু অধিকতর কার্য্যক্ষম হয়, তাহা নহে অন্তর্নিহিত ধর্ম্ম বশতঃ—তাহা, প্রয়োজন মত, স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে আবশ্যকানুযায়ী কার্য্য করে। বিচক্ষণ চিকিৎসক মাত্রেই এ রহস্য অবগত আছেন। কিন্তু এই বিবৃদ্ধির যাহাতে সংঘটন হয়, দৈহিক অবস্থা তদ্রূপ হওয়া চাই। এজন্য—অধিক কার্য্যের প্রয়োজন, অথচ সে প্রয়োজন ন্যায় সঙ্গত হওয়া চাই। যথেষ্ট পরিমাণে শরীরে রক্ত সরবরাহ হওয়া চাই। নহিলে বিবর্দ্ধমান যন্ত্রের সম্যক পরিপুষ্টি হইবে কেন? যথেষ্ট নির্ম্মল অম্লজান বাষ্প পাওয়া চাই। সেই যন্ত্র সংশ্লিষ্ট স্নায়ুমণ্ডলী সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হওয়া চাই। কার্য্যাধিক্যের সহিত আংশিক বিশ্রাম চাই। এবং ধীরে ধীরে ক্রমশঃ কার্য্যের প্রসার হওয়া চাই। নতুবা আকস্মিক বৃদ্ধি যে বিশেষ অনিষ্টকারী—ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

বিবর্দ্ধিত যন্ত্র যে কতকাল—অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে এবং দেহকে সুস্থ ও অটুট রাখিবে, সে কথা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। বিজ্ঞান কেবল এই টুকু বলিতে পারে—যন্ত্রটী যতদিন পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অধীন থাকে, ততদিন সে ন্যায্য সীমার মধ্যে ক্রমশঃ বিবর্দ্ধিত হয়। বৃদ্ধির প্রয়োজন মিটিয়া গেলে আবার সে যন্ত্র পূর্ব্বায়তন পাইবার চেষ্টা করে। বিবৃদ্ধি কখনও স্বতঃই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে না। যদি সাধ্যাতীত কার্য্যভার তাহার উপর দেওয়া যায়, অথবা একেবারেই যদি বিশ্রামের অবসর না পায়, যদি সম্যকরূপে পুষ্টি সাধনের ব্যাঘাত ঘটে, অভক্ষ্য ভক্ষণ, পুষ্টিকর খাদ্যাভাব, রক্তস্রাব, করোনারী ধমনীর ব্যাধি—প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হয়, স্নায়বিক অবসাদ আসে,—তবেই বিবৃদ্ধিযন্ত্র বিকৃত হইয়া পড়ে, আর তাহার অধিক মাত্রায় কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে না। কারণ, সাধারণ সুস্থ যন্ত্রের চেয়ে—বিবৃদ্ধ যন্ত্র অতি সহজেই বিকল হইতে পারে। এমন কি দুঃখ, দুশ্চিন্তা, ভয় প্রভৃতি কারণেও বিবৃদ্ধ যন্ত্র শক্তিহীন হয়।

অনেক সময় যন্ত্র বিশেষের বিবৃদ্ধি—অনিষ্টের মূল হইয়া দাঁড়ায়। হৃদ্‌পিণ্ড অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত বশতঃ হৃদ্‌কম্প (Palpitation) হইয়া থাকে। মূত্রগ্রন্থি (Prostate Gland.) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে—মূত্রকৃচ্ছ্র উপস্থিত হয়। ব্রাইট ব্যাধির জন্য—হৃদ্‌পিণ্ডের বাম ভেণ্ট্রিকেলের বিবৃদ্ধি—সংন্যাস (Apoplexy) রোগের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

মানব দেহের হৃদ্‌পিণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা বিবৃদ্ধিশীল, অতএব যাহাতে তাহার উপর অধিক কার্য্য ভার না পড়ে—তাহার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। রক্তমোক্ষণ, বিরেচন, বিশ্রাম ও শিরাপ্রসারক ঔষধ (Vasodilutiors) প্রয়োগ দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের উপর বলাধিক্যের সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। বিবর্দ্ধমান যন্ত্রে রক্তসঞ্চালন—যথাযোগ্য ভাবে হওয়া চাই। সুপাচ্য ও পুষ্টিকর আহার্য্য, শারীরক্লেদের সম্যক্ নিষ্কাশন, নির্ম্মল বায়ু সেবন,—রক্ত চলাচলের সাহায্য করে।

হ্রাস তত্ত্ব।

হ্রাস—বিবৃদ্ধির বিপরীত। শরীরের কোন যন্ত্রের আকৃতি গঠন ও কার্য্যের হ্রাস হইলে তাহাকে Atrophy বলা যায়।

এই হ্রাসের কারণ কি? কারণ অনেক গুলি। যথা—১। সম্যক্ পরিপুষ্টির অভাব রক্তের পরিমাণের অল্পতা, (চাপ বশতঃ কোনও স্থানে রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হওয়া, যেমন 'বাড়' (Splint) অধিক জোরে বন্ধন করিলে—রক্ত সঞ্চালনে বাধা ঘটে, রক্তের দৈন্য (অর্থাৎ রক্তের যে যে অংশ যে যে পরিমাণে থাকা উচিত, তাহার অভাব) রক্তদুষ্টি ইত্যাদি কারণে শারীরযন্ত্র বিশেষের হ্রস্বত্ব সংসাধিত হইয়া থাকে। যকৃতের হ্রাস—ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

২। যন্ত্র বা শারীরিক অংশ বিশেষের সম্যক্ ব্যবহারের অভাবেও—হ্রস্বত্ব ঘটিতে পারে। বাঙ্গালী—বিশেষতঃ সহরের বিলাসী বাবু বাঙ্গালী—ইহার একমাত্র উদাহরণ। বাঙ্গালী স্থূলোদর ও বিরাটবপু হইলেও তাহার মাংস পেশীর অভাব দেখা যায়।

৩। স্নায়বিক উত্তেজনার অভাব। পৃষ্ঠবংশ মজ্জায় (Spinal cord) রোগ হইলে, তৎ কর্ত্তৃক উত্তেজিত পেশী মণ্ডলীতে স্নায়বিক উত্তেজনার অভাব হয়। এই জন্য মাংস পেশীও হ্রস্ব হয়।

৪। ডিম্বাণু (ovam) ও শুক্রকীটের (Spermatozoon) সংযোগে—মানব দেহের উৎপত্তি। এই সম্মিলনের ফল—উৎপাদিকা-শক্তি শালী কোষ বৃদ্ধির (ufermina tiny) সৃষ্টি। যত কাল দেহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততকালই উক্ত কোষরাজির অন্তর্নিহিত নৈসর্গিক শক্তি বলে তাহা সংসাধিত হয়। কোন কারণে—এই নৈসর্গিক ক্ষমতার ক্ষয় বা নিঃশেষ হইলে, দেহের স্ফূর্ত্তিও নষ্ট হইয়া যায়। শেষে ক্রমশঃ হ্রাসতা আসিয়া পড়ে। বাল্যকালের Idiopathic শৈশিক হ্রস্বতা—ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোন কোন বংশে যে স্নায়বিক বা হৃদপিণ্ড ঘটিত হ্রস্বতা দেখা যায়—ইহাই তাহার কারণ।

৫। রক্তদুষ্টি। সীসক, মদ্য, আর্গট প্রভৃতি ঔষধ, উপদংশাদি-রোগ বিষ, ইত্যাদির দ্বারা দেহের রক্ত দূষিত হইলে, যন্ত্র বিশেষের হ্রস্বতা সংসাধিত হইয়া থাকে।

অনেক স্থলেই দুষ্টতা প্রাপ্ত যন্ত্রের চিকিৎসা চলে না। তবে যদি রক্তের কোন দোষ বশতঃ দুষ্টতা হইয়া থাকে এমন বুঝা যায়, অথবা চাপ বশতঃ বা বিষ বশতঃ কিম্বা আলস্য বশতঃ দুষ্টতা হইয়াছে—ইহা নির্ণয় করা যায়; তাহা হইলে যন্ত্রের দুষ্টতা নিবারণ করিতে পারা যায়। উৎপত্তি জানিলে উচ্ছেদও সহজ হয়। কিন্তু যে যে কারণ দূরীভূত করা চিকিৎসকের অসাধ্য—সে স্থলে প্রকৃতি সুন্দরী স্বয়ং সংস্কার কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। অধিক সুরাপানের কারণে যকৃতের দুষ্টতা ঘটিলে,—সেখানে এক প্রকার মৃদু প্রদাহ উপস্থিত থাকে, সেই প্রদাহ হইতে সৌত্রিক তন্তুর (Fibrous tissue) সৃষ্টি হয়। দুঃখের বিষয়—অনেক স্থলে এই সৌত্রিক তন্তুর সংখ্যাধিক্য বশতঃ, সুস্থ দেহকোষগুলিও চাপ পাইয়া ধ্বংস হইয়া থাকে।

কতকগুলি স্থলে সুস্থ দেহেও যন্ত্রের দুষ্টতা ঘটে, ইহা বৃদ্ধ বয়সেই হইয়া থাকে। ইহাকে রোগ বলা চলে না, ইহা স্বাভাবিক। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্ত বিহীনং জাতং তুণ্ডং।"

আমরা ইহার সহিত আরও দুই চারিটীর উল্লেখ করিতে পারি—জরায়ু, স্তন, লসিকা গ্রন্থি। বার্দ্ধক্যে—স্বভাবতঃই ইহাদের দুষ্টতা ঘটে।

দুষ্টতার চিকিৎসা করিতে গেলে—শুধু স্থানিক ঔষধের ব্যবস্থা করিলে হইবে না, তাবৎ দেহেরই পরিপুষ্টি সাধনে যত্নবান্ হইতে হইবে। ক্লেদরাশির দূরীকরণ, পরিপাকশক্তির বর্দ্ধন—এই দুইটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আহার্য্যের মধ্যে দুগ্ধ—ক্ষয়নাশক প্রধান খাদ্য। যেখানে এই দুগ্ধ টাটকা পাওয়া যায়—সেখানে কোন বিলাতী food—কখনই প্রয়োগ করিতে নাই। যে কারণে দুষ্টতা উপস্থিত হইয়াছে, সেই কারণ সর্ব্বাগ্রে স্থির করিয়া—তাহারই চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

জীবানু তত্ত্ব।

(পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যমত)

[কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত কবিরত্ন]

—:০:—

আমাদের চতুর্দ্দিকে রোগ জীবানু সর্ব্বদাই পরিভ্রমণ করিতেছে—বোধ হয় এই জন্যই অদ্বিতীয় নীতিশাস্ত্রবিদ্ বিষ্ণুশর্ম্মা রাজকুমারগণকে উপদেশ দিবার ছলে বলিয়া গিয়াছেন—"শক্যাভিঃ সর্ব্বমাক্রান্তং"—এই একটীমাত্র কথাতেই আমরা বুঝিতে পারি জীবানুতত্ত্ব নিতান্ত আধুনিক আবিষ্কার নহে। সুদূর অতীতের আর্য্য-ঋষিগণ ইহা নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। তাঁহারা জীবানুকে ক্রিমির পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া-

ছিলেন। তবে এ কথা সত্য—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জীবাণুতত্ত্বের আলোচনায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ডাক্তারগণ প্রায় সকল রোগের কারণতত্ত্ব—জীবাণুর সংস্রব স্বীকার করিতেছেন। আজকাল কলেরা, প্লেগ, প্রতিশ্যায়, জর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি রোগের জীবাণু বিজ্ঞানের চক্ষে ধরা পড়িয়াছে। যে সকল রোগের জীবাণু তত্ত্ব এখনও প্রকাশ পায় নাই, আর বড় বেশী দিন যে তাহা অজ্ঞাত থাকিবেনা—একথা আমরা অবশ্যই বলিতে পারি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা জীবাণুতত্ত্বের একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে চাই। আমরা প্রথমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে, শেষে প্রাচ্য বিজ্ঞানের মতে,—জীবাণুতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

জীবাণুর স্বধর্ম্ম—তাহারা পরাঙ্গ পুষ্ট জীবের মত মানব দেহ আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। আশ্রিত দেহের রসেই তাহাদের পুষ্টসাধন হয়, কিন্তু ভরসার মধ্যে এই — দুই এক শ্রেণীর জীবাণু ব্যতীত সম্পূর্ণ সুস্থ দেহ—কোন জীবাণুরই বাসযোগ্য নহে। কারণ সুস্থ দেহে—পুষ্টির উপযোগী খাদ্য তাহাদের ভাগ্যে মিলেনা। অসহায় শিশু, বৃদ্ধ অযত্ন পালিত দরিদ্র, অপরিচ্ছন্ন, অনাচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অব সাদগ্রস্ত — এইরূপ লোকের শরীরেই জীবাণুর প্রবেশ লাভ সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

এই জীবাণু কোটি কোটি সংখ্যায়—ওতঃপ্রোতভাবে আমাদের শরীরের ত্বকে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, কিন্তু জগদীশ্বরের অনুকম্পায় আমাদের শারীর কোষ (Cells) গুলি এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, কোন ক্রমেই তাহারা দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। তবে যদি কোন কারণে একটী বা বহু কোষ ছিন্ন হইয়া যায়,—তখনই জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায়।

আমাদের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী অতি সহজেই জীবাণুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। কেননা—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রায়ই অক্ষত থাকে না। কিন্তু জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য কৌশল—সেখানেও তাঁহার সুবন্দোবস্তের অভাব নাই! সেখানেও জীবাণু সহজে প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ শ্লেষ্মা অত্যন্ত চট্‌চটে, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে আসিবামাত্র—তৎস্থানেই কীটাণু প্রোথিত থাকে; নড়িতে-চড়িতে পারে না।

আমাদের পাকস্থলীও জীবাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পাকস্থলীর অম্ল রসে তাহার ধ্বংস—অনিবার্য্য। আমরা প্রত্যহ আহারকালে খাদ্যের সঙ্গে রাশি রাশি কীটাণু ভক্ষণ করিয়া ফেলি, পাকস্থলীর অম্লরসে সেই সকল জীবাণু অচিরেই মরিয়া যায়।

আমাদের শরীরে অনেকগুলি গহ্বর আছে, সেগুলি জীবাণুর প্রবেশ পথ। কিন্তু এই প্রবেশ পথগুলি এতদূর উদ্দীপনাময় (Irrittable) যে, কোন অস্বাভাবিক বস্তু তথায় প্রবেশ করিবামাত্র—প্রতিক্রিয়া জনিত (Relfex) ব্যাপারে হাঁচি, কাশি, বমি, অশ্রুপাত, উদরাময়, উন্মীলন, নিমীলন—প্রভৃতির আবির্ভাব হওয়ায় সেই অস্বাভাবিক বস্তু তথা হইতে দূরীভূত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়—এ সকল স্থান অতি সহজেই বিকৃত

হইতে পারে, তখন আর জীবাণুর দেহ মধ্যে প্রবেশের বাধা বর্ত্তমান থাকে না।

অতি সংক্ষেপে জীবাণুতত্ত্ব আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম—জীবাণুর হস্ত হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য জগদীশ্বর কি অপূর্ব্ব কৌশলেরই অবতারণা করিয়াছেন। বহিঃশত্রু হইতে দেহরক্ষার জন্য তিনি দেহের মধ্যে সৈন্য সমাবেশও করিয়াছেন। সেই সৈন্য—রক্তের শ্বেত কণিকা-গুলি। ইহারা বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারীর মত—সর্ব্বদাই সেই রাজার রাজার আদেশ পালন করিতেছে। শরীরে কোন রোগ জীবাণু প্রবেশ করিলে, এই শরীররক্ষক সৈন্যগণ (শ্বেত কণিকা—Phagocytes) দলে দলে জীবাণু ধ্বংসের জন্য ধাবিত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে খাইয়াও ফেলে। শ্বেত কণি-কার এই কর্ম্মভূমি—কখনও প্রদাহের কখনও বা স্ফোটকের আকার ধারণ করিয়া জীবাণুর মৃত্যু ও শ্বেতকণিকার জয় ঘোষণা করে।

কিন্তু জীবাণু যদি সংখ্যার বা পরিমাণে, অথবা বলে শ্বেত কণিকার হইতে উচ্চ দরের হয়, তখনই বিপদ! তখন শ্বেত কণিকা-গুলি পরাজিত ও ধ্বংস হইয়া থাকে। ইহা-দের শব স্তূপীকৃত হইয়া পূযে পরিণত হয়, বিজয়ী জীবাণু ক্রমশঃ শরীরের ভিতর আধি-পত্য বিস্তার করে।

এইবার দেখা যাক্—কি উপায়ে আমরা জীবাণুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ;—

জীবাণু যাহাতে শরীরের ভিতর একে-বারেই প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য শরীরের মধ্যেই কতকগুলি ব্যবস্থা আছে ;—যথা——অভেদ্য ত্বক্, চট্‌চটে শ্লেষ্মা, হাঁচি, কাসি, বমি প্রভৃতির উদ্দীপনা, পাকস্থলীর অম্ল রস, শরীর রক্ষার শান্ত্রী দল শ্বেত কণিকা।

কিন্তু এ সকল নৈসর্গিক নিয়ম সত্ত্বেও ও শরীরে জীবাণু অনু প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহার উপায় কি? উপায় অনেক আছে, তন্মধ্যে যে গুলি প্রধান নিম্নে তাহার উল্লেখ করি-তেছি—

(ক) টীকা গ্রহণ।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারণা—বসন্ত রোগ (Smallpox) একবার হইলে, জীবনে আর দ্বিতীয় বার হয় না। উপদংশ (গরমী) একবার হইয়া আরোগ্য হইয়া গেলে, দ্বিতীয় বার উপদংশ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাতে বুঝা যায় এই ব্যাধির দ্বারা শরীরের মধ্যে এমন কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় যে, আর কখনও সেই রোগের বিষ শরীরকে, বিকৃত করিতে পারে না। এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, ডাক্তারগণ প্রত্যেক ব্যাধি নিবারণের জন্য তত্তৎ ব্যাধির বিষ হীনবীর্য্য করতঃ (Attenuation) তাহার দ্বারা টীকা (inocalate) দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অনেক রোগেরই টীকা আবিষ্কার করিয়াছেন। বসন্ত (Small pox) গলগণ্ড (Diphtheria) সর্পবিষ (anti-venenc) প্রভৃতি দুই চারিটী রোগের টীকা কার্য্যকরীও হইয়াছে।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—বয়স অল্প হইলে, সময় অতিবাহিত হইলে, সাধারণ

দৌর্ব্বল্য থাকিলে, মূত্রগ্রন্থি, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি পীড়া থাকিলে—টীকায় কার্য্য হয় না।

(খ) আবর্জ্জনা দূরীকরণ।

বাসস্থানের কোথাও আবর্জ্জনা রাখিবে না। প্রভূত পরিমাণে সংশোধক (Disinfectant) ব্যবহার করিবে। ইহাতে ধূলা ও নর্দ্দামার ময়লা নির্দ্দোষ হইয়া যায়।

(গ) আহার্য্য-পাক।

খাদ্য দ্রব্য ভাল করিয়া রন্ধন করিয়া খাইতে লইবে। কাঁচা বা অর্দ্ধসিদ্ধ দ্রব্য খাওয়া অনুচিত।

(ঘ) পানীয়ের বিশুদ্ধতা।

জলকে পরিস্রুত করিয়া লইবে। দুগ্ধ, জল প্রভৃতি পানীয় অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে।

(ঙ) পরিধেয় পরিষ্কার।

পরিধানের বস্ত্রাদিতে যেন ময়লা না থাকে, তাহা উত্তমরূপে ধৌত করিবে, রৌদ্রে শুকাইবে।

(চ) জীবানুনাশক ঔষধ প্রয়োগ।

যে স্থলে জীবাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে,—ঔষধ সেবন করিয়া তাহাকে ধ্বংস করা যায়। যেমন -কুইনাইন সেবনে ম্যালেরিয়ার জীবাণু, পারদঘটিত ঔষধে উপদংশের বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

ইহা কিন্তু অনুমেয়—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রামাণিক নহে। কুইনাইন রক্তে ভাসিয়া গিয়া যে স্থানে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আছে তথায় উপস্থিত হইয়া জীবাণুকে নষ্ট করে—এ পর্য্যন্ত এরূপ কথা কেহ সপ্রমাণ করেন নাই।

আরও দুঃখের বিষয়—জীবাণুনাশক ঔষধের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রচুর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে নিত্যই জীবাণু হন্তা (Germicide) আবিষ্কৃত হইতেছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা রোগ আরোগ্য করিতে হইলে, রোগ ও রোগী উভয়েই বিপন্ন হইতে পারে। বহুদর্শী ডাক্তার রমেশচন্দ্র রায় এল এম এস্ তাঁহার "চিকিৎসায় মূল তত্ত্ব" পুস্তকে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন—"শত শত germicide আবিষ্কৃত হইতেছে—কিন্তু তদ্বারা রোগ নিবারণ করিতে গিয়া রোগ রোগী উভয়েই হত হইবার সম্ভাবনা। এমন কোন germicide আবিষ্কৃত হইল না—যাহা উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে দেহের কোনও কোষটী পর্য্যন্ত নষ্ট হইবে না, অথচ রোগের বীজ সমূলে নষ্ট হইবে।"

(ছ) সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি।

দুর্ব্বল নির্জীব রুগ্ন অবস্থায় যে সকল ব্যক্তি নানা রোগে ভুগিয়া মরে, ব্যায়াম বা অন্য কোন অবস্থান্তরে যদি তাহাদের দেহ বলিষ্ঠ হয়,—আর তাহারা রোগগ্রস্ত হয় না। অতএব সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত।

(জ) রোগপূর্ণ স্থান পরিত্যাগ।

যে স্থানে সর্ব্বদাই রোগ হইতেছে, সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিয়াছে, জলাশয় দূষিত হইয়াছে,—সে স্থান ত্যাগ করা "বিদুষাং পরামর্শঃ।" ইহা কিন্তু হিন্দুর সেই চাণক্য নীতি—"স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনম্"।

প্রাচ্যমত।

এইবার প্রাচ্যমতের জীবাণু তত্ত্ব আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—প্রাচ্যমতে জীবাণু সকল ক্রিমি পর্য্যায় ভুক্ত।

জীবাণু দুই প্রকার "বাহ্য ও আভ্যন্তর"। ইহারা অসংখ্য শ্রেণীর, ইহাদের নামও অসংখ্য। যথা অন্নাদ, হৃদয়াদ, চুরু, রোমদ্বীপ, সৌরস নামা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে যাহারা সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদদর্শনা:—এত সূক্ষ্ম যে চক্ষে দৃষ্টি গোচর হয় না—তাহারাও প্রকৃত জীবাণু। জীবাণুকর্ত্তৃক জ্বর, অতিসার, শূল, হৃদ্রোগ, অবসাদ, ভ্রম, অরুচি, বমন, মুখস্রাব মূর্চ্ছা, আনাহ কৃশতা, পীনস, কুষ্ঠ, ক্ষয়, বিবর্ণতা, মূত্ররোগ, কণ্ডু, পাণ্ডু প্রভৃতি নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহারা মলাশয়, আমাশয়, রক্ত, কেশ, ত্বক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মানব দেহকে সংহার করে। কেশমুল, ত্বক ও নখর বাহ্য জীবাণুর আশ্রয় স্থান।

যাহারা বিরুদ্ধ ভোজন করে, পূর্ব্বাহার জীর্ণ না হইতেই আবার ভোজন করে, পিষ্টক গুড়, অধিক মিষ্ট, অধিক অম্ল, অতিশয় দ্রব দ্রব্য (যেমন চা সরবৎ) অধিক লবণ, শাক, ক্ষীর প্রভৃতি ভোজন ও পান করিয়া থাকে, যাহারা ব্যায়াম বিমুখ, দিবানিদ্রা সেবী, রাত্রি জাগরণকারী, অসংযমী, অনাচারী, অপরিচ্ছন্ন, মিথ্যাবাদী, অধার্ম্মিক— তাহারাই জীবাণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

প্রাচ্যমতে—জীবাণু রোগের মুখ্য কারণ নহে। কোন রোগ কেবল জীবাণুর দ্বারা উৎপন্ন হয় না। হইলে যে বাটীতে একজনের কুষ্ঠ বা বিসূচিকা হইয়াছে, সে বাটীর সকলেরই কুষ্ঠ বা বিসূচিকা হইত। অতএব জীবাণুর রোগ জননশক্তি স্বীকার করিলে, তাহাকে রোগের গৌণ নিদান বলা যায়। জীবাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইলেই রোগ জন্মে না। আহার বিহার আচরণের অনিয়মে —পূর্ব্ব হইতে শরীরে "ক্ষেত্র" প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, তবে জীবাণুর অভিযান সার্থক হয়। অর্থাৎ জীবাণু কর্ত্তৃক রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তদ্বিকাশোপযোগী অহিত আহার বিহার সেবিত পাপময় শরীর চাই। এইরূপ পাপময় শরীর—সংক্রামক রোগের নিকট হইতে যোজন দূরে থাকিলেও তাহার জীবাণুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। অতএব আর্য্য বিজ্ঞানের উপদেশ—

১। সদাচার পালন করিবে।

২। দিনচর্য্যা ও ঋতুচর্য্যার নিয়ম মানিয়া চলিবে।

৩। সংযমী হইবে।

৪। অহিত পানাহার পরিত্যাগ করিবে।

৫। সমস্ত পাপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবে।

৬। মনকে প্রসন্ন রাখিবে।

৭। ভগবানকে ভক্তি করিবে।

৮। নীতিনিষ্ঠ হইবে।

তাহা হইলে, তোমার পুণ্য দেহে পাপরূপ-জীবাণু প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে না, তোমাকে খাদ্যের মক্ষিকা তাড়াইতে হইবে না, মশক ধ্বংস করিবার জন্য কামান পাতিতে হইবে না, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেশান্তরে যাইতে হইবে না। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ঔষধও সেবন করিতে হইবে না। এক কথায় বলিতে গেলে—ঋষিমতের উপাসনা করিলে নিশ্চয়ই তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

দিবোদাস।

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ এইচ, এম, বি]

পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।

—:•:—

আমরা গতবারে যে শ্লোকের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার সহিত হরিবংশের সহিতও ঐক্য আছে। ইহার পরে আবার আর এক দিবোদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ;—"দিবোদাসাৎ হহল্যাচ অহল্যায়াং শরদ্বতাৎ। কৃপকৃপী দিবোদাসাৎ মৈত্রেয় সোমপস্ততঃ ॥" কিন্তু এ দিবোদাস আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। তবে দিবোদাস যে ২।৩ জন ছিলেন এবং কাশিরাজ দিবোদাসেরও যে ২।৩টী নাম ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে একোনপঞ্চাশৎ সূক্তে ষষ্ঠ ঋকে দিবোদাসের অতিথিগ্ব এই নামান্তর দেখিতে পাওয় যায়। যথা ;—

ত্বং কুৎস শুষ্ণ হত্যোষা বিথারন্ধয়োঽতিথিগ্বায় শম্বরং। মহান্তং চিদর্ব্বুদং নিক্রমীঃ পদাসনা দেব দস্যু হত্যায় জজ্ঞিষে। ৬

এখানে সায়নাচার্য্য টীকায় বলিয়াছেন—"তথা অতিথিগ্বায় অতিথিভির্গন্তব্যায় দানশীলায় দিবোদাসায় শম্বরং এতন্নামকং অসুরং অরন্ধায় হিংসিতবান্" পরে ১০ম ঋকেও ঠিক এই কথা উল্লেখ আছে। "ত্বমাবিথ সুশ্রবসন্ত বোতিভিস্তব ত্রামভিরিন্দ্র তুর্বয়ানং। ত্বমস্মৈ কুৎস মতিথিগ্বমায়ুং মহে রাজ্ঞে যূনে অরন্ধনায়ঃ ॥ এবং ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে অষ্টাশত সূক্তে ও দশম মণ্ডলেও ঐরূপ পাওয়া যায়। ঐ গুলির অর্থ যথা ;—"হে ইন্দ্র, তুমি তোমার রক্ষাসমূহ দ্বারা সুশ্রবা রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুর্ব্বযান রাজাকেও তোমার পরিত্রাণ সাধন রক্ষা সমূহ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে। তুমি কুৎস ও অতিথিগ্ব এবং আয়ুকে এই মহৎ যুবক রাজার অধীন করিয়াছিলে। তুমি শম্বরের রাজ্য অতিথিগ্বকে দিয়াছিলে। সায়নাচার্য্যের টীকায় তুর্ব্বযান ও অতিথিগ্বকে দুইস্থলে দিবোদাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে একোনপঞ্চাশৎ সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে এবং দ্বাদশাধিক শততম সূক্তের ১৪শ ঋকে আর ত্রিংশদধিকশততম সূক্তের ৭ম ঋকে দিবোদাসের বিষয় যে রূপভাবে লিখিত আছে তাহাতে অতিথিগ্ব দিবোদাসের নামান্তর বলিয়া জানা যায়।

সায়নাচার্য্য সেখানে "অতিথিগ্ব" শব্দের অর্থ অতিথিবৎসল করিয়াছেন। অতিথিগ্বই যে দিবোদাস তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ষষ্ঠ ঋকে ইন্দ্র শম্বরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া শততম নগরী অতিথিগ্বকে দান করিয়াছিলেন দেখা যায়। আবার পরেও

ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ২৬শ সুক্তের ৩য় ঋক উক্ত হইয়াছে;—"অহং পুরো মন্দশানো ব্যৈরং নবশাকং নবতি শম্বরস্য শততমং বৈশ্যং সর্ব্বতাতা দিবোদাসমতিথিগ্বং যদাবং॥" ইন্দ্র কহিলেন আমি উৎসাহিত হইয়া শম্বরের ৯৯টী নগর ধ্বংস করিয়া শততম নগরী কাশীপুরীকে রক্ষা করতঃ প্রাণীমাত্রেরই পিতৃপর্য্যায় বা পিতৃলোক অতি তেজস্বী বৈশ্য দিবোদাসকে প্রদান করিয়াছি। এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে শম্বরের শততম নগরী দিবোদাসকেই প্রদান করিয়াছিলেন, ইহাতেই মনে হয়, দিবোদাস অতিথিগ্ব একই ব্যক্তি।

আবার স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত কাশিখণ্ডের অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দিবোদাসের নামান্তর "রিপুঞ্জয়" দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—

"আয়াত্য কাশীং মেধাবী স ভূপাল রিপুঞ্জয়ঃ।"

ইত্যাদি—

দিবোদাস কাশীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিষ্ণুর আদেশে গঙ্গার পশ্চিম তটে "দিবোদাসেশ্বরঃ" শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সে মতে জ্যেষ্ঠ পুত্র সঞ্জয়কে (মতান্তরে সমঞ্জয়কে) রাজ্য প্রদান করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন। তাহা পরে দেখান হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ১৬শ অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের সৃষ্টি প্রকরণে লিখিত আছে;—

ঋক যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ
বিচিন্ত্য তেষামর্থঞ্চৈ আয়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥
কৃত্বা তু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।
স্বতন্ত্রং সংহিতাং তস্মাদ্ভাস্করশ্চ চকার সঃ॥
ভাস্করশ্চ স-শিষ্যেভ্য আয়ুর্ব্বেদং স্ব সংহিতাম্।
প্রদদৌ পাঠয়ামাস তে চক্রুঃ সংহিতাস্ততঃ।
তেষাং নামানি বিদুষাং তন্ত্রাণি তৎকৃতানি চ।
ব্যাধি প্রণাশ বীজানি সাধ্বি মত্তো নিশাময়।
ধন্বন্তরির্দিবোদাসঃ কাশিরাজস্তথাশ্বিনৌ।
নকুলঃ সহদেবোঽর্কিশ্চ্যবনো জনকো বুধঃ॥
জাবালো জাজলি পৈলঃ করথোঽগস্ত্য এব চ।
এতে বেদাঙ্গবেদজ্ঞাঃ ষোড়শ ব্যাধিনাশকাঃ॥
চিকিৎসা তত্ত্ব বিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোহরম্।
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ চকার প্রথমে সতি॥
চিকিৎসা দর্শনো নাম দিবোদাসশ্চকার সঃ॥"

প্রথমে ব্রহ্মা ঋক যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব নাম বেদ চতুষ্টয় অবলোকন করিয়া তৎপরে তাহার অর্থ সকল পর্য্যালোচনা করতঃ আয়ুর্ব্বেদ নামক অপর একখানি বেদের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা উক্ত পঞ্চম বেদ ভাস্কর দেবকে প্রদান করিলে ভাস্কর দেবও সেই আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বতন্ত্র একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন। পরিশেষে ভাস্কর দেব আপন শিষ্যবৃন্দকে নিজকৃত সংহিতার সহিত উক্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলে তাঁহারা সকলে উভয় শাস্ত্র দর্শনে এক একখানি সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশিরাজ, অশ্বিনীকুমার, নকুল, সহদেব যমরাজ; চ্যবন, জনক, বুধ, জাবালি, জাজলি, পৈল, করথ, অগস্ত্য, এই ষোড়শ জন ভাস্করের শিষ্য। ইহার মধ্যে দিবোদাস ভাস্করের শিষ্য; কিন্তু সুশ্রুত সংহিতার স্থানে স্থানে দিবোদাস স্বয়ং বলিতেছেন;—"ব্রহ্ম প্রোবাচ, ততঃ প্রজাপতি রধিজগে। তস্মদশ্বিনাবশ্বিভ্যা মিন্দ্র ইন্দ্রাদহং মযাত্বিহ প্রদেয়মর্থিভ্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ। ১৬।

আয়ুর্ব্বেদ প্রথমে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট দক্ষ প্রজাপতি ইহা প্রাপ্ত হয়েন; দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার দ্বয়; অশ্বিনীকুমার হইতে ইন্দ্র এবং ইন্দ্র হইতে আমি ইহা প্রাপ্ত হই। সুশ্রুত মতে ইন্দ্রই দিবোদাসের আচার্য্য। আর ইন্দ্র কর্ত্তৃক দিবোদাসকে শম্বরের শতমনপুরী প্রদান প্রভৃতি কারণে তাহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হয়।

কেহ মনে করিতে পারেন দিবোদাস মর্ত্ত্যের লোক হইয়া কি প্রকারে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের শিষ্য হইতে পারেন। কিন্তু স্বর্গ বলিতে মধ্য এসিয়াস্থ অলকানন্দা—তটস্থিত বিশ্বোকসুরা রাজধানী সমাশ্রিত নন্দন কানন, আর মর্ত্ত্য অর্থে ভারতবর্ষ। এই—ভারতবর্ষের বাহিরে সিন্ধু নদীর পশ্চিমে এবং হিমাচলের উত্তরে ইহাঁদের আবাসভূমি। চরক সংহিতায় রসায়ন-পাদে আত্রেয় বলিয়াছেন—

"(তে)ভৃগ্বঙ্গিরোঽত্রি বশিষ্ঠ কাশ্যপাগস্ত্য পুলস্ত্য বামদেবাসিত গৌতম প্রভৃতয়ো মহর্ষয়ঃ) পূর্ব্বনিবাসং গঙ্গা—প্রভবম্ অমর গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নরাদ্যনুচরিতমনেকরত্ন নিচয় মচিন্ত্যাদ্ভুত প্রভাবং ব্রহ্মর্ষিসিদ্ধচারণানুচরিতং দিব্য তীর্থৌষধি প্রভাবমতি শরণ্যং হিমবন্তং অমরাধিপতি গুপ্তং জগ্মুঃ।" ভৃগু অঙ্গিরা, অত্রি, বশিষ্ট, কশ্যপ, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, বামদেব, অসীত, গৌতম প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস হিমাচলের সেই স্থান, যেখান হইতে গঙ্গা উদ্ভূত হইয়াছেন। আর এই উদ্ভবস্থান অমরাধিপতির শাসন সুরক্ষিত এবং পুণ্য উদার পবিত্র পুণ্যহীনগণের অগম্য অমর গন্ধর্ব্ব—যক্ষ—কিন্নর—সেবিত নানা রত্ন সমন্বিত, অচিন্ত্য অদ্ভুতপ্রভাব ব্রহ্মর্ষি—সিদ্ধচারণ সেবিত, দিব্যতীর্থ ওষধিপ্রভাব সমন্বিত; অতিশরণ্য হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আমার বেদের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার মানবের আদি জন্মভূমি প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সামবেদ সংহিতার ইন্দ্রপর্ব্বের ৪ অধ্যায়ের ৮ম খণ্ডে ২য় ছন্দে উল্লেখ আছে "যদা তচ্ছম্বরং মদে দিবো দাসায় রন্ধয়ন্। অয়ং স সোম ইন্দ্রতে সুতব পিব॥ ২ হে ইন্দ্র তুমি যে সোমপানের হর্ষে দিবোদাসের নিমিত্ত শম্বরকে বধ করিয়াছিলে, আমি সেই সোমরস প্রস্তুত করিয়াছি, তুমি পান কর। দিবোদাস ইন্দ্রের শিষ্যভূত প্রিয় পাত্র না হইলে এইরূপ ভাবে বিজিত-নগরী দান করিতেন না। অন্যত্র ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে ১৯শ অধ্যায়ে ১৩০ সূক্তে ১ম মন্ত্রে বলিয়াছে।" স নো নব্যেভি বৃষ কর্ম্মন্ কথৈ পুরাং দর্ত্তঃ পায়ুভিঃ পাহি শগ্মৈঃ।

দিবোদাসেভিরিন্দ্রস্তবানো বা বৃধীথা অহোভিরিবিদ্যোঃ॥ সামবেদের উত্তরার্চ্চিকে নবম অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডে দ্বিতীয় গানে উল্লেখ আছে—পুরঃ সদ্য ইত্থাধিয়ে দিবোদাসায় শম্বরং অধস্যং তুর্বশং যদুম। ২।

ইন্দ্র সোমরস পানে মত্ত হইয়া সত্যকর্ম্মা দিবোদাসের শত্রু, শম্বর ও তুর্বস এবং যদু নামক রাজাকে হত্যা করিয়া ছিলেন।

আরও দ্বাদশাধিক শততম সূক্তের চতুর্দ্দশ ঋকে "যামি র্মহা মতিথিগ্বং কশোজুবং দিবোদাসং শম্বরহত্যা আবতম্।

যাভিঃ পূর্ত্তিঃ এস দস্যু মাবতং। তাভিঃ ষ্যূ ঊতিভিরশ্বিনা গতম্"।

সায়নাচার্য্য ইহার টীকায় দিবোদাস শব্দের অর্থ করিয়াছেন; "দিবোবিষ্ঠা-ধর্ম্ম প্রকাশকস্য দাতারম্. দিবশ্চ দাস উপসংখ্যা নম্। অঃ ৬।৩।২১ ইতি ষষ্ঠী অলুক।

এই মন্ত্রে অতিথিগ্ব শব্দটী দিবোদাস শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

উজ্জ্বলাচার্য্য দিবোদাস শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, দিবোদাস নাম নহে—উপাধি মাত্র। তিনি লিখিয়াছেন "দিব ইতি শব্দেনাত্র তৎস্থানদেবাঃ কথ্যন্তে তৈঃ পূজাকামঃ সংপ্রদীয়তে যস্মৈ স দিবোদাসঃ। অন্যে তু দাস ইতি কর্ম্মণি যত্নেন করোতীতি দাসঃ, দিবঃ স্বর্গস্য দাসো দিবোদাসঃ"। উজ্জ্বল আর ও বলিয়াছেন দিবোদাস বিশেষণ। কাশীরাজ দিবোদাস অর্থাৎ দেবতাদিগের চিকিৎসক। "কাশিরাজানামনেকত্বাৎ বিশেষণ মাহ দিবোদাসম্"। তাঁহার মতে ধন্বন্তরি সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ বিশেষণ "সর্ব্বজন প্রসিদ্ধং বিশেষণ মাহ ধন্বন্তরি মিতি, ধনু, শল্য শাস্ত্রং তস্য অন্তং পারমেতি গচ্ছতীতি ধন্বন্তরিঃ"।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্যবান্ হইবার কয়েকটি পন্থা।

(কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ)

—:*:—

সদাচার—সকলেই যাহাতে সুখ হইতে পারে এইরূপ কর্ম্মের জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতিরেকে সুখের সম্ভাবনা নাই। অতএব সকলেরই ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া উচিত। ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিলে মানুষের কষ্ট দুঃখ আর থাকে না। অতএব ধর্ম্ম-পরায়ণ হইতে হইলে ঈশ্বর-পরায়ণ হইতে হইবে,—ঈশ্বরই ধর্ম্ম।

কল্যাণজনক কার্য্যের উপদেশ দিয়া যাহারা সাহায্য করেন, সেই সকল কল্যাণ-মিত্রদিগকে ভক্তির সহিত সেবা করিবে এবং যাহারা পাপ-জনক কার্য্যের সহায়তা করে তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে।

হিংসা, চৌর্য্য, পরদার-গমন এই তিনটী কায়িক পাপ। পিশুনতা, কর্কশ বাক্য, অসত্য কথন ও অসম্বদ্ধ বাক্য—এই চারিটী বাচনিক পাপ। প্রাণিবধের চিন্তা, পরগুণা-দিতে অসহিষ্ণুতা ও ঈশ্বরে অবিশ্বাস এই তিনটী মানসিক পাপ। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ পাপ কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিবে।

নিরুপায়, রোগী ও শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণের যথাসাধ্য উপকার করিবে। কীট পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণিদিগকেও নিজের মত করিয়া দেখিবে। দেবতা, গো, বিপ্র, বৃদ্ধ, বৈদ্য রাজা ও অতিথির অর্চ্চনা করিবে। প্রার্থিদিগকে বিমুখ করিবে না, তাহাদের

অবমাননা করিবে না এবং কর্কশ বাক্যে তাড়াইয়া দিবে না। অপকারী শত্রুরও উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

সম্পদে ও বিপদে সমচিত্ত হইবে (অর্থাৎ টাকাকড়ি হইলে মেজাজ গরম করিবে না এবং বিপদে কাঁদিয়া আকুল হইবে না।) কেহ যশস্বী বিদ্বান্ বা ধনবান্ হইলে তাহার যশে, বিদ্যায় অথবা ধনসম্পত্তিতে ঈর্ষা না করিয়া যে প্রকারে সে যশস্বী, বিদ্বান ও ধনবান্ হইয়াছে, সেই কারণের প্রতি ঈর্ষা করিবে অর্থাৎ তুমিও সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইতে চেষ্টা করিবে।

কেহ কিছু না জিজ্ঞাসা করিলে নিজে হইতে কাহাকে কোন কথা বলিবে না বা উপদেশ দিবে না। যখন কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইবে তখন অবসর মত হিতজনক, পরিমিত, সত্য ও মনোজ্ঞবাক্য বলিবে। কাহার সহিত আলাপ করিতে হইলে পূর্ব্বেই তাহার সহিত বিনম্র বচনে আলাপ করিবে। সর্ব্বদা সুশীল ও করুণস্বভাব হইবে।

যদি ইহকালে ও পরকালে কল্যাণ কামনা কর, তাহা হইলে ধীরভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, দ্বেষ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি ভাব হইতে আত্মরক্ষা করিবে। সত্য কথা বলিবে, সত্যসংকল্প হইবে। কদাচ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিবে। অধার্ম্মিক, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, উন্মত্ত, রাজদ্বিষ্ট, পতিত ও নীচলোকের সহিত একত্র অবস্থান করিবে না। অপরের গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া দিবে না। পরদ্রব্যে লোভ করিবে না। পরের ধন অপহরণ করিবে না। হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিবে না।

হস্তাদি দ্বারা মুখ আবৃত না করিয়া হাঁচিবে না, হাসিবে না ও হাই তুলিবে না। নাকের লোম উৎপাটন করিবে না। বিনা প্রয়োজনে নাক ঝাড়িবে না, অনর্থক মাটিতে দাগ কাটিবে না। রাত্রিকালে বৃক্ষ মূলে, শ্মশানে, দেবালয়ে, জনশূন্য স্থানে অথবা অনাবৃত প্রাঙ্গণে শয়ন করিবে না। উদয়কালে, অস্তগমন সময়ে ও গ্রহণের সময় সূর্য্য দর্শন করিবে না। জলে বা দর্পণে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখিবে না। অতি সূক্ষ্মবস্তু অত্যন্ত প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি এবং অপবিত্র দ্রব্যাদি সর্ব্বদা দর্শন করিবে না। পূর্ব্বদিক্ এবং সম্মুখ দিয়া আগত প্রবল বায়ু, আতপ ধূলি ও অস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিবে না। বক্রদেহ হইয়া হাঁচিবে না, উদ্গার তুলিবে না, কাসিবে না, নিদ্রা যাইবে না এবং আহার করিবে না। অধোবায়ু, মল, মূত্র, হাঁচি, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, কাস ও শ্রমজনিত নিশ্বাস, হাই, অশ্রুজল, বমন ও শুক্র ইহাদের উপস্থিত বেগ ধারণ করিবে না। ঐ সকল বেগ ধারণে বহুবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে আহার, নিদ্রা, অধ্যয়ন ও শাস্ত্র-চিন্তা করিবে না। শত্রু-প্রদত্ত অন্ন, জনাকীর্ণ স্থানের অন্ন, অপবিত্র ব্যক্তির অন্ন ও হোটেলের অন্ন ভক্ষণ করিবে না। গাত্র মুখ ও নখ দ্বারা বাদ্য করিবে না। অন্তমনস্ক হইয়া হস্ত, পদ বা গাত্র কাঁপাইবে না। অপরিচিত নদী বা জলাশয়ে অবতরণ করিবে না। মদ্যে আসক্ত হইবে না এবং যেখানে মদ্য প্রস্তুত, বিক্রয় অথবা আদান প্রদান হয়, তথায় গমন করিবে না।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল কার্য্যেই অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ লইয়া থাকেন। অতএব নিজের অহঙ্কারের বশে কার্য্য না করিয়া বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া কাজ করিবে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক সকল কাজেই শান্তভাব অবলম্বন করিবে এবং নিজ বোধে পরে কার্য্য সম্পাদন করিবে। প্রত্যহ শয়নের পূর্ব্বে স্বকৃত কর্ম্মের সমালোচনা করিবে অর্থাৎ আজ আমি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলাম, তাহার ফল ভাল হইল কি মন্দ হইল—তাহা ভাবিয়া দেখিবে। যে ব্যক্তি প্রত্যহ এইরূপ চিন্তা করে সে কখনও দুঃখভাগী হয় না।

যিনি সতত সংযমের সহিত হিতজনক আহার বিহার করেন, শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অনাসক্ত, যিনি সর্ব্বজীবে সমচিত্ত, ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান্ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ আপ্তব্যক্তিগণের বচনে শ্রদ্ধাসম্পন্ন—তিনি রোগ ও শোক হইতে সর্ব্বদা মুক্ত হইয়া থাকেন।

নিদ্রা—মানুষের আরোগ্য, পুষ্টি, কৃশতা বল, অবল, পুরুষত্ব, ক্লীবত্ব, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন ও মরণ সমস্তই নিদ্রার অধীন। রাত্রি-কালে অভ্যাসমত নিদ্রা যাওয়া সকলের পক্ষেই হিতকর। কোন কারণে রাত্রি জাগরণ করিতে হইলে তারপর দিনে প্রাতঃকালে আহারের পূর্ব্বে জাগরণের অর্দ্ধেক কাল নিদ্রা যাইবে।

অসময়ে নিদ্রা, অতিমাত্রায় নিদ্রা এবং অল্পমাত্রায় নিদ্রা—মানুষের আরোগ্য ও জীবন-নাশ করিয়া থাকে। অতএব ঐ সকল পরিত্যাগ করিবে। অসময়ে নিদ্রা যাইলে,—মোহ জ্বর, নিরুৎসাহতা, শিরোরোগ, শোথ, বমন-বেগ, মলমূত্রাদির স্তব্ধতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি এবং অতিমাত্রায় নিদ্রা যাইলে শ্লেষ্মজন্য নানাবিধ ব্যাধি ও অল্পমাত্রায় নিদ্রা যাইলে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মাথাভার, হাইউঠা, শরীরে জড়তা, গ্লানি, মাথাঘোরা, অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা ও বায়ু জন্য নানাপ্রকার ব্যাধি হইতে পারে।

দিবানিদ্রা অহিতকর। উহাতে পিত্ত ও শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা অহিতকর নহে। তদ্ভিন্ন যাহারা অধিক বাক্যকথন, অশ্ব প্রভৃতি যানারোহণ, পথ-পর্য্যটন, ভারবহন ও রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি দ্বারা ক্লান্ত তাহাদের সকল সময়েই দিবানিদ্রা হিতকর এবং যাহারা ক্রোধ, শোক ও ভয়যুক্ত, যাহারা শ্বাস, হিক্কা ও অতিসার-গ্রস্ত, যাহারা বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ক্ষীণ, শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত, তৃষ্ণার্ত্ত, শূলপীড়িত, অজীর্ণরোগগ্রস্ত, লগুড়াদি দ্বারা আহত ও উন্মত্ত এবং যাহাদের দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস আছে—তাহাদের দিবানিদ্রা হিতকর।

ঋতুচর্য্যা।

গ্রীষ্মকালে,—সূর্য্যের তেজ অত্যন্ত প্রখর হয়। সেজন্য পৃথিবীর ও মানব শরীরের রস ক্ষয় হয়। এইসময়ে—কটু (ঝাল), লবণ অম্লরস ব্যায়াম ও সূর্য্য কিরণ পরিত্যাগ করা উচিত। এবং মধুর লঘু ও স্নিগ্ধ এবং শীতল দ্রব—বহুল আহার করা উচিত।

গ্রীষ্মকালে শীতল জলে স্নান করিয়া ছাতু জলে গুলিয়া চিনিদিয়া লেহন করিলে শরীর স্নিগ্ধ থাকে।

বর্ষাকালে,—কালপ্রভাবে মানুষের শরীর ক্লান্ত এবং অগ্নিবল অত্যন্ত মন্দ হইয়া-থাকে। এই সময়ে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষই কুপিত হয়।

বর্ষাকালে ভূমি ও জলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয় সেজন্য, ভূবাষ্প শৈত্য ও জলকণা বর্জ্জিত শুষ্ক গৃহে বাস করা এবং সর্ব্বদা নগ্নপদে পরিভ্রমণ করা অনুচিত। পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং শয্যাদ্রব্য রৌদ্রসন্তপ্ত করিয়া লওয়া উচিত। এই সময়ে মধুর, অম্ল, লবণ ও ঘৃতাদি সংযুক্ত লঘু পাক দ্রব্যাদি ভোজন করা এবং নদীর জল, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম ও রৌদ্রসেবা ত্যাগ করা উচিত। বর্ষার সময় বৃষ্টির জল, কূপের জল ও সিদ্ধ জল স্নানপানার্থ ব্যবহার করিবে।

শরৎকালে—আকাশে মেঘের অপগম হওয়াতে সূর্য্যের কিরণ বৃদ্ধি হয়, এ জন্য এসময়ে পিত্তবৃদ্ধি হয়; অতএব শরৎকালে বিরেচন লওয়া, তিক্তদ্রব্য আহার প্রভৃতি পিত্ত প্রশমক কার্য্য সকল করা উচিত। তদ্ভিন্ন এই সময়ে,—তিক্তমধুর ও কষায়রসযুক্ত লঘু অন্ন, মুগ, চিনি আমলকী, পটোল প্রভৃতি আহার করা উচিত।

যে জল সমস্ত দিন সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত ও রাত্রিতে চন্দ্রকিরণে সুশীতল—তাদৃশ নির্দ্দোষ নির্ম্মল বাতাদি দোষনাশক অনভিষ্যন্দী জল শরৎকালে ব্যবহার করা উচিত। শরৎ কালে,—নীহার, ক্ষার দ্রব্য, পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন, দধি, তৈলবহুল দ্রব্যাদি সূর্য্যাতপ, দিবানিদ্রা ও পূর্ব্ববায়ু পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

হেমন্তকালে—মনুষ্যের জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, এজন্য এই সময়ে অগ্নিবলের অনুরূপ পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন এবং মধুর, অম্ল ও লবণরসান্বিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা উচিত। এ সময়ে আহারের মাত্রা কম হইলে প্রদীপ্ত অগ্নি রসরক্তাদি ধাতুক্ষয় করিয়া থাকে।

শীতকালেও হেমন্তকালের ন্যায় মানুষের জঠরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং রাত্রি দীর্ঘ হওয়ার জন্য প্রাতঃকালেই লোক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়ে। সেজন্য প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্নের পর ভোজন করা উচিত। শীত ও হেমন্তকালে বায়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে, সে জন্য সর্ব্বাঙ্গে বেশ করিয়া তৈলাভ্যঙ্গ করা উচিত। এই সময়ে, ব্যায়াম, স্নান, গোধুমচূর্ণ, পিষ্টক, মাষকলাই, ইক্ষু ও দুগ্ধজাত বিবিধ সুতক্ষ্য দ্রব্য ভোজন এবং আবরণার্থ উষ্ণবস্ত্র ও শয্যাদি, অগ্নিস্বেদ ও সূর্য্যকিরণ, সন্তাপ সেবন এবং জুতা ব্যবহার করা উচিত।

বসন্তকালে—পূর্ব্ব সঞ্চিত কফ সূর্য্যসন্তাপে দ্রবীভূত হইয়া জঠরাগ্নিকে নষ্ট করে। সেজন্য এইসময়ে বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। এই সময়ে সঞ্চিত কফের বিনাশ করা উচিত।

বসন্তকালে তীক্ষ্ণ বমন ও নস্যাদিগ্রহণ, লঘু ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম ও উদ্বর্ত্তনাদি দ্বারা কফের বিনাশ হইতে পারে। এই সময়ে পুরাতন গম বা যবের রুটি এবং কটু তিক্ত কষায় রসযুক্ত দ্রব্যাদি আহার করা উচিত।

আর্দ্রক।

[কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারি গোস্বামী ভিষগাচার্য্য]

ওষধি বিশেষ কন্দকে আর্দ্রক বলে। আর্দ্রক বা আদা ভারতবর্ষের সর্ব্বজন পরিচিত দ্রব্য। কার্ত্তিক যায় অগ্রহায়ণ আসে—এমন সময় হইতে আদার কন্দের পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে অর্থাৎ পাকিয়া উঠে। হিম পড়িতে আরম্ভ হইলে আদার গাছ শুকাইয়া যায়। এই সময়ে ভূমি হইতে কন্দ উঠাইয়া রাখা উচিত। বসন্ত কালের শেষে আদার অঙ্কুর জন্মে। পরিণতাবস্থা হইতে অঙ্কুরোদগম কাল পর্য্যন্ত আদার বীর্য্য অক্ষুন্ন থাকে। অঙ্কুরোদগত হইলে হীনবীর্য্য হয়।

আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণাদীপনীমতা।
কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাতকফাপহা॥

আর্দ্রক ভেদক, গুরুপাক, (পরিপাকের শক্তি জন্মায় বটে কিন্তু নিজে পরিপাক পাইতে একটু সময় লয়।) তীক্ষ্ণবীর্য্য, উষ্ণ, অগ্নির উদ্দীপক, কটুরস, মধুরবিপাক, রুক্ষ এবং বায়ু ও কফ নাশক।

"ভোজনাগ্রে সদাপথ্যং লবণার্দ্রক ভক্ষণম্।,,
অগ্নি সন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠ বিশোধনম্॥

ভোজনের পূর্ব্বে আদা-লবণ ভক্ষণ বিশেষ উপকারক। হইাতে অগ্নির দীপ্তি, আহারে রুচি এবং জিহ্বা ও কণ্ঠ পরিষ্কৃত হয়। পুরাকালে আদার উপকারিতা বুঝিয়া কোনও কবি এই সংস্কৃত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলেন।

"বাত-পিত্ত-কফেভানাং শরীরবনচারিণাম্।
এক এব নিহন্তাসৌ লবণার্দ্রক-কেশরী।"

অর্থাৎ দেহ কাননচারী বাত পিত্ত কফ রূপ মাতঙ্গগণের একমাত্র নিহন্তা সেই লবণার্দ্রক।

আর্দ্রক এবংবিধ গুণযুক্ত হইলেও স্থলবিশেষে আর্দ্রক প্রয়োগ নিসিদ্ধ যথা —

কুষ্ঠ-পাণ্ড্বাময়ে কৃচ্ছ্রে রক্তপিত্তে ব্রণজ্বরে।
দাহে নিদাঘ-শরদোর্নৈব পুজিত মার্দ্রকম্॥

কুষ্ঠ; পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ, রক্তপিত্ত, ব্রণজ্বরে, ও দাহে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আর্দ্রক প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

আর্দ্রক ঘটিত মুষ্টিযোগ যথা—

১। আদার রস ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর চূর্ণ সহ ফেনাইয়া বেদনাস্থানে মর্দ্দন করতঃ তদুপরি আকন্দের পাতা তপ্ত করিয়া স্বেদ দিলে শূলব্যথার শান্তি হয়।

২। আদা, কালতুলসীর পাতা, পান, অল্প কর্পূর ও লবঙ্গ এক সঙ্গে দিবসে তিনবার চিবাইয়া খাইলে শ্বাসনলী হইতে শ্লেষ্মা উঠিয়া গিয়া বুকের বেদনা কমে ও কাসের উদ্বেগ নষ্ট হয়।

৩। আদার রস এক তোলা, বিটলবণ ৴৹ এক আনা সেবন করিলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় ও ইহা উদরাধ্মান নাশক।

৪। আদার রস এক তোলা ও লেবুর রস এক তোলা একত্র করিয়া অল্প সৈন্ধব চূর্ণ সহ সেবন করিলে শূল ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, অক্ষুধা ও অম্লপিত্ত দূর হয়।

৫। আদার রস এক তোলা, লাল জবা ফুলের পাতার রস এক তোলা একত্র মিশাইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে দুর্জ্জয় হাঁপ আরোগ্য হইয়া থাকে।

৬। আদার রস এক তোলা ও গব্যঘৃত এক তোলা পৃথক পৃথক পাত্রে গরম করিয়া এক সঙ্গে মিশাইয়া ঢাকিয়া রাখিবে, কিছুক্ষণ পরে কলকল শব্দের বিরাম হইলে আধপোয়া গরম দুগ্ধের সহিত মিলিত করিয়া বারম্বার পান করিতে দিবে, ইহাতে কিছুক্ষণ পরে চাপ চাপ শ্লেষ্মা উঠিয়া গিয়া হাঁপ থামিয়া যাইবে।

৭। আদার রস, পেঁয়াজের রস ও নাগদনা পাতার রস প্রত্যেক একতোলা ও সরিষার তৈল তিন তোলা একত্র মিশাইয়া রৌদ্রতপ্ত করিয়া তপ্তাবস্থায় শিশুর বুকে মালিশ করিলে অতি সহজে কাস নিঃসৃত হইয়া উপকার দর্শে।

৮। আদা, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া ও শিউলিপাতা, একসঙ্গে ছেঁচিয়া নরম কলারপাতায় বাঁধিয়া আধপোড়া করিয়া শীতল হইলে তাহার রস আধ ছটাক প্রতিদিন মধুসহ পান করিলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

৯। আদা, বেলপাতা, নিসিন্দাপাতা ও গন্ধভাদালের পাতা একত্র ছেঁচিয়া এক ছটাক রস অল্প গরম করিয়া এক আনা সৈন্ধব লবণের সহিত পান করিলে বাতের উপকার হয়।

১০। আদার রস চারি তোলা, পুরাতন ঘৃত দুই তোলা, আকন্দের আঠা আধ তোলা ও কর্পূর সিকি তোলা একত্রে জ্বালাইয়া রস শুকাইয়া লইবে। এই ঘৃত বুকে মালিশ করিলে বেদনার নিবারণ হয়।

১১। আদা, সৈন্ধব ও জয়ন্তী পাতা প্রত্যেক সমভাবে পিষিয়া কাপড়ের পুঁটুলিতে করিয়া গরম স্বেদ দিলে বাতের ব্যথা দূর হয়।

১২। আদা, হিং, সোরা, বিটলবণ, মুসব্বর ও ইসবগুল সমভাবে একত্র বাটিয়া কাপড়ের পুঁটুলিতে গরম করিয়া তলপেটে স্বেদ দিলে বাধকের ব্যথা আশু নিবারিত হয়।

১৩। আদা ও সোরা ধুতুরা পাতার রসে বাটিয়া স্ত্রীলোকের স্তন ফোলায় প্রলেপে উপকার হয়।

১৪। আদা, রসুন, সমুদ্রফেনা ও আতপ চাউল পোড়া সমভাবে ধুতুরা পাতার রসে ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণমূল শোথে প্রলেপ দিলে সত্বর শোথ আরোগ্য হয়।

১৪। আদা ও পালিধামাদারের বীজ সমভাগে পেষণ করিয়া উৎকট পার্শ্ববেদনায় প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

১৬। আদা এক তোলা, পুরাতন তেঁতুল এক তোলা, গেরিমাটী এক তোলা ও কাঁচা লঙ্কা।০ চারি আনা একত্রে বাটিয়া অগ্নিতাপে গরম করিয়া প্রলেপ দিলে আঘাত জন্য ফোলা ও ব্যথা সত্বর প্রশমিত হয়।

১৭। আদা, সজিনারছাল ও মুসব্বর একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলেও আঘাত জন্য বেদনায় বিশেষ উপকার হয়।

১৮। জলশূন্য আদার রসে জায়ফল ঘসিয়া বেদনাস্থানে নিত্য দুইবার প্রলেপ দিলে অসাধ্য বেদনাও বাতেধরা আরোগ্য হইয়া থাকে।

১৯। আদার রস এক ছটাক, পিপুল চূর্ণ আধতোলা ও মিছরি এক ছটাক একত্র জ্বাল দিয়া অবলেহ করিবে। ইহা বারম্বার

একটু একটু করিয়া চাটিলে কফ সরল হইয়া উঠিয়া গিয়া উৎকাসি নিবারিত হয়।

২০। আদার রস, ছোলঙ্গ লেবুর রস একত্র মিশাইয়া তাহাতে সৈন্ধব, সচল লবণ ও বিটলবণ উত্তমরূপে মিশাইয়া নস্য লইলে ক্রূর শ্লেষ্মা বাহির হইয়া মস্তক পাতলা হয় ও শিরঃ-পীড়া দূর হয়।

২১। নাভির চারিদিকে আমলকী বাটিয়া উচ্চ আলবাল (আইল) করিবে; এবং তন্মধ্যে আদার রস পূর্ণ করিয়া চিৎভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। ইহাতে পেটের বেদনা ও অতিসার প্রশমিত হইয়া থাকে।

২২। আদার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া মুখ মধ্যে আকণ্ঠ ধারণ করিলে কণ্ঠস্থিত শ্লেষ্মা উঠিয়া গিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার ও কণ্ঠরোগ দূর হয়।

কয়েকটী মুষ্টিযোগ।

[কবিরাজ শ্রী শম্ভুনাথ গুপ্ত]

মচকানর ঔষধ। পা কিম্বা হাত যে কোন স্থানে মচকাইলে কাচাতেঁতুল মাড়ী, লবণ ও পান বাটীয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার আশু উপকার হয়।

প্রস্রাব সরল করিবার ঔষধ। ব্যাং চুমরি বা হনুমান ঝাঁপের শিকড় দুগ্ধের সহিত বাটীয়া খাইলে প্রস্রাব সরল হয়। অনেকে রক্তস্রাব নিবারণের জন্য ও শুষ্ক হইবার জন্য ক্ষতস্থানের উপর থু থু দিয়া বাটীয়া প্রলেপ দিয়া থাকেন। ব্যাং চুমরি ও পাথরকুচি বা লোহার চুর প্রায় একই গুণ বিশিষ্ট।

মুখের ঘায়ের ঔষধ। সূর্য্যমণির শিকড় গোলমরিচ দিয়া বাটীয়া খাইলে মুখের সর্ব্ব প্রকার ঘা সারে। ইহা মুখের ঘায়ের অব্যর্থ ঔষধ।

আমি যে সূর্য্যমণির কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার গাছ বড় হয় না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা বিশিষ্ট ছোট ছোট গাছ হইয়া থাকে।

সমালোচনা।

কলেরা চিকিৎসা—ডাঃ এ, সি, মজুমদার এল, এম, এস্ প্রণীত। মূল্য ৷৷০ আনা। হোমিওপ্যাথি মতে কলেরা চিকিৎসা-প্রণালী কিরূপ তাহাই বুঝাইবার জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত। কলেরা চিকিৎসার বিষয় ছাড়াও শিক্ষার্থিগণের সুবিধার জন্য রোগী পরিচর্য্যা বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য কথা ইহাতে আছে। চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক যত

অধিক প্রকাশিত হয়, ততই আধিব্যাধির লীলা নিকেতন বাঙ্গালা দেশের পক্ষে মঙ্গলের কথা বলিতে হইবে।

Homœpathic Practitioner of family Guide. By Dr, Rajendra Lal Sur L, M. S. Price 8 annas. 2nd Editon পুস্তকখানির যখন ২য় সংস্করণ হইয়াছে, তখন ইহা যে গৃহ চিকিৎসার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া বাঙ্গালা দেশের লোকে মানিয়া লইয়াছেন তাহা না বলিলেও চলিবে। এ সকল পুস্তকের প্রচারে দেশে হোমিওপ্যাথির আদর বাড়িবে।

চাণক্য শ্লোক। শ্রীবসন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ⁄১০ আনা। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও প্রধান নীতিশাস্ত্রকার চাণক্যের শ্লোক গুলি এককালে আমাদের দেশের বালকগণকে প্রাথমিক শিক্ষাকালেই অভ্যাস করাইবার রীতি ছিল। তাহার ফলে শিশু জীবনেই সামাজিক শিক্ষা ও ধর্ম্ম শিক্ষা সুকুমারমতি বাল্য হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যাইত। এখন দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার অনুশীলন হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে শিক্ষা প্রায় লোপ পাইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্পাদক সেই জন্য মূল শ্লোকের সহিত বাঙ্গালা কবিতায় সে গুলির অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মূল শ্লোকগুলি মুখস্থ না করাইয়াও যদি অনুবাদ-গুলি মুখস্থ করান যায় তাহা হইলেও শিশুদিগের উপকার হইবে, মূলগুলি মুখস্থ করাইলে তো কথাই নাই। বঙ্গদেশীয় পাঠ-শালা গুলিতে এ পুস্তকখানি পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হওয়া উচিত।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:o:—

দান। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত চুণীলাল মল্লিক মহাশয় সংপ্রতি পাঁচশত টাকা দান করিয়াছেন।

শিক্ষার ব্যবস্থা—আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ছাত্র দিগের বোটানি বা উদ্ভিদ বিদ্যার শিক্ষার ব্যবস্থা বঙ্গবাসী কলেজে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বঙ্গবাসী কলেজের মাননীয় প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র বসু এম্, এ, মহাশয় নিজে এই শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদের পরীক্ষা। আঙ্গুরিয়া আয়ুর্ব্বেদ সভা হইতে শ্রীযুক্ত শীতল কিশোর গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"এখানে ৺কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনীর অধীনে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী পরীক্ষার একটী শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, আগামী চৈত্রমাস হইতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।"

নাগপুরে নিখিল ভারতীয় ছাত্রসম্মেলন। গত ২৫শে ডিসেম্বর "নিখিল ভারতীয় ছাত্রসম্মেলনের" অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। লালা লাজপৎ রায় এই অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। অন্যান্য কলেজের ন্যায় আমাদের "আয়ুর্ব্বেদ কলেজ" হইতে শ্রীমান্ মহাবল শেঠি ও শ্রীমান্ অবিনাশ চন্দ্র সেনগুপ্ত নামক দুইজন ছাত্র ডেলিগেট বা প্রতিনিধিরূপে উক্ত সম্মেলনে গিয়াছিলেন। সম্মেলনে অন্যান্য প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে ইহাও স্থিরিকৃত হইয়াছে যে "বিদেশী চিকিৎসা পদ্ধতি পরিত্যাগপূর্ব্বক "আয়ুর্ব্বেদ" ও "ইউনানী" মতে চিকিৎসা প্রবর্ত্তন করা হউক।—"নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী" ও "ইউনানী সম্মিলনীকে" তাঁহাদের নিজ উন্নতিসাধন করিতে বলা হউক। দেশের লোক যে এখন দেশীয় "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির বিষয় চেষ্টা করিতেছেন ইহা সুখের কথা।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৫ম বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

রোগের ইতিহাস।

[ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস]

—:*:—

রোগ নিরূপণ করিতে হইলে, চিকিৎসককে সর্ব্বাগ্রে রোগের ইতিহাস অনুধাবন করিতে হয়। কেননা প্রত্যেক রোগের একটা স্বধর্ম্ম আছে—রোগ তাহারই গতি অনুসারে চলে। রোগের উৎপত্তি, গতি ও সমাপ্তি—রোগের সম্পূর্ণ ইতিহাস। এই ইতিহাসের প্রতি মানোনিবেশ করিয়া, পর্য্যবেক্ষণের ফল জানিয়া, স্বাধীনভাবে যৌক্তিক (Rational) উপায়ে চিকিৎসা করাই সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বিষয়ের চিন্তা করিতে হইবে, যাহার নাম—নৈসর্গিক রোগ প্রতিরোধশক্তি (Natural Re:istance.) এ শক্তি বড় প্রবল শক্তি! যাহাকে রোগপ্রবণতা বা Predis Position. বলে—তাহা শুধু এই Resistance এরই অভাব। যে চিকিৎসক ইহার সত্ত্বা ভুলিয়া যান, তিনি একদেশদর্শী তাঁহার চিকিৎসা করা অনেক সময় অযৌক্তিক বিড়ম্বনা মাত্র।

রোগ চিকিৎসার মূলতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত ভিত্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। যথা—

১। কারণ তত্ত্ব (Aetiological)

২। নিদান তত্ত্ব (Pathological.)

৩। লক্ষণ ও গতিমূলক (Clinical char acter, courge of Disease.)

৪। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম (Personal factior)

এই 'কারণ তত্ত্বের' অনেক শ্রেণী থাকিতে পারে। ১। নিমিত্ত কারণ (efficient cause.) ২। পূর্ব্ব প্রবণতামূলক (Predisposing.) ৩। মুখ্য Direct exciting, Determining).

৪। গৌন (Indirect.) ইত্যাদি।

যে কারণ ব্যতীত যে রোগ হইতে পারে না, যে কারণ রোগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বর্ত্তমান থাকে—তাহার নাম "নিমিত্ত কারণ"।

শরীরের বা জীবনী শক্তির (Vital forces) অল্পতা, অপরিপক্কতা বা ক্ষয় প্রযুক্ত শরীরের রোগ প্রবণতা জন্মে। এই রোগ প্রবণতা বয়স (Age) ও লিঙ্গ (Sex) আশ্রয় করিয়াও হইতে পারে। অর্থাৎ এমন কতকগুলি রোগ আছে—যাহা কেবল স্ত্রীলোকের হইয়া থাকে। কোন কোন রোগ শিশুকাল ভিন্ন হয় না। পিতা মাতার রোগ থাকিলে—পুত্র কন্যা সেই রোগপ্রবণতা লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। কাহারও কাহারও একবার কোন রোগ জন্মিলে, ভবিষ্যতে রোগের পুনরাক্রণের সম্ভাবনা থাকে।

স্থানের দোষে অনেক রোগ জন্মিতে পারে। যেমন—উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে পাথরী, রঙ্গপুর জেলায় গলগণ্ড—ইত্যাদি। আবার জল বায়ু, ঋতু, উপজীবিকা—ইহাদের উপরও অনেক রোগের কারণ নির্ভর করে। এই কারণের নাম মুখ্য কারণ। কোন কোন রোগ আক্রান্ত স্থানকে চিরদিনের জন্য দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, সুতরাং তত্তৎস্থান সহজেই রোগ প্রবণ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারা যায়—কোন গ্রন্থি মচ্‌কাইয়া গেলে—পরে সেখানে বাত রোগের আবির্ভাব হইতে পারে। কাহারও শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জার বিষ প্রবিষ্ট হইলে,—সে শরীরে ভবিষ্যতে টাইফয়েডের আক্রমণ ঘটিতে পারে। রোগের মুখ্য কারণ দুইটী উপায়ে রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। যথা (ক) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (Diaectly) (খ) প্রকারান্তরে (Iudirectly) শেষোক্ত কারণ গৌণ কারণেরই শ্রেণী ভুক্ত। ঠাণ্ডালাগা, আঘাত লাগা প্রভৃতি পরোক্ষ কারণকে গৌণ কারণ বলা যায়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতির আলোচনা করিয়া মুখ্য ও গৌণ কারণের বিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের কোন বিজ্ঞানেই এরূপ কারণতত্ত্বের বিশ্লেষণ দেখা যায় না। পরে ইহার আলোচনা করিব।

এক্ষণে দেখা যাউক রোগ কাহাকে বলে? ইহার উত্তর—স্বাস্থ্যের বিকৃতির নাম রোগ।

স্বাস্থ্য কি? স্বচ্ছন্দ বোধ করা ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করিবার অবস্থার নাম স্বাস্থ্য।

কোন্ প্রাকৃতিক বিধানের ব্যত্যয় ঘটিলে শরীর অসুস্থ হয়? কোন্ প্রাকৃতিক ক্রিয়া বলে রোগ শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে না? সে শক্তির তিনটী নাম আছে। শারীরতত্ত্ব বিদ্ তাহাকে "স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক কৌশল" বলেন। স্বাস্থ্যরক্ষক কর্ম্মচারী তাহাকে "স্বতঃ সিদ্ধ রোগ নিবারণী ক্ষমতা" বলেন। নিদানকার তাহাকে "নৈসর্গিক রোগ প্রতিরোধক শক্তি" বলেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি নৈসর্গিক ক্ষমতা বলে রোগ নিবারিত হইতে পারে, তবে ডাক্তার-বৈদ্যের দরকার কি? দরকার অবশ্যই আছে। যেখানে রোগের কারণ অনেকগুলি, অথবা অতি ভয়ানক, কিম্বা বহুদিন স্থায়ী, সেখানে প্রাকৃতিক ক্ষমতা কার্য্যকরী হয় না, এরূপ অবস্থায় প্রকৃতিকে সাহায্য করিবার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন।

রোগের ইতিহাস কারণ তত্ত্ব এসব জানি-

যার আবশ্যক কি? আবশ্যক যথেষ্ট। প্রথমতঃ রোগের কারণ জানিতে পারিলে, রোগ যাহাতে না জন্মিতে পারে—সেরূপ ব্যবস্থা করা যায়। "কারণ" জানা গিয়াছে বলিয়াই—যক্ষ্মা, বিসূচিকা, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ বহুব্যাপী বা চিরস্থায়ী হইবার অবসর পায় না।

দ্বিতীয়তঃ—কারণ জানিতে পারিলে, যাহাতে শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃ স্থাপিত হইতে পারে তাহার বিধান করা চলে। শুধু ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলেই চিকিৎসকের কার্য্য ফুরায় না। স্থল বিশেষে—ধ্বংস করিয়া, স্থানান্তরিত করিয়া, পরিবর্জ্জন করিয়া, রক্ষা করিয়া, স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়া প্রতিবন্ধকতা করিয়া, চিকিৎসক রোগ হইতে সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

অতএব রোগের ইতিহাস ও কারণ তত্ত্ব প্রত্যেক চিকিৎসকের জানা উচিত।

হিন্দুর খাদ্য পরিবর্ত্তন।

[শ্রীরাম সহায় কাব্যতীর্থ, বেদান্ত শাস্ত্রী।]

হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ বিশেষ খাদ্য নিষিদ্ধ। হইতে পারে ইহা প্রাচীন কালের কুসংস্কার, কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগে—কাহাকেও ত ইহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিতে দেখিতেছি না! অগত্যা আমাকেই অগ্রণী হইতে হইল।

স্মৃতি সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়—

কুষ্মাণ্ড বৃহতীঞ্চৈব পটোলং মূলকং তথা।
শ্রীফলং নিম্বপত্রঞ্চ তালঞ্চাপি তথাশিবং॥
অলাবু নালিকাঞ্চৈব শিম্বিকাং পূতিকাং তথা।
তিলান্ মাষঞ্চ মাংসঞ্চ প্রতিপদাদিষু বর্জ্জয়েৎ॥

উক্ত শ্লোকের বাঙ্গালা ব্যাখ্যা—

প্রতিপদে—কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায়—বৃহতী (ক্ষুদ্র বেগুণ, পূর্ব্ববঙ্গে ব্যাকুড়ের ফল) তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে শ্রীফল (বেল) ষষ্ঠীতে নিম্বপত্র, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে শিব (নারিকেল), নবমীতে অলাবু (লাউ), দশমীতে নালিকা (কলমা শাক) একাদশীতে শিম্বী (শিম) দ্বাদশীতে পূতিকা (পুঁইশাক), ত্রয়োদশীতে তিল (বার্ত্তাকু) চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, পূর্ণিমায় (অমাবস্যাতেও) মাংস খাওয়া উচিত নহে।

এইরূপে স্মর্ত্তগণ উল্লিখিত তিথিতে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শুধু মুখের কথায় নিষেধ করা নয়, ব্যবহারের বিষময় ফল দেখাইয়া—ভক্ষণকারীকে বিলক্ষণ ভয়ও দেখাইয়াছেন। পাঠক তিথিতত্ত্বের নিম্নলিখিত শ্লোক পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন;—

কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাৎ বৃহত্যাং নস্ময়েদ্ধরিং।
বহুশত্রুঃ পটোলঃ স্যাৎ ধনহানস্তু মূলকে॥

কলঙ্কী জায়তে বিল্বে তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ নিম্বকে।
তালে শরীরনাশঃ স্যাৎ নারিকেলেচ মূর্খতা॥
তুম্বী গোমাংস্ত তুল্যা স্যাৎ কলম্বী গোবধাত্মিকা
শিম্বীং পাপকরা প্রোক্তা পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা।
বার্ত্তাকৌ সুতহানিঃ স্যাৎ চিররোগী চ মাষকে।
মহাপাপ করং মাংসং প্রতিপদাদিষু বর্জ্জয়েৎ।

পঞ্জিকায় ইহার পদ্যানুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে ;—

প্রতিপদে অর্থহানি কুষ্মাণ্ড ভক্ষণে।
দ্বিতীয়ায় বৃহতীতে বিহীন ভোজনে॥
শত্রুবৃদ্ধি পটোল খাইলে তৃতীয়ায়।
চতুর্থীতে মূলাহারে ধন হানি পায়।
পঞ্চমীতে শ্রীফলে কলঙ্ক অতিশয়।
ষষ্ঠীতে খাইলে নিম পশুযোনি হয়॥
তালে শরীরের নাশ সপ্তমীর যোগে।
অষ্টমীতে মূর্খ হয় নারিকেল ভোগে॥
অলাবু গোমাংস তুল্য নবমী তিথিতে।
দশমীতে গোবধ পাতক কলম্বীতে॥
শিমে মহাপাপ একাদশীর নিয়ম।
দ্বাদশীতে পুঁইশাক ব্রহ্মহত্যা সম॥
ত্রয়োদশী তিথিতে বার্ত্তাকু যদি খায়।
সন্তানের হানি হয় বিধানে জানায়॥
চতুর্দ্দশী তিথির দিবসে নরগণে।
চিররোগী হয় মাষকলাই ভক্ষণে॥
অমাবস্যা পূর্ণিমায় যদি খায় মাংস।
পূর্ণরূপে মহানামে প্রকাশে পাপাংশ॥”

নিষেধাজ্ঞা কি ভয়ানক দেখুন! অর্থহানি, শত্রুবৃদ্ধি, ব্রহ্মহত্যা, গোবধ, বংশনাশ, পশুযোনি, কলঙ্ক, মূর্খতা, পাপ, চিররোগ,—আর কিছুই বাকী থাকিল না! ভোজনব্যাপারেও এত অনুশাসন! কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার কি কোন উদ্দেশ্য নাই? হিন্দু হইয়া আমরা একথা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বিশ্বাস—অনুশাসন, বৈজ্ঞানিক এবং আধ্যাত্মিক।

হিন্দুর জীবন্ত বিজ্ঞান “চরকসংহিতা” তেও—এইরূপ ভক্ষ্য পরিবর্ত্তনকারিণী-ব্যবস্থার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুতর্ষি চরক বলেন—অমুক অমুক দ্রব্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে নাই। যথা ;—

কূর্চ্চিকাংশ্চ কিলাটাংশ্চ শৌকরং গব্যমামিষং,
মৎস্যান্ দধিচ মাষাংশ্চ যবকাংশ্চ ন শীলয়েৎ।
চরক, সূত্রস্থান, ৫ম অঃ।

অর্থাৎ ছানা, ঘনীভূত দুগ্ধ, শূকর মাংস, গোমাংস, মৎস্য, দধি, মাষ কলাই এবং যব—এই সকল দ্রব্য প্রতিনিয়ত ব্যবহার করিবে না।

শূকর মাংস ও গোমাংসের কথায় পাঠক মহাশয় হয়ত বিস্মিত হইবেন। চরক ঋষি—চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহাকে হিন্দু ও অহিন্দুর জন্য সমভাবে ব্যবস্থা দিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত মাংসদ্বয় সম্ভবতঃ তিনি অহিন্দুকেই খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে—চরক মুনি হয়ত অতি প্রাচীন কালের লোক—সে কালে হিন্দু সমাজেও উক্ত নিষিদ্ধ মাংসের প্রচলন ছিল।

চরক মাষকলাই প্রভৃতি দ্রব্যকে অনিয়মিত ভক্ষ্যের অন্তর্গত করিয়াছেন। স্মৃতি কর্ত্তারাও—শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় চতুর্দ্দশীতে মাষকলায় ভক্ষণের নিষেধ করিয়াছেন। স্মার্ত্তমতে মাসের মধ্যের দুইদিন মাষ কলায় খাইতে নাই। মাষ কলায় যে নিয়মিত খাদ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে না—এ যুক্তি চিকিৎসা

বিজ্ঞানে এবং স্মৃতি শাস্ত্রে সমর্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন—স্মার্ত্ত মতে নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য গুলির কথা তো চরকের তালিকা ভুক্ত হয় নাই,—চরক কেবল মাষ কলাইকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের যুক্তি একই। প্রত্যহ একই প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিলে শরীরের ক্ষতি হইয়া থাকে; উহাতে চিত্ত বিকারও ঘটিতে পারে। মনস্তত্ত্ব বিদ্‌গণকে একথা আর নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। স্মার্ত্তগণ বিশ্বাস করিতেন—প্রত্যহ এক প্রকার আহার্য্য গ্রহণে—হিন্দুর শরীর ভাল থাকিতে পারে না শরীরের অবনতির সঙ্গে মনের অবসাদ,—সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবনতি ঘটাও অসম্ভব নহে। সুতরাং ভোজ্যদ্রব্যের নিত্য পরিবর্ত্তন একান্ত কর্ত্তব্য। যে মধু—এত মিষ্ট—এত উপকারী—নিত্য ব্যবহারে তাহারও স্বা তা কমিয়া যায়,—অভ্যস্ত হইয়া গেলে—দ্রব্যের শক্তিও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। প্রত্যহ একই জিনিষ খাইলে, সে জিনিষে অরুচি হয়। কিছুদিন উপর্য্যুপরি ক্ষীর ভোজন বন্ধ রাখিয়া পুনরায় যখন ঐ ক্ষীর পান করিবে, তখন উহার মিষ্টতা, মনোহারিতা, শতগুণ বৃদ্ধি পাইবে। পানের সঙ্গে সঙ্গে পরিতৃপ্তি আসিবে, ঐ ক্ষীর সহজেই জীর্ণ হইবে। যে দ্রব্য ভক্ষণে আগ্রহ থাকে না, সে দ্রব্য আহার করিলে শরীরের উপচয় ঘটে না,—তাহাতে আধি (মানসিক রোগ) ব্যাধি (দৈহিক রোগ) উভয়ই দেখা দিতে পারে। অন্ততঃ মনঃপীড়া উপস্থিত হইয়া শরীরকে রোগপ্রবণ করিয়া তুলিবে—প্রাচীন পণ্ডিতগণের এইরূপই ধারণা ছিল। সেই ধারণার বশেই তাঁহারা খাদ্যাখাদ্যের এত বিচার করিতেন।

চরক ঋষি উপদেশ দিয়াছেন—

ষষ্টিকান্ শালি মুদ্গাংশ্চ সৈন্ধবামলকে যবান্।
আন্তরীক্ষং পয়ঃ সর্পি জাঙ্গলংমধুচাভ্যসেৎ॥

সূত্র, ৫ম অঃ।

ইহার ভাবার্থ—ষষ্ঠি ধান্য, শালি ধান্য, মুগ, সৈন্ধব লবণ, আমলকী, যব, আকাশ হইতে নিপতিত জল, ঘৃত এবং বন্যমধু—এই গুলি নিত্য ব্যবহার্য্য। এস্থলে বেশ বুঝা যাইতেছে—নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উল্লেখ করায়, চরক মুনিও ভক্ষ্য-পরিবর্ত্তনের সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং চরকের সহিত স্মার্ত্তগণের নিষেধানুজ্ঞার মূলতঃ কোনই বৈলক্ষণ্য নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে সকল দিনেই একটা না একটা খাদ্য নিষেধিত হইয়াছে; এই নিয়মের সহিত চরক ব্যবস্থাপিত বিধির এমন বিশেষ বিরোধ নাই। আয়ুর্ব্বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রে নিষেধ বিধির যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও মূলগত কোন পার্থক্য দেখা যায় না। উভয় শাস্ত্রেই একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে।

আমরা হিন্দু। আমাদের পক্ষে—খাদ্যের সঙ্গে ধর্ম্মের ঘনিষ্ট সংস্রব থাকা—নিতান্তই প্রয়োজন। আমাদের সমাজে—সধবার এক রকম আহার, বিধবার আর এক রকম আহার। আহার, সংযম, উপবাস, বা ব্রত, কঠোরতা—হিন্দু রমণীকে শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্ম-মার্গে প্রধাবিত করিবার জন্য। শুধু রমণীর বিষয়ই বলি কেন,—হিন্দু পুরুষও আহারাদি ব্যাপারে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে না। স্মৃতির অনুশাসনে—প্রতিদিন এক একটী খাদ্য বর্জ্জন করিতে করিতে—ক্রমে প্রিয়বস্তুতে আর লোভ থাকে না। মনে করুন, একব্যক্তি বড় মৎস্য প্রিয়—মাঁছ না হইলে তাহার মুখে

অন্নকবল প্রবেশ করে না। ইহাকে মৎস্ত ত্যাগ করিবার উপদেশ দিলে, ইহার বড়ই কষ্ট হইবে। কিন্তু ধর্ম্মোপদেশ আদিষ্ট হইলে, দুই চারিটী রবিবারে মৎস্ত বর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিলে—এই ব্যক্তি শীঘ্রই বিনাক্লেশে মৎস্ত ভক্ষণের অভ্যাস ছাড়িতে পারে। ক্রমে তাহার লোভেরও হ্রাস হইয়া যাইবে। প্রিয়-বস্তু পরিহারকে তখন আর কষ্ট বলিয়া মনে হইবে না, অভ্যাসবশে সকল দ্রব্যেই বিরাগ জন্মিবে, ফলে—সাধনার পথ পরিষ্কৃত হইবে। এই শিক্ষার জন্যই ভারতে যোগের এত প্রভাব, নৈষ্টিক উন্নতিতে ভারত সকল দেশের চেয়ে মহান্। ভারতেতর দেশে—খাদ্য বিচারের বালাই নাই, সে সকল দেশ জৈবিক প্রয়োজনে "সুসভ্য" সংজ্ঞালাভ করিয়াও প্রবৃত্তির প্রেতভূমি! যিনি তিথি বিশেষে দু'একটি খাদ্য ত্যাগ করিয়া প্রথম হইতে প্রস্তুত হইতে পারেন, ভবিষ্যতে তিনি সংযমী মহাপুরুষ হইবেন। ভোগ বিরাগ একদিন তাঁহাকে যোগের পরম ঐশ্বর্য্য প্রদান করিবে।

আমার মনে হয়—ইহাই খাদ্য পরিবর্ত্তনের মহাদভিপ্রায়। আর্য্যঋষি— গুর্ব্বর্থকর উপ-দেশ দিয়া মানুষকে পশু হইতে স্বতন্ত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকল ব্যবস্থার মূলেই জ্ঞান যুক্তি ও সুশিক্ষা বর্ত্তমান। একথা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

কায়চিকিৎসা ক্রমোপদেশ
বা
Practice of medicine.

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

—:০:—

নিউমোনিয়া।

ডাক্তারেরা নিউমোনিয়া বলিয়া যে একটা রোগের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা আমাদের সান্নিপাতিক জ্বরেরই অন্তর্গত। সান্নিপাতিক জ্বরের সহিত ফুসফুস্ দূষিত হওয়া নিউমোনিয়ার প্রধান লক্ষণ। পীড়ার প্রবল অবস্থায় ফুসফুস্ পচিয়াও গিয়া থাকে। ফুসফুস্ দূষিত হইলে শুষ্ক কুল গোলা জলের মত এক প্রকার তরল শ্লেষ্মা বমন উপদ্রব দেখা যায়। আর পচিয়া গেলে দুর্গন্ধ যুক্ত দুগ্ধের সরের মত অথবা পুঁজের মত শ্লেষ্মা নির্গত হয়। এই পীড়ায় আক্রান্ত রোগীর বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলেও বেদনা অনুভূতি হয় এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লইবার সময় রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। গাঢ় গাঢ় শ্লেষ্ম নির্গম এই রোগের স্বাভাবিক চিহ্ন। কখনও কখনও শ্লেষ্মার সহিত রক্তও দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর প্রতি মিনিটে ৯০ হইতে ১০২ বার নাড়ীর

স্পন্দন হইয়া থাকে। থার্ম্মোমিটারে ১০৩ হইতে ১০৪, কাহারো কাহারো ১০৫।১০৬ পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠিয়া থাকে। শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রী-লোক প্রভৃতির এই পীড়া হইলে অতি কষ্ট সাধ্য হইয়া থাকে।

এই রোগে সন্নিপাত জ্বরে সে সকল চিকিৎসা বিধি বলা হইয়াছে তাহাই কর্ত্তব্য। বক্ষঃস্থলে পুরাতন ঘৃতের বা তার্পিণ ও কর্পূরের মালিশ এবং যখন যে উপদ্রব পরিলক্ষিত হইবে —সেই সকল উপদ্রব নিবারণের ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যে ফোমেণ্টেসনের কথা ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থাও বিধেয়। সকল রোগেই মূল রোগের সহিত যে সকল বিশেষ উপদ্রব লক্ষিত হইবে—সেই সকল উপদ্রব নিবারণের জন্য বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে, কারণ অনেক সময় বিশেষ কোনো উপদ্রব এমন ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সেই উপদ্রবের আশু প্রতীকার না করিলে তাহার জন্য প্রাণনাশ হওয়াও অসম্ভব নহে।

সন্নিপাত জরোক্ত যে পাচন গুলির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঔষধ ভিন্ন সে সকল পাচনের ব্যবস্থাও অবস্থা বিবেচনায় করিতে হইবে। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, ঔষধ অপেক্ষা পাচনে বেশী ফল পাওয়া যায়।

প্লেগ।

ইহাও সান্নিপাতিক জ্বরের অন্তর্গত। প্লেগ,—নামটি ইংরাজী, কিন্তু এখনকার দিনে ইহাও নিউমোনিয়ার মত বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে।

এই প্লেগ অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি। ভারতের কত লোককে যে ইহা শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা হয় নাই। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রায় প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। কোনোরূপে প্রথম সপ্তাহ কাটিয়া গেলে দশম এবং দ্বাদশ দিবসে প্রাণনাশের ভয় থাকে। কোনোরূপে ১৪ দিন উত্তীর্ণ হইলে সে রোগীর বাঁচিবার আশা করা যায়।

ডাক্তারি মতে প্লেগ ছয় ভাগে বিভক্ত। (১) লসিকাগ্রন্থি সম্বন্ধীয় বা বিউবোনিক প্লেগ (২) সেপ্টিসিমিক প্লেগ (৩) নিউমোনিক বা ফুসফুস প্রাদাহিক প্লেগ (৪) টন্সিলার প্লেগ (৫) ঔদরীয় প্লেগ ও (৬) জলাতঙ্ক লক্ষণ যুক্ত প্লেগ।

বিউবোনিক প্লেগে সাধারণতঃ জ্বর প্রকাশের ২য় বা ৩য় দিবসে রোগী কুঁচকী ও বগলে বেদনা অনুভব করে এবং ঐ সমস্ত স্থানের পৈশিক গ্রন্থি সকল বাড়িয়া উঠে ও বেদনা যুক্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রীবা দেশীয় সন্ধিগুলি আক্রান্ত হওয়ায় প্রদাহ যুক্ত গ্রন্থি গুলির চারি দিকে শোথ প্রকাশ পায়। সকল প্রকার প্লেগ রোগীর মধ্যে বিউবোনিক প্লেগই শতকরা ৮০ হইতে ৯০ জনের হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক জ্বরে যে সকল ঔষধের কথা বলা হইয়াছে, অবস্থা বিবেচনায় সেই সকল ঔষধই আয়ুর্ব্বেদ মতে প্লেগে ব্যবস্থেয়। শোথ বা গ্রন্থিস্ফীতির উপর আদা ও আতপ চাউল সমানভাগে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। গেরিমাটি, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, বচ ও শ্বেত-সর্ষপ কাঁজিতে বাটিয়াও প্রলেপ দেওয়া যায়। রোগ যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে মসিনা বাটিয়া ঘৃতে মাখাইয়া গরম করিয়া বারম্বার প্রলেপ দিয়া শীঘ্র পাকাইয়া

লইয়া শস্ত্র প্রয়োগ বিধেয়। অবস্থা বিবেচনায় জলৌকা বসাইয়া রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থাও মন্দ নহে।

এই পীড়ার প্রবলাবস্থায় ধমনী স্পন্দন ১০০ হইতে ১৪০ বা ততোধিক বারও লক্ষিত হয়। শ্বাসক্রিয়াও বাড়িতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা ৪০ হইতে ৬০ বার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

পীড়ার প্রবলাবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ এবং দেহ শীতল হইয়া পড়িলে মকরধ্বজ ১ রতি, মৃগ-নাভী ১ রতি এবং কর্পূর ১ রতি—একত্র মধু ও পানের রস সহ অর্দ্ধ ঘণ্টা—আবশ্যক হইলে ১৫ মিনিট অন্তর ৩।৪ বার সেবন করান ভাল। মূত্ররোধ বা প্রস্রাব ত্যাগে যন্ত্রণা অনুভব হইলে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা করিলে ফল পাওয়া যায়—

বেণার মূল
গোক্ষুর বীজ
ছুরালভা
শসার বীজ
কাঁকুড়ের বীজ
কাবাব চিনি
বরুণ ছাল

প্রত্যেক দ্রব্য ।০ আনা। দেড় পোয়া শীতল জলে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল প্রতি অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর একটু একটু করিয়া পান করিতে দিবে।

এই রোগের চিকিৎসা বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা হওয়া উচিত। বিশেষতঃ ইহা অতি সংক্রামক ব্যাধি, এজন্য এই রোগ হইবা মাত্র রাজদ্বারে সংবাদ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

টাইফয়েড্ জ্বর।

ইংরাজী মতে ইহার নানাপ্রকার নাম করণ হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে স্লো-ফি বার বলেন, কেহ বা শরৎকালে ইহার প্রকোপ বেশী হয় বলিয়া ইহাকে অটম্ন্যাল ফিবার বলেন। কেহ কেহ এণ্টারিক বা ন্যাষ্ট্রিক জ্বরও ইহার নাম নির্দ্দেশ করেন। যিনি যাহাই বলুন, আমরা কিন্তু ইহাকে সান্নি পাতিক জ্বরের অন্তর্ভুক্তই মনে করিয়া থাকি।

এই জ্বরে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সন্ধি জনিত প্রদাহ হয়, হৃৎপিণ্ডের আভ্যন্তরিক টিসু খারাপ হইয়া যায়।

এই জ্বরে স্বাভাবিক মল প্রায়ই হয় না, অনেক স্থলে তরল ভেদ হইতে পাকে।

এই জ্বরে প্রথম সপ্তাহে জ্বর কম থাকে কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে জ্বর ক্রমেই বাড়িতে থাকে, জ্ঞানের অভাব ঘটে, সর্ব্বদাই যেন তন্দ্রাবিজরিত হইতে হয়। জিহ্বা এ সময় শুষ্ক ও লোহিতবর্ণ থাকে। ভুলবকা, চীৎকার করা,—সজোরে হাত পা ছোড়া দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে আরম্ভ হয়। অতীসার দোষও ২য় সপ্তাহেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৩য় সপ্তাহেও কোন উপসর্গ কমে না, অনেক সময় বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। এই সময় অসাড়ভাবেই মলত্যাগ হইতে থাকে। প্রস্রা-বের পরিমাণ কমিয়া যায়। কখনো কখনো প্রস্রাব আদৌ হয় না এবং মূত্রাশয় ফুলিয়া উঠে।

এইরূপে তিন সপ্তাহ অতীত হওয়ার পর চতুর্থ সপ্তাহ হইতে রোগীর অবস্থা ভাল বোধ হয়। ত্রিশ দিনের পর আরোগ্য কাল ধরিয়া

লওয়া হয়, কিন্তু অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে —২ মাস ২॥০ মাস পর্য্যন্তও টায়ফয়েড জরাক্রান্ত রোগী ভুগিয়া থাকে। একবার আরোগ্য হওয়ার পর পুনরাক্রমণের আশঙ্কাও ইহাতে খুব বেশী। এইজন্য এই রোগীকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবার দরকার হয়।

এই জরে শারীরিক উত্তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ পর্য্যন্ত। এই জরে শারীরিক উত্তাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চিকিৎসার পক্ষে সুবিধা হইয়া থাকে।

টায়ফয়েড জরের চিকিৎসায় ধৈর্য্য অবলম্বন বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য। এই জরে জোর করিলেই চিকিৎসককে ঠকিতে হইবে। অতীসার দোষ প্রবল থাকিলে "কণকসুন্দর রস", "বজ্রক্ষারের" সহিত "মকরধ্বজ" মিশাইয়া, "আনন্দভৈরব রস" প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। "কণক সুন্দর ও আনন্দভৈরবের উপাদান গুলির পরিচয় জরাতিসার ক্ষেত্রে বলা যাইবে। সন্নিপাত জরের অন্যান্য ঔষধও অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। অতীসার নিবারণের জন্য জায়ফল ঘসিয়া তলপেটে ও নাভির চারিপার্শ্বে প্রলেপ দেওয়া উত্তম ব্যবস্থা। প্রস্রাব করাইবার জন্য হিমসাগরের পাতার রস —বজ্রক্ষারের সহিত প্রয়োগ করিলে সুফল দর্শে। এই রোগে নানাপ্রকার উপদ্রব হয়, সুতরাং উপদ্রব নিবারণের জন্য সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে—ইহা বিশেষভাবে মনে রাখা কর্ত্তব্য।

প্লীহা ও যকৃৎ।

প্লীহা ও যকৃৎ জরের দুইটি আনুসঙ্গিক রোগ। জরে বেশীদিন ভুগিলেই প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি স্বতঃসিদ্ধ। এইরূপ অবস্থায় কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক। ম্যালেরিয়া জর, কালা জর বা বিষম জরের সহিত এই প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি দেখিলে ইতঃপূর্ব্বে জর নিবারণের জন্য যে সকল ঔষধ বলা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন প্লীহা ও যকৃদধিকারোক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

"লোকনাথ রস"—জীর্ণ জরের সহিত প্লীহার বিবৃদ্ধিতে ব্যবস্থা করিবে। ইহার উপাদান গুলি এই—

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ।
মৃতাভ্রং রসতুল্যঞ্চ পুনস্তত্রৈব মর্দ্দয়েৎ॥
রসত্রিগুণ লৌহঞ্চ লৌহতুল্যঞ্চ তাম্রকম্।
বরাটিকায়া ভস্মাথ পারদ ত্রিগুণং কুরু।
নাগবল্লীরসেনৈব মর্দ্দয়েদ্ যত্নতো ভিষক্।
পুটেদ্ গজপুটে বিধান সাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকটি ১ তোলা করিয়া লইয়া কজ্জলী করিবে, তাহার পর উহার সহিত ১ তোলা অভ্র মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে, তাহার পর লৌহ, তাম্র ও কড়িভস্ম ইহাদের প্রত্যেকটি ৩ তোলা করিয়া লইয়া উহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মাড়িয়া গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। ইহার অনুপান—

মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং সগুড়াং বা হরীতকীম্।
অজাজীং গুড়েনৈব ভক্ষয়েদনুপানতঃ॥

মধু ও পিপুল চূর্ণ অথবা পুরাতন গুড় ও

হরীতকী অথবা পুরাতন গুড় ও জীরা চূর্ণ † অনুপানে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

পারদ—বাতপিত্ত কফ নাশক।

গন্ধক—কফবাতঘ্ন।

অভ্র—ত্রিদোষ প্রশমক এবং প্লীহা প্রভৃতি বিনাশক।

লৌহ—কফপিত্ত নাশক ও প্লীহঘ্ন।

তাম্র—কফপিত্তঘ্ন।

কড়িভস্ম—আগ্নেয়।

আর এক প্রকার "লোকনাথ রস" আছে, তাহার উপাদান—

রসগন্ধৌ সমৌকৃত্বা মর্দ্দয়েদর্দ্ধ যামকম্।
রসতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং দ্বিগুণং লৌহ তাম্রকম্॥
তাম্রস্থ দ্বিগুণং ভস্ম কপর্দ্দক সমুদ্ভবম্।
নাগবল্লীরসৈর্যামং মর্দ্দয়েদতিনির্জ্জনে॥
ততো লঘুপুটং দত্বা সুশীতং গ্রাহয়ে তথা।
দ্বিগুঞ্জমাং কত্রবৈঃ খদিরত্বগ্ রসং পিবেৎ॥

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা, একত্র ৪ দণ্ড মর্দ্দন করিয়া তাহার পর অভ্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পানের রস দ্বারা এক প্রহর বাটিয়া লঘুপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ২ রতি। অনুপান আদার রস, ইহা সেবনান্তে খদির মিশ্রিত জল পান করিতে হয়।

পারদ—ত্রিদোষ প্রশমক।

গন্ধক—কফবাতঘ্ন।

অভ্র—ত্রিদোষঘ্ন।

লৌহ—কফপিত্তঘ্ন।

তাম্র—কফপিত্তঘ্ন।

কড়িভস্ম—আগ্নেয়।

উপরোক্ত দুইটি ঔষধের উপাদান ও যেরূপ এক প্রকার, সেইরূপ ঔষধ দুইটিও সমগুণ বিশিষ্ট, সুতরাং ঐ দুইটির কোনো একটি ব্যবস্থা করিলেই প্লীহার বিবৃদ্ধিতে সুফল পাওয়া যায়।

কেহ কেহ উপরোক্ত দুই প্রকার "লোক নাথ রসে"র একটিও ব্যবহার না করিয়া শাস্ত্রোক্ত "বৃহল্লোকনাথ রস"টি ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেটির উপাদান—

শুদ্ধ সূতং দ্বিধা গন্ধং খল্লে কুর্য্যাচ্চ কজ্জলম্।
সূততুল্যং জারিতাভ্রং মর্দ্দয়েৎ কন্ত কাম্বুনা॥
ততো দ্বিগুণিতং দত্ত্বাৎ তাম্রং লৌহং প্রযত্নতঃ।
সূতাচ্চবগুণং দেয়ং বরাটী সম্ভবং রজঃ॥
কাকমাচী রসেনৈব সর্ব্বং তদ্ গোলকী কৃতম্।
ততো গজ পুটে পাচং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা—একত্র মাড়িয়া কজ্জলী করিবে, তাহার পর উহার সহিত এক তোলা অভ্র মিশাইয়া ঘৃত কুমারীর রস দ্বারা মাড়িয়া তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৯ তোলা মিশাইয়া কাক-মাচীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলাকার করিবে। তাহার পর গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, অনুপান মধু। অনেকে এই ঔষধ পানের রস ও মধু দিয়াও ব্যবস্থা করেন।

যে কয় প্রকার "লোকনাথ রসে"র কথা বলা হইল—ইহারা যে কেবলই প্লীহানাশক

† শাস্ত্রকার "লোকনাথ রসে"র অন্যতম অনুপান পুরাতন গুড় ও জীরাচূর্ণ ব্যবস্থা করিলেও জীরাচূর্ণ অনুপানে মলবদ্ধতা দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে, কারণ জীরার প্রধান গুণ অতীসার নাশক। এজন্য এ অনুপানটির ব্যবস্থা না করাই ভাল।

তাহা নহে, পারদ ও গন্ধকের মিশ্রণের ফলে ইহাদের সকল গুলিই জরঘ্ন। বিষম জ্বরে পাণ্ডু কামলা প্রভৃতি উপস্থিত হইলেও এ কয়টির কোনো একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। তবে এ ঔষধগুলি সর্ব্বাপেক্ষা শিশু শরীরে অধিক কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

জ্বরের সহিত প্লীহার বিবৃদ্ধিতে "মাণকাদি গুড়িকা" বিশেষ কার্য্যকারী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্লীহা ও যকৃতে কোষ্ঠ পরিষ্কারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। 'মাণকাদি গুড়ি' প্রয়োগে সে উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধি হইয়া থাকে।

"মাণকাদি গুড়িকা" দুই প্রকার, স্বল্প ও বৃহৎ। নিম্নে দুইটিরই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে,—

স্বল্পমাণকাদি গুড়িকা।

মাণমার্গাম্বৃতা বাসা ছিন্না সৈন্ধব চিত্রকম্।
নাগরং তালপুষ্পঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্॥
বিড়সৌবর্চ্চলক্ষার পিপ্পল্যশ্চাপি কার্ষিকাঃ।
এতচ্চ পীকৃতং সর্ব্বং গোমূত্রস্যাঢ়কেপচেৎ॥
সান্দ্রীভূতে গুড়ী কুর্য্যাদ্ দত্বা ত্রিপল মাক্ষিকম্।

পুরাতন মাণকচু, আপাংভস্ম, গুলঞ্চ, বাসক মূলের ছাল, শালপাণি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঁঠ ও তালজটা ভস্ম—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা এবং বিটলবণ, সচল লবণ, যবক্ষার ও পিপুল—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইয়া ২৪ তোলা মধু মিশাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

এখন দেখা যাউক ইহার উপাদান গুলির কার্য্য কি—

মাণ—

মাণকঃ শোথ হৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্ত হরো লঘুঃ।

মাণ—শোথ নাশক, শীতল, রক্তপিত্ত শান্তিকর ও লঘু।

আপাংমূল—

অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপন স্তিক্তকরঃ কটুঃ।
পাচনী রোচনী চ্ছর্দ্দি কফ মেদো হনিলাপহঃ॥
নিহন্তি হৃদ্রুগাধ্মানার্শঃ কণ্ডু শূলোদরা পচীঃ।

অর্থাৎ—অপামার্গ সর, তীক্ষ্ণ, দীপক, তিক্ত, কটু, পাচক ও রোচক। ইহার দ্বারা বমন, কফ, মেদোরোগ, বায়ু, হৃদ্রোগ, আধ্মান, অর্শ, কণ্ডু, শূল, উদর রোগ ও অপচী উপশমিত হয়।

গুলঞ্চ—

দোষত্রয়াম্ তুড় দাহ মেহ কাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্।
কামলা কুষ্ঠ বাতাস্র জ্বর ক্রিমি বমীন হরেৎ॥
প্রমেহ শ্বাস কাশার্শ কৃচ্ছ্র হৃদ্রোগ বাতনুৎ।

অর্থাৎ—আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডুতা, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, প্রবল হৃদ্রোগ ও বায়ু রোগে শান্তি কারক।

বাসক মূলের ছাল—

বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফ পিত্তাস্র নাশনঃ।
তিক্তস্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্ত্তি হৃৎ॥
শ্বাস কাসজ্বরচ্ছর্দ্দি মেহ কুষ্ঠ ক্ষয়াপহ॥

বাসক বায়ু কারক, স্বর শোধক, তিক্ত কষায়, হৃদ্য, লঘু ও শীতল। কফবৃদ্ধি, রক্ত পিত্ত, তৃষ্ণা রোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, মেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয় রোগে উপকারী।

শালপাণি—

শালপর্ণীগরচ্ছর্দ্দি জ্বরশ্বাসাতিসার জিৎ।
শোষ দোষ ত্রয়হরী বৃংহণ্যুক্তা রসায়নী॥
তিক্তা বিষহরী শ্বাস ক্ষতকাস ক্রিমিপ্রণুৎ

অর্থাৎ—ইহা পুষ্টিকারক, রসায়ন, তিক্ত, বিষঘ্ন, স্বাদু ও ত্রিদোষনাশক। বমন, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোষ, ক্ষত কাস ও ক্রিমি রোগে ইহা ব্যবস্থেয়।

সৈন্ধবলবণ - ত্রিদোষ নাশক।

চিতামূল—

চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ।
রূক্ষোষ্ণো গ্রহণী কুষ্ঠ শোথার্শঃ ক্রিমি কাসনুৎ॥
বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতার্শ শ্লেষ্ম পিত্তহৃৎ।

অর্থাৎ চিতা—পাকে কটু, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও গ্রাহী। গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ ও পিত্তশ্লেষ্মা নষ্ট করিয়া থাকে।

শুঁঠ—কফ ও বায়ু নাশক।

তালজটা ভস্ম—আগ্নেয়।

বিটলবণ—কফ ও বায়ুর অনুলোমক।

সচললবণ—ভেদক, বায়ু নাশক ও অগ্নি-দীপ্তি কারক।

যবক্ষার—

যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহ্নিদীপনঃ।
নিহন্তি শূল বাতাম শ্লেষ্ম শ্বাস গলাময়ান্॥
পাণ্ড্বর্শো গ্রহণী গুল্মানাহ প্লীহ হৃদাময়ান।

অর্থাৎ—যবক্ষার—লঘু; স্নিগ্ধ; অতি সূক্ষ্ম, অগ্নিকর। ইহা শূল, বায়ু, আম, শ্লেষ্মা, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডুরোগ, অর্শঃ গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগ নিবারণ করিয়া থাকে।

পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক। প্লীহায় বিশেষ কার্য্যকারী।

গোমূত্র—

প্লীহোদর শ্বাস কাস শোথ বর্চ্চো গ্রহাপহম।
শূল গুল্মরুজানাহ কামলা পাণ্ডুরোগ হৃৎ॥

অর্থাৎ—গোমূত্র সেবনে প্লীহা, উদর রোগ, শ্বাস, কাস, শোথ, মলরোধ, শূল, গুল্ম, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডু রোগ নিবারিত হয়।

বৃহন্মাণ কাদি গুড়িকা।

মাণমার্গ স্থিরা বহ্নি মুষ্কী নাগর সৈন্ধবম্।
তালস্কন্ধঃ ক্রিমিঘ্নঞ্চ হবুষং চবিকা বচা॥
বিড সৌবর্চ্চল ক্ষার পিপ্পলীশরপুঙ্খকম্।
জীরকং পারিভদ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষকদ্বয়ম্॥
সার্দ্ধাঢ়কে গবাং মূত্রে পচেৎ সর্ব্বং সুচূর্ণিতম্।
সান্দ্রীভূতে ক্ষিপেৎ তেষাং চূর্ণকং কর্ষ সম্মিতম্॥
অজাজী ত্র্যূষণং হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শঠী।
ত্রিবৃদ্দন্তী বিশালাচ হত্বা ত্রিপল মাক্ষিকম্॥

পুরাতন মাণকচু, আপাংমূলভস্ম, শালপাণি, চিতামূল, সিজমূল, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, তালজটা, ভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষ (অভাবে ধনে) চই, বচ, বিটলবণ, যবক্ষার, পিঁপুল, শরপুঙ্খ, জীরা ও পালিধামাদারের মূল,—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ৪তোলা এবং গোমূত্র ২৪সের। সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে কৃষ্ণ-জীরা, শুঠ, পিঁপুল, মরিচ, হিং যমানী কুড়, শঠী; তেউড়ী, দন্তীমূল, ও রাখালশসার মূল—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে এবং শীতল হইলে উহার সহিত ২৪তোলা মধু মিশাইবে।

মাণকচু—শোথ নাশক।

আপাংমূল ভস্ম—কফ, বায়ু ও শূল প্রভৃতি নিবারক।

শালপাণি—ত্রিদোষনাশক।

চিতামূল—ত্রিদোষনাশক।

সিজমূল—

সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ।
শূলামাষ্ঠীলিকাধ্মান কফগুল্মোদরানিলান্॥
উন্মাদ মোহ কুষ্ঠার্শঃ শোথ মেদোঽশ্ম পাণ্ডুতাঃ।
ব্রণ:শোথজ্বরপ্লীহ বিষদূষী বিষং হরেৎ॥

অর্থাৎ ইহা তীক্ষ্ণ বিরেচক, অগ্নীয় দীপক, কটুরস, ও গুরু। ইহা শূল, আম, অষ্ঠীলিকা, উদরাধ্মান, কফ, গুল্ম, জঠর, বায়ু, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, পাণ্ডু, ব্রণশোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষী বিনাশক।

শুঠ—কফ ও বাতঘ্ন।

সৈন্ধবলবণ—ত্রিদোষঘ্ন।

তালজটাভস্ম—আগ্নেয়।

বিড়ঙ্গ—

"শূলাধ্মানোদর শ্লেষ্মক্রিমি বাত বিবন্ধনুৎ"। শূল, আধ্মান, উদর রোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বায়ু ও মলবদ্ধতা নিবারণ করে।

হবুষ—

হবুষাগ্নিদীপনী তিক্তা মৃদুষ্ণা তুবরা গুরুঃ।
পিত্তোদর সমীরার্শোগ্রহণী গুল্ম শূলহৃৎ॥

অর্থাৎ—ইহা অগ্নিদীপক, তিক্ত, মৃদু, উষ্ণ, কষায় ও গুরু। ইহা পিত্ত, উদর রোগ বায়ু, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম ও শূল রোগ নষ্ট করে।

চই—

রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফ বাতোদরা পহম্।
আনাহ প্লীহগুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাস ক্ষয়াপহম॥
* * * বিশেষাগুদজাপহম।

ইহা রুক্ষ পিত্তকর, ভেদি, কফ, বায়ু, উদর রোগ, আনাহ, প্লীহ, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয় রোগ নষ্ট করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা অর্শ নাশক।

বচ—

বিবন্ধাধ্মান শূলঘ্নী শকৃন্ মূত্র বিশোধিনী।
অপস্মার কফোন্মাদ ভূতজন্তু নিনাশ হরেৎ।

অর্থাৎ—বিবন্ধ, আধ্মান, কফ জন্য উন্মাদ, অপস্মার ও শূল রোগে ইহা হিতকর। ইহা সেবনে মল মূত্র বিশুদ্ধ ও ভূতাদি ভয় দুরীভূত হয়।

বিটলবণ—কফ ও বায়ুর অনুলোমক।

যবক্ষার—প্লীহা নাশক।

পিপুল—প্লীহা নাশক।

শরপুঙ্খ—

শরপুঙ্খো যকৃৎ প্লীহ গুল্ম ব্রণ বিষাপহঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্র শ্বাস জ্বর হরোলঘুঃ॥

ইহার প্রয়োগে যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, রক্তদোষ, শ্বাস ও জ্বর নষ্ট হয়।

জীরা—জ্বরঘ্ন ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

পালিধামাদারেমূল—

পারিভদ্রোঽনিল শ্লেষ্ম শোথ মেদঃ ক্রিমি প্রনুৎ।

অর্থাৎ—ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, শোথ, মেদারোগ ক্রিমিনাশক।

গোমূত্র—প্লীহা নাশক।

কৃষ্ণজীরা—জ্বরঘ্ন।

শুঠ—বায়ু ও বিবন্ধনাশক।

পিঁপুল—বাত শ্লেষ্ম নাশক।

হিং—

হিঙ্গুষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাস হৃৎ।
শূলগুল্মোদরানাহ ক্রিমিঘ্নং পিত্ত বর্দ্ধনম্।
স্ত্রীপুষ্প জননং বল্যং মূর্চ্ছাপস্মার হৃৎপরম্।

অর্থাৎ—হিঙ্গু—উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক। তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বলকারক ও রজঃপ্রবর্ত্তক। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্মা, শূল, গুল্ম, উদর রোগ, আনাহ ও ক্রিমি, মূর্চ্ছা ও অপস্মার রোগ নষ্ট হয়।

যমানী—

যমানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ।
দীপনীচ তথা তিক্তা পিত্তলা বাহ্নি শূলহৃৎ॥
বাতশ্লেষ্মোদরানহ গুল্ম প্লীহ ক্রিমি প্রনুৎ॥

ইহা পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু ও অগ্নিউদ্দীপক, তিক্ত, পিত্তকারক, বমি ও শূল নাশক। বাত শ্লেষ্মা, উদররোগ, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও ক্রিমি নষ্ট করিয়া থাকে।

কুড়—

হন্তি বাতাস্র বীসর্প কাসকুষ্ঠ মরুৎ কফান্।

অর্থৎ—ইহা দ্বারা বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফ নষ্ট হয়।

শঠী—

কর্চ্চূরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এবচ।
সুগন্ধীঃ কটু পাকত্বাৎ কুষ্ঠার্শোব্রণকাসনুৎ ॥
উষ্ণোলঘুঃ হরেচ্ছাসং গুল্মবাত কফক্রিমীন্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালামপচীং মুখজাড্যহৃৎ ॥

অর্থাৎ ইহা অগ্নিদীপক, রোচক, কটু, তিক্ত, সুগন্ধি, উষ্ণ ও লঘু। কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বায়ু, কফ, ক্রিমি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও মুখের জড়তা ইহা সেবনে নষ্ট হইয়া থাকে।

তেউড়ী—তেউড়ী দ্বিবিধ, শ্বেতা ও শ্যামা। শ্যামা ত্রিবৃৎ সাধারণতঃ ব্যবস্থা করা উচিত নয়, কারণ উহার বিরেচনশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। আমরা নিম্নে শ্যামা ত্রিবৃৎ যে সকল অবস্থায় প্রযুক্ত তাহাই লিখিতেছি—

শ্বেতা ত্রিবৃদ্রেচিনী স্যাৎ স্বাদুরুক্ষা সমীরহৃৎ।
রুক্ষা পিত্তজ্বর শ্লেষ্ম পিত্তশোথোদরাপহা ॥

অর্থাৎ ইহা রেচক, স্বাদু, উষ্ণ, বায়ু নাশক ও রুক্ষ। ইহার দ্বারা পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, পৈত্তিক শোথ, ও উদর রোগ নিবারিত হয়।

দন্তীমূল—

দন্তীদ্বয়+ সরংপাকে রসেচ কটুদীপনম্।
গুদাঙ্কুরাম শূলাস্র কণ্ডূ কুষ্ঠ বিদাহনুৎ ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাস্র কফশোথোদর ক্রিমীন্।

দুই প্রকার দন্তীই বাতাদি নিঃসারক। পাকে ও রসে কটু, অগ্নিদীপ্তিকারক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ। অর্শঃ, আম শূল, রক্তদোষ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, দাহ, রক্তপিত্ত, কফ, শোথ, উদর রোগ ও ক্রিমি রোগে প্রযুজ্য।

\+ দন্তী দুই প্রকার, লঘু দন্তী ও বৃহৎ দন্তী।

রাখালশসার মূল—

গবদনীদ্বয়স্তিক্তং পাকে কটু সরং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণং কামলাপিত্তকফ প্লীহোদরাপহম্ ॥
শ্বাস কাসাপহং কুষ্ঠগুল্ম গ্রন্থি ব্রণ প্রণুৎ।
প্রমেহ মূঢ় গর্ভাম-গণ্ডাময় বিষাপহম্ ॥

অর্থাৎ দ্বিবিধ ইন্দ্র বারুণীই তিক্ত রস, কটু বিপাক, সারক লঘু ও উষ্ণবীর্য্য। কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদর, শ্বাস কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি ব্রণ, মেহ, মূঢ়গর্ভ, আমদোষ, গলগণ্ড ও বিষদোষে প্রযুজ্য।

"অর্ক লবণ"—নামক ঔষধটি প্লীহা নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিলে অতি উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়। ইহার উপাদান—আকন্দ পত্র ও সৈন্ধব লবণ। সমান ভাগ। অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া দধির মাত্ অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা দিতে হয়। মাত্রা ৵০ এক আনা। (১)

তাল জটাভস্ম এক আনা মাত্রায় লইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত প্লীহা রোগে সেবনের ব্যবস্থা দিলেও উপকার হইয়া থাকে। (২)

চিতার মূল বাটিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা করিয়া পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া প্লীহার রোগীকে সেবনের ব্যবস্থা দিলে অনেক স্থলে ২।৩ দিনে প্লীহা সারিয়া গিয়াছে দেখা গিয়াছে। (৩)

শিশুদিগের প্লীহায় "গুড় পিপ্পলী" অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। উহার উপাদান—

(১) অর্কপত্রং সলবণং মন্তধূমং দহেন্নরঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষীরং প্লীহগুল্মোদরাপহম্।
(২) তাল পুষ্পোদ্ভবঃ ক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ।
(৩) চিত্রকস্য মূলং পিষ্টা কৃত্বাতু বটিকা ত্রয়ম্।
কদলীপক্ক মধ্যেষ ভক্ষণাৎ প্লীহ নাশনম্।

বিড়ঙ্গ ত্র্যূষণং কুষ্ঠং হিঙ্গুলবণ পঞ্চকম্।
ত্রিক্ষারং ফেনকং বহ্নিঃ শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা॥
তাল পুষ্পোদ্ভবং ক্ষীরং নাড্যা কুষ্মাণ্ডকস্য চ।
অপামার্গস্য চিঞ্চায়াশ্চূর্ণানি চিক্কণানি চ॥
সর্ব্বচূর্ণং সমং দেয়ং চূর্ণমত্র কণোদ্ভবম্॥
এতস্মাদ্ দ্বিগুণাচ্চূর্ণাৎ পুরাণো দ্বিগুণো গুড়ঃ।
মর্দ্দয়িত্বা দৃঢ়ে পাকে মোদকানুপকল্পয়েৎ॥
ভক্ষয়েদুষ্ণ তোয়েন প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্।
যকৃতং পঞ্চ গুল্মঞ্চ উদরং সর্ব্বরূপকম্॥
জীর্ণ জ্বরং তথা শোথং কাসং পঞ্চ বিধং তথা।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা শ্রেষ্ঠা বালানাং গুড়পিপ্পলী॥

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিঁপুল মরিচ, কুড়, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চিতামূল, গজপিঁপুল, কৃষ্ণজীরা, তাল জটাভস্ম, কুমড়ার ডাঁটা ভস্ম, আপাং ভস্ম ও তেঁতুল ছাল ভস্ম—ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা ও পিঁপুল চূর্ণ ২২ তোলা এবং পুরাতন ইক্ষু গুড় ৮৮ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা দুই আনা হইতে অর্দ্ধতোলা। অনুপান উষ্ণজল।

এখন দেখা যাউক ইহার উপাদানগুলিতে আমরা কি কি গুণ প্রাপ্ত হইতেছি—

বিড়ঙ্গ—শ্লেষ্মা, ক্রিমি ও মলবদ্ধ নিবারক।
শুঁঠ—কফ, বায়ু ও বিবন্ধ নাশক।
পিঁপুল—বাতশ্লেষ্ম নাশক।
মরিচ—বাতশ্লেষ্ম নাশক।
কুড়—বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রশমক।
হিং—বাতশ্লেষ্ম নাশক।

পঞ্চলবণ—
সৈন্ধব—ত্রিদোষ নাশক।
সচল—বায়ু নাশক, রোচক, ভেদক।
বিড়—কফ ও বায়ুর অনুলোমক।
সামুদ্র—বায়ু নাশক।
সাম্ভার—বায়ু নাশক।

যবক্ষার—প্লীহঘ্ন।

সাচিক্ষার—
স্বর্জ্জিকাল্প গুণা তস্মাদ্বিশেষাদ্ গুল্ম শূলহৃৎ।
সর্জ্জিকার গুণ যবক্ষার অপেক্ষা মৃদু কিন্তু ইহা গুল্ম ও শূলরোগ বিশেষে উপকার করে।

সোহাগা—অগ্নিকারক, রুক্ষ, কফঘ্ন ও বায়ু পিত্তজনক।
সমুদ্রফেনা—প্লীহানাশক, কফ প্রশমক।
চিতামূল—ত্রিদোষঘ্ন।

গজপিঁপুল—
গজকৃষ্ণা কটুর্বাত শ্লেষ্মঘ্নবহ্নি বর্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতী সারং শ্বাসকণ্ঠাময় ক্রিমীন্॥
ইহা কটু, বাতশ্লেষ্ম নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও উষ্ণ। অতিসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমি রোগে ব্যবস্থেয়।

কৃষ্ণজীরা—জ্বরঘ্ন।
তালজটাভস্ম— } প্লীহানাশক এবং দীপক প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট।
কুমড়ার ডাঁটা ভস্ম }
আপাংভস্ম—দীপক, সারক।
তেঁতুল ছালভস্ম—শূলঘ্ন।
পিঁপুল—বাতশ্লেষ্মঘ্ন, বিশেষতঃ প্লীহায় সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকারী।

এই "গুড় পিপ্পলী" নামক ঔষধটি শিশুদিগের প্লীহা এবং জীর্ণজ্বরে সত্য সত্যই মহৌষধ। অনেক সময় দেখা গিয়াছে, নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগেও জীর্ণ জ্বর ছাড়াইতে পারা যায় নাই, সে অবস্থায় "গুড়পিপ্পলী"র ব্যবস্থায় অল্প দিনেই সুফল হইয়াছে। শিশুদিগের দুর্জ্জয় প্লীহা এই পরম কল্যাণকর